

দু'আর মহিমা

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল
শাইখ খালিদ আর রশিদ

মন খারাপের কথা, জীবনের সব চাওয়া-পাওয়ার কথা আপনার রবকে বলুন। মনের মাধুরী মিশিয়ে দু'আ করুন তাঁর কাছে। দুনিয়ার মানুষের কাছে বলে কি লাভ (!) দুনিয়ার মানুষ তো কোনো উপকার করতে পারবে না। তারা আপনার কোন চাওয়া পূর্ণ করতে পারবে না। চাওয়া-পাওয়া তো আছে কেবল রবের কাছে, যিনি চাইলে অকল্পনীয়ভাবে মুহূর্তের মধ্যে সব ঠিক করে দিতে পারেন। তপ্ত মরুভূমিময় হৃদয়কে করে দিতে পারেন বৃষ্টিস্নাত সবুজ-সতেজ উদ্যান। হৃদয়ের দর্পণে লিখে রাখুন এই আয়াতকে-

‘অচিরেই আপনার রব আপনাকে এরূপ দান করবেন, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। (সূরা আদ- দুহা: ৫)’
কখনো কখনো দেখবেন আপনার দু'আগুলো রব কবুল করছেন না। আপনি যা চেয়েছেন, তা আপনি পাচ্ছেন না। তখন আপনি হতাশ হবেন না। আপনি দু'আ করতেই থাকুন। দু'আতে দৃঢ় হোন।

দেখবেন, একদিন হঠাৎ করে আপনার দু'আগুলো কবুল হয়ে যাবে। যে দু'আ করতে গিয়ে আপনার কণ্ঠ হয়েছিল কান্না ভিজরিত। চোখ দিয়ে ঝরেছিল জলারা। সেই দু'আ যখন হুট করে রব কবুল করে নিবেন, সেদিনও আপনার চোখ জোড়া ভিজে উঠবে আনন্দের অশ্রুকণায়। সেদিন হয়ত ফিসফিস করে বলে উঠবেন

‘হে আমার রব, আমি তো আপনাকে ডেকে কখনো নিরাশ হইনি।’

তই : দু'আর মহিমা

লেখক: শাইখ আহমাদ মুসা জিব্রিল

অনুবাদক: হাসানাহ টিম

সম্পাদক: সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

দু'আর মহিমা

লেখক

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল
শাইখ খালিদ আর রশিদ



সূচিপত্র

প্রাককথন.....	৭
মহান রব বান্দার কাছে থাকেন	১০
ইবাদত কাকে বলে	১২
আল্লাহর সমীপে সাহায্য চাওয়া	১৪
সর্বোত্তম দু'আ	১৬
দু'আর সংজ্ঞা ও তার প্রকার	১৯
নবিজি ﷺ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ	২২
দু'আর উপকারিতা	২৪
দু'আর রুকন এবং তার শর্তসমূহ.....	২৫
সালাফদের কথা.....	২৮
আল্লাহর প্রশংসা	৩১
দু'আ কবুলের আলামত	৩৩
দেরিতে দু'আ কবুল হওয়া.....	৩৪
দু'আর আদব	৪০
তাওবার শর্তসমূহ	৪১
আগ্রহ এবং ভয় নিয়ে দু'আ করা.....	৫০
তোমরা দু'আ করো, তোমাদের রব কবুল করবেন	৫৩
বিজয়ের ফয়সালা তো হয় আরশে আজিমে.....	৫৯
আল্লাহ তাআলাই হলেন সাহায্যকারী	৬২
কার মাধ্যমে উম্মাহর বিজয় আসবে?	৬৩
তুমিও হতে পারবে অনেক কিছু	৬৬
একটি প্রশ্ন.....	৬৭
দু'আ কবুলের গল্প.....	৭৩
এক মুবারকময় বিয়ে	৭৪
বাবার দু'আর ফলে	৭৫
দু'আর মহিমা	৭৭
পেটব্যথা ভালো হয়ে গেল	৭৯
রব কখনো দু'আ ফিরিয়ে দেন না	৮০
কাবা দেখার আশায় দু'আ	৮০
এক ময়ীহসী স্ত্রীর দু'আ.....	৮১

মাজুলমের দু'আ কখনো বিফলে যায় না.....	৮২
ডাকাতের কবল থেকে মুক্তি.....	৮৪
জাহান্নামের ভয়ে কাঁদি.....	৮৫
জান্নাতের দরজাসমূহ কীভাবে খুলবে?.....	৮৮
সবচেয়ে মধুর ও সুন্দর সময়.....	৯২
চিরকুটের লেখাগুলো.....	৯৫
এ অস্ত্র যেভাবে ব্যর্থ হয়.....	৯৬
শেষ কথা.....	৯৯
কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়না যে তির.....	১০২
স্বচ্ছ হৃদয়ের ডাক.....	১০৪
মাজুলমের দু'আ কখনো ফিরে আসে না.....	১০৫
দু'আর ফলে.....	১০৬
জালিম নেতার ভয়ংকর পরিণতি.....	১০৭
দু'আ কবুলের ঘটনা.....	১০৮
দু'আর বিশেষ সময়.....	১০৯
ছন্দে ছন্দে দু'আ না করা.....	১১১
দু'আর ক্ষেত্রে দৃঢ় হোন.....	১১২
দু'আতে অটল থাকুন.....	১১৪
দু'আর শুরুতে, শেষে এবং মাঝে.....	১১৪
নবিজির প্রতি দরুদ পাঠ করুন.....	১১৪
অন্তরের আমলসমূহ.....	১১৫
দু'আ কবুলের ঘটনা.....	১১৫
কারাগার থেকে মুক্তি.....	১১৬
অন্যের কাছে দু'আ চাওয়া কি জায়েজ?.....	১১৭
আপনার কুপ্রবৃত্তিকে শিকলবদ্ধ করুন.....	১২২
তিনি অনুরোধে সাড়া দেন.....	১২৯
ভাগ্য রজনী (লাইলাতুল কদর).....	১৩০
লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব.....	১৩১
কদরের রাতের কিছু নিদর্শন.....	১৩৫
লাইলাতুল কদরের জন্য উপদেশ.....	১৩৭
অভিপ্রায়ের গুরুত্ব.....	১৪১

প্রাককথন

দু'আ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাহ। দু'আ মুমিনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। 'দু'আ' অর্থ ডাকা, আল্লাহকে ডাকা। 'ইস্তিগফার' অর্থ মাফ চাওয়া। আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া। আর 'ইনাবাত ইল্লাল্লাহ' অর্থ আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া। দু'আ, ইস্তিগফার ও ইনাবাত ইল্লাল্লাহ মুমিনের পাথেয়, ঈমানদারের সম্বল, সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় তা মুমিনের অবলম্বন। মুমিন যখন সুখী তখনও মহান রবকে ভুলে যায় না, যখন দুঃখী তখনও রবের রহমত থেকে নিরাশ হয় না। সুখ ও শান্তি রবের পক্ষ থেকে আসে। মুক্তি ও বিপদ মোচনও তাঁর আদেশে হয়। তারই ফায়সালায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। অতএব দু'আ সর্বাবস্থার আমল। আল্লাহ তায়ালা দু'আকারীদের খুব কাছেই থাকেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

“আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে(তখন বলে দিবে) বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিহিতে। প্রার্থনাকারী যখন আমার নিকট প্রার্থনা করে, আমি তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।” (সূরা বাকারা: ১৮৬)

অনেক সময় দেখা যায় বান্দা দীর্ঘদিন দু'আ করেও কোনো ফল পায় না। তখন বান্দা হতাশ হয়ে দু'আ করা ছেড়ে দেয়, আসলে এমনটা করা উচিত না। বরং ধারাবাহিকভাবে দু'আ করে যাওয়া উচিত। আল্লাহ তায়ালা হয়ত বান্দার ধৈর্য পরীক্ষা করেন। ইমাম ইবনুল কায়্যিম জাওযি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, রব যদি তোমার মুনাজাতকে কবুল না করেন, তাহলে তুমি রবকে আহ্বান করা থেকে বিরত থেকো না। এমনও তো হতে পারে যে, মহান রব দু'আর মাধ্যমে তোমার কণ্ঠ শুনতে চান।

আবার এমনও তো হতে পারে যে, আপনি আল্লাহর কাছে যেই জিনিস কামনা করছেন, সেটা আপনার জন্য কল্যাণকর নয় বিধায়, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে কাঙ্খিত জিনিস দিচ্ছেন না। ইমাম ইবনুল কায়্যিম জাওযি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

আল্লাহ তায়ালা যদি সাথে সাথে তোমার দু'আর উত্তর দেন, দু'আ কবুল করে নেন, তাহলে মনে করবে—তিনি তোমার ঈমানকে বৃদ্ধি করেছেন। আর যদি তিনি তোমার দু'আর উত্তর সাথে সাথে না দেন, তাহলে মনে

করবে—তিনি তোমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন। আর যদি দেখো; তিনি তোমার দু'আই কবুল করছেন না, তাহলে মনে করবে—তিনি তোমার জন্য এর চেয়ে আরো উত্তম কিছু নির্ধারিত করে রেখেছেন।

..হাশরের দিন এমন কিছু মানুষ থাকবে, দুনিয়াতে যাদের দু'আ আল্লাহ তাআলা কবুল করতেন না। তবুও সে ঐ দু'আ নিয়মিত করতে থাকতো। শেষ বিচারের দিন সে দেখবে এক বিশাল পুরস্কারের পাহাড়। সে অবাক হয়ে ঐ পুরস্কারটা দেখবে এবং চিন্তা করবে, আমি তো জীবনে এমন কিছু করিনি যে এ পুরস্কারটা পাব। নিশ্চয়ই এটা অন্য কারো। কিন্তু দীর্ঘ সময় পরেও যখন এটা কেউ দাবি করতে আসবে না তখন সে আল্লাহ তাআলাকে ডেকে বলবে,

- ইয়া আল্লাহ!

: বলো হে আমার বান্দা!

- এ পুরস্কারটা কার জন্য?

: তোমার জন্য।

- কী!!! আমার জন্য!!!! ?

: হ্যাঁ, তোমার জন্য।

- কিন্তু আমি তো এ পুরস্কার পাওয়ার মত কোন আমল করিনি।

: তুমি দুনিয়ায় থাকাকালীন একটা বিষয়ে আমার কাছে নিয়মিত দু'আ করতে। কিন্তু আমি তোমার সে দু'আ কবুল করতাম না। তবুও তুমি দু'আ করা থামাতে না। আজ সে দু'আর প্রতিদানই তুমি পাচ্ছ।

তখন সে ব্যক্তি আবেগাপ্লুত হয় বলবে—ও আল্লাহ! ও আল্লাহ! আপনি যদি দুনিয়ায় আমার কোন দু'আই কবুল না করতেন, কতই না ভালো হত! (মুসনাদু আহমাদ)

দু'আ হচ্ছে সবচে পাওয়ার ফুল একটি নিয়ামাহ। দু'আর মাধ্যমে অনেক অসম্ভবকে আল্লাহ তাআলা সহজ করে দেন। দু'আর মহিমা এবং ক্ষমতা সম্পর্কে আমরা অনেকেই উদাসীন। আমরা অনেকেই দু'আ করতে অনীহা প্রকাশ করি। আমাদের অনেকেই জানে না যে, দু'আ কীভাবে করতে হয়, কোন পদ্ধতিতে আল্লাহর কাছে দু'আ করলে আল্লাহ তাআলা সাড়া দেন। দু'আ কবুল না হওয়ার কারণ ইত্যাদিসহ বিভিন্ন বিষয়।

এইসব বিষয় নিয়ে আমরা আপনাদের জন্য আয়োজন করেছি—‘দু'আর মহিমা’ নামে চমৎকার একটি বই। বইটি মূলত আরবের বিখ্যাত দু'জন

দু'আর মহিমা | ৮

শাইখের বক্তৃতার সংকলন। তারা দরদ নিয়ে দু'আ সম্পর্কে খুব সুন্দর বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। বইটিতে দু'আর বিভিন্ন টিপসসহ দু'আ কবুল হওয়ার হৃদয়স্পর্শী কিছু ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা আশা করি, বইটি সমস্ত পাঠকের অনেক উপকারে আসবে ইনশা আল্লাহ।

পরিশেষে বলব— বইটির কোথাও কোন ভুল বা অসংগতি যদি কারো দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহপূর্বক আমাদের অবহিত করলে আমরা পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই পরিবর্তন করবো ইন শা আল্লাহ।

হাসানাহ অনুবাদ টিম

০১-০৯-২০২০ ইং

মহান রব বান্দার কাছে থাকেন

হে আমার রব, আপনার দয়াতে আমরা বেঁচে আছি। সুখে-দুঃখে সব সময় আপনাকে আমরা কাছে পাই। আমরা যখন অনেক দুঃখে পড়ে যাই, তখন আপনি ছাড়া আর কেউ আমাদেরকে দুঃখের সাগর থেকে উত্তোলন করতে পারে না। আমাদের দুঃখের কথা, শোকের কথা—সবকিছু তো আপনি গুনতে পান। আমরা আপনার অনেক অবাধ্যতা করি, আপনার বিপরীত কাজ করি, তবুও আপনি আমাদের খুব কাছাকাছি থাকেন। কখনো পাপের কারণে আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যান না। আপনি তো পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলেছেন—

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দেবে) বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিহিতে। প্রার্থনাকারী যখন আমার নিকট প্রার্থনা করে, আমি তাদের প্রার্থনা কবুল করে নিই। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।^১

প্রিয় ভাই আমার! একটু লক্ষ করে দেখুন, আল্লাহ তাআলা কতটা মুহব্বতের সাথে, ভালোবেসে আপনাকে বলেছেন, ‘আমার বান্দা’। মহান প্রভু আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এর চেয়েও সুন্দর ও সম্মানের আর কিছু আছে কী? যে এখানে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করে বলেছেন—‘عِبَادِي’ ‘আমার বান্দা’।

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘আমি তার ডাকে সাড়া দেব।’ দেখুন, এখানে কিন্তু আল্লাহ তাআলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেননি যে, সুতরাং হে নবি, আপনি বলে দিন যে, আমার বান্দারা যদি আমার কাছে দু’আ করে, তাহলে আমি তাদের দু’আ কবুল করব। বরং আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি তার ডাকে সাড়া দেব। এর

[১] সূরা বাকারা: ১৮৬।

অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের মাঝে এবং তাঁকে আহ্বানকারী বান্দার মাঝে কোনো মাধ্যম রাখেননি। অর্থাৎ বান্দার দু'আ সরাসরি আল্লাহ তাআলার দরবারে চলে যায় এবং তাঁর দরজাও সর্বদা খোলা থাকে। যারা তাঁকে ডাকে তিনি তাদের নিকটেই থাকেন। তিনি তাদের দু'আ কবুল করেন।

ভাই আমার, তোমার রব তো অত্যন্ত দয়ালু। যে বান্দা রবের অবাধ্যতা করে, তার ওপরও তিনি রহমত বর্ষণ করেন। দয়ার চাদরে আগলে রাখেন। খাবার-দাবারসহ সবকিছুর ব্যবস্থা করেন।

সাইয়েদ কুতুব শহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, এটা এমন এক আশ্চর্য আয়াত, যার তেলাওয়াত ও স্মরণ মুমিন বান্দাদের হৃদয়কে করে সিক্ত ও স্নিগ্ধ, তাদের মনে প্রেম ও ভালোবাসার পরশ বুলিয়ে দেয়। তাদের মনকে করে নিশ্চিত ও সম্ভ্রান্তজন এবং তাদের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা আরো মজবুত ও শক্তিশালী হয়।

আয়াতে আরো একটু লক্ষ্য করলে তুমি বুঝতে পারবে, আয়াতে আল্লাহ তাআলা একথা বলেননি **أَسْمِعِ الدَّعَاءَ** 'আমি তার দু'আ শুনব'। যদি এমনটা বলা হতো, তাহলে বান্দাকে ততটা কাছের বা প্রিয়জন মনে হত না। বরং আল্লাহ তাআলা বান্দাদের খুব কাছে এবং প্রিয়জন ভেবে এভাবে বলেছেন,

أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

‘তারা যখনই আমার কাছে প্রার্থনা করে বা আমাকে ডাকে আমি তাদের ডাকে সাড়া দিই এবং তাদের প্রার্থনা কবুল করে নিই।’

সুতরাং নিশিতে, ভরদুপুরে কিংবা রাত-গভীরে তোমার প্রিয়জনকে ডেকে তোমার মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা কথাগুলো, চাওয়াগুলোকে শেয়ার করে নিয়ো। তিনি তোমার সব কথা শুনবেন, কবুলও করে নেবেন। তোমার কোনো প্রয়োজন চাওয়া থাকলে দু'আতে হাত উঠিয়ে তাকেই বলে দিয়ো।

মানুষের জীবনে হাজারো কষ্ট থাকে, পাথরচাপা কষ্ট। হরেক রকম কষ্ট। বুকের মধ্যস্থানের এই কষ্টগুলো কেউ দেখে না। কেউ জানেও না। একজন দেখেন। একজন জানেন। তিনি হলেন আমাদের রব, মহান আল্লাহ তাআলা।

সুতরাং তুমি তোমার প্রয়োজনের কথা, তোমার কষ্টের কথা তোমার রবকে বলো। তাঁর নিকট দু'আ করে তোমার প্রয়োজন চাও, তিনি তোমার প্রয়োজন পূর্ণ করে দিবেন। তাঁর নিকট হাত তুলে তোমার কষ্ট-মসিবত থেমে মুক্তি চাও, তিনি তোমার কষ্ট-মসিবত দূর করে দিবেন।

ইবাদত কাকে বলে

নু'মান ইবনু বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দু'আই ইবাদত'। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন,

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ

عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে, তারা অতি শীঘ্রই লাঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' ২

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ইবরাহিম আ. সম্পর্কে বলেছেন,

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ

بِدَعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ

إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا

'আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করো তাদেরকে; আমি আমার পালনকর্তার ইবাদত করব। আশা করি, আমার পালনকর্তার ইবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করত, তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করলেন, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবি করলাম।' ৩

[২] সূরা গাফির: ৬০, আদাবুল মুফরাদ: ৭১৪; মুসনাদে আহমদ: ১৮৩৫২।
[৩] সূরা মারইয়াম: ৪৮-৪৯।

এখানে দু'আকে ইবাদাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনুল কাইয়ুম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইবাদত হলো নিজের তুচ্ছতা, হীনতা ও মুখাপেক্ষীতাসহ আল্লাহ তাআলার প্রতি নিজের ভালবাসার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটানো।'

ইবাদত হতে হলে দুটি জিনিস আবশ্যিক।

১. আল্লাহর সমীপে বিনীত হওয়া। ২. তাঁকে মনে-প্রাণে ভালোবাসা।
তুমি আল্লাহকে ভালোবাসলে কিন্তু তার জন্য বিনীত হলে না তাহলে তো তুমি তার ইবাদত করলে না। আবার তুমি তার জন্য বিনীত হলে, কিন্তু তাকে ভালোবাসলে না তাহলেও এটা তার ইবাদত হবে না। অর্থাৎ যতক্ষণ না তুমি তাকে ভালোবাসবে এবং তার জন্য বিনীত হবে ততক্ষণ তুমি তার ইবাদতকারী হতে পারবে না।

সুতরাং আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করা একটি ইবাদত। দু'আর মধ্যে আল্লাহ তাআলার সামনে নিজের তুচ্ছতা, হীনতা ও মুখাপেক্ষীতা প্রকাশ করা হয় এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালবাসার পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়ে তাঁর নিকট নিজের প্রয়োজন চাওয়া হয়।

আল্লাহর সমীপে সাহায্য চাওয়া

আল্লাহ তাআলার প্রতি আস্থাশীল হওয়া এবং তাঁর ওপর পূর্ণ ভরসা করা। তুমি যদি কোনো মানুষের ওপর আস্থা রাখো তাহলে তুমি আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসাকারী হতে পারবে না। অনুরূপভাবে তুমি যদি কোনো মানুষের ওপর ভরসা করো, তাহলে তুমি আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থাশীল হতে পারবে না। আমরা আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করব, তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করব কারণ এটা আমাদের প্রয়োজন। আমরা তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা এবং তাঁর ইবাদত করার মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ

عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

‘আর আল্লাহর কাছেই আছে আসমান ও জমিনের গোপন তথ্য; আর সকল কাজের প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে; অতএব তাঁরই বন্দেগি করো এবং তাঁর ওপর ভরসা রাখো, আর তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তোমার পালনকর্তা কিন্তু বে-খবর নন।’^৪

আল্লাহ তাআলার এই বাণী:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

‘আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।’^৫

এই আয়াত এটাই প্রমাণ করে যে, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য সাহায্য কামনা করতে হবে।

ইবাদত ও ইস্তেআনাতে অনেক প্রকার রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও গুরুত্ব পূর্ণ হলো, আল্লাহ তাআলার ইবাদতের ওপর সাহায্য চাওয়া। আর এ বিষয়টাই মুআজ ইবনু জাবালকে ভালোবেসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন—

[৪] সূরা হুদ: ১২৩।

[৫] সূরা ফাতিহা: ৫।

‘হে মুআজ! আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে ভালোবাসি। (সুতরাং এই ভালোবাসা থেকেই তোমাকে বলছি) তুমি প্রতি নামাজের পর এই দু’আ পড়তে ভুলবে না।

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

‘হে আমার রব, আপনি আমাকে আপনার জিকির করা, আপনার শুকরিয়া আদায় করা এবং সুন্দরভাবে আপনার ইবাদত করতে সাহায্য করুন।’^৬

[৬] আবু দাউদ: ১৫২২। সনদ: সহিহ। হাদিস: সহিহ।

সর্বোত্তম দু'আ

হে প্রিয় ভাই ও বোন! আল্লাহ তাআলার সম্ভৃষ্টি কামনা করা এবং তার ইবাদতের ওপর সাহায্য প্রার্থনা করাই হলো সর্বোত্তম দু'আ। কারণ, এই দু'আর ওপরই অন্য সকল দু'আ করার তাওফিক নির্ভর করে। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাল্লাহু বলেন, 'আমি অনেক ভেবে দেখলাম, সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে উপকারী দু'আ হলো, আল্লাহ তাআলার সম্ভৃষ্টি কামনা করা। এরপরে আমি আরো একটু খেয়াল করে দেখলাম, এই দু'আটা সুরা ফাতিহার মধ্যে রয়েছে, আর তা হলো,

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।'^৭

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দু'আ করতেন:

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي

'হে আমার রব, আপনি আমার দ্বীনকে সঠিক করে দিন।'

وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتِي فِي دِينِي

'আপনি আমার দ্বীনের মধ্যে কোনো ধরনের মুসিবত দি়েন না।'^৮

দ্বিতীয় বিষয় হলো, আল্লাহ তাআলার সম্ভৃষ্টি ব্যতীত সাহায্য চাওয়াটা ইবাদত হবে না এবং তা ইস্তেআনাতও হবে না। বরং সেটা হবে শাহওয়াতুদ দুনিয়া বা নিজের দুনিয়ার স্বার্থে দু'আ বা সাহায্য চাওয়া।

তুমি বিষয়টি নিয়ে একবার চিন্তা করে দেখো যে, আল্লাহ তাআলার নিকট তো দু'আ করে যারা তাঁর বন্ধু তারাও আবার যারা তার দুষমন তারাও। এরাও হাত পাতে তারাও হাত পাতে। এবার তুমিই বলো এদের উভয় জনেরটাই কি ইবাদত হবে? নিশ্চয় না।

ইবলিস হলো আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে নিকৃষ্ট শত্রু, সে যখন তাঁর কাছে চেয়েছে, আল্লাহ তাআলা ইবলিসের চাওয়াকে পূরণ করে তাকে কিয়ামত

[৭] সুরা ফাতিহা: -৫।

[৮] সহিহ মুসলিম: ২০২৭।

অবদি জীবন দান করেছেন। ইবলিসের দু'আ যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়নি, তখন তা তার দুর্ভাগ্য বৃদ্ধির কারণ হয়েছে। সে আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে আরো দূরে সরে গেছে এবং বিতারিত হয়েছে। অনুরূপভাবে যে আল্লাহ তাআলার নিকট শুধুমাত্র তার প্রয়োজন চাইবে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও তার সাহায্য কামনা করবে না; এটা আল্লাহ তাআলার ইবাদত হবে না বরং এটা তাঁর সন্তুষ্টি থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণ হবে।

অবশ্যই বিষয়টি তোমার জানা থাকতে হবে যে, দু'আকারীদের দু'আ কবুল হওয়া মানে আল্লাহ তাআলার নিকট সে সম্মানিত বা প্রিয় বিষয়টি তেমন নয়। বরং মানুষ আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করে অতঃপর আল্লাহ তাআলা তা কবুল করেন। নেককার বান্দা কিছু চাইলে আল্লাহ তাআলা তাকে তা দেন আবার বদকার বান্দা কিছু চাইলে তাকেও তা দেন। বদকার বান্দার দুনিয়াবী কিছু চাওয়ার পরে তাকে তা দেওয়াটা তার ধ্বংস এবং দুর্ভাগ্যের কারণ হয়। আবার কোনো নেককার বান্দার দু'আর ফল সাথে সাথে না পাওয়া বা বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা কবুল না হতে দেখলেই সে আল্লাহর অপ্রিয় বা তার দু'আ কবুল হয়নি বিষয়টি এমন না। বরং আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় বান্দাদের দু'আর ফল কখনো দ্রুত দেন, কখনো দেরিতে সেটা বা তার চেয়ে উত্তম কিছু দেন আবার কখনো তা দুনিয়াতে না দিয়ে আখিরাতে তার সওয়াবকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। কারণ আল্লাহ তাআলা যেহেতু তাকে ভালোবাসেন সুতরাং তিনি তার প্রিয় বান্দার জন্য যেটা উত্তম সেটা দেন। বান্দার জন্য যদি দ্রুত ফলাফলটা কল্যাণকর হয় তাহলে তিনি তার ফল দ্রুত দেন। যদি পরবর্তিতে দিলে কল্যাণের হয় তাহলে পরবর্তিতে দেন। আর ভালোবাসার দাবিও তো এটাই যে প্রিয়া তার প্রেমাস্পদের জন্য তাই পছন্দ করবে যা সর্বোত্তম ও কল্যাণকর। কিন্তু এটা দেখে অনেক মূর্খরা মনে করে যে, আল্লাহ তাআলা যেহেতু তার দু'আ কবুল করেননি সুতরাং তিনি তাকে ভালোবাসেন না। বিশেষ করে তারা যখন কোনো বদকার লোকের দু'আর ফল দ্রুত পেতে দেখে তখন তাদের মনের মধ্যে এই বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়। কিন্তু এটা ঠিক না।

তুমি যখন আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করবে, তখন দুনিয়াবী কোনো বিষয় সরাসরি চাইবে না। সেটা তোমার দৃষ্টিতে যতই কল্যাণের হোক বা অকল্যাণের। তুমি তাকে আল্লাহর ইলমের সাথে সম্পৃক্ত করবে। বলবে হে আল্লাহ যদি এর মধ্যে আমার কল্যাণ থাকে তাহলে আপনি আমাকে তা দান

করুন। কারণ, হতে পারে কোনো বিষয় তোমার কাছে কল্যাণের মনে হচ্ছে কিন্তু এতে তোমার জন্য অকল্যাণ রয়েছে, আবার তোমার কাছে কোনো বিষয়কে অকল্যাণের মনে হচ্ছে কিন্তু তাতে তোমার কল্যাণ রয়েছে। তাই তুমি সরাসরি কোনো কিছু চাইবে না বরং তাকে তুমি আল্লাহর ইলমের সাথে সম্পৃক্ত করবে। তুমি তোমার দায়িত্বকে আল্লাহ তাআলার ওপর ন্যস্ত করবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আও করতেন,

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِيْ
إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

‘হে চিরঞ্জীব অবিনশ্বর সত্তা! আপনার রহমতের মাধ্যমে আপনার নিকট সাহায্য চাচ্ছি, আপনি আমার সকল বিষয়কে সংশোধন করে দিন এবং এক মুহূর্তের জন্য আমার ওপর আমার নিজের দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন না।’^৯

اللَّهُمَّ أَرْجُو رَحْمَتَكَ فَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

‘হে আমার রব, আমি আপনার রহমতের কাঙ্গাল। সুতরাং আপনি এক মুহূর্তের জন্যও আমার ওপর আমার নিজের দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন না।’

[৯] আস সুনান, ইমাম তিরমিজি: ৩৫২৪।

দু'আর সংজ্ঞা ও তার প্রকার

দু'আর আভিধানিক অর্থ:

الدعاء والدعوة (দু'আ বা দাওয়াহ) এটা আরবি শব্দ যা دعا يدعو ক্রিয়ার মূল ধাতু, অর্থ: ডাকা, আহ্বান করা, প্রার্থনা করা, দু'আ করা বা মঙ্গল কামনা করা।

পারিভাষিক অর্থ:

ইমাম তিবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দু'আ হলো আল্লাহ তাআলার সামনে চূড়ান্তভাবে নতি স্বীকার করে নিজের বিনয় এবং মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা। আর এভাবে দু'আ করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।^{১০}

মুনাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দু'আ হলো প্রয়োজন ব্যাখ্যা করে মুখাপেক্ষিতার প্রকাশ ঘটানো। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নিকট নিজের প্রয়োজন চাওয়া।

দু'আর প্রকার:

পবিত্র কুরআনুল কারিমে দু'আ দুইটি অর্থে এসেছে।

(১) দু'আউল ইবাদত বা ইবাদতের দু'আ।

(২) দু'আউল মাসআলা বা প্রার্থনার দু'আ।

(১) দু'আউল ইবাদত হলো, আল্লাহ তাআলার ওপর পূর্ণ ভয় ও আশা নিয়ে তার যথাযথ হামদ ও সানা তথা তাঁর প্রশংসা করা।

(২) দু'আউল মাসআলা বা প্রার্থনার দু'আ হলো, প্রার্থনাকারী তার প্রয়োজন আল্লাহ তাআলার নিকট চাইবে। যেমন সে তার ওপর আপতিত বিপদ থেকে মুক্তি কামনা করবে এবং নিজের কোনো প্রয়োজন আল্লাহ তাআলার নিকট চাইবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এমনটিই বলেছেন।

সুতরাং কুরআনে দু'আ কখনো এই অর্থে এসেছে আবার কখনো ওই অর্থে। কিন্তু উভয়টাই দু'আর অর্থ। যেভাবে-ই হোক বান্দা যখন আল্লাহর কাছে চায়, তখন আল্লাহ তায়ালা বান্দার দু'আকে কবুল করে নেবেন, যদি বান্দা মন থেকে আল্লাহকে ডাকতে পারে।

[১০] ফাতহুল বারি।

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

‘তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাকো, কাকুতি-মিনতি করে এবং
সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না।
পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো
না। তাঁকে আহ্বান করো ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহর
করণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।’^{১১}

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا
دَعَانِ ۚ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

‘আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস
করে, (তখন তুমি বলে দেবে) বস্তুত আমি রয়েছে সন্নিহিতে।
প্রার্থনাকারীরা যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে আমি তাদের
প্রার্থনা কবুল করে নিই। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং
আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে
তারা সৎপথে আসতে পারে।’^{১২}

অর্থাৎ বান্দা যখন আমার নিকট চায়, তখন আমি তাকে তা দিই। কেউ
কেউ এর অর্থ করেছেন এভাবে, অর্থাৎ বান্দা আমার ইবাদত করলে আমি
তাকে প্রতিদান দিই।

দু’আ করার সময় মনকে প্রস্তুত করে দু’আ করা। হৃদয় থেকে দু’আ করা।
অমনোযোগী হয়ে দু’আ না করা।

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِن أَعْجزَ النَّاسُ مِنْ عَجْزِ عَنِ الدَّعَاءِ، وَأَبْجَلَ النَّاسُ مِنْ بَجْلِ بِالسَّلَامِ

[১১] সূরা আরাফ: ৫৫-৫৬।

[১২] সূরা বাকারা: ১৮৬।

‘সবচেয়ে ব্যর্থ ও অপারগ হলো ওই ব্যক্তি যে দু’আ করতে ব্যর্থ হয়। আর সবচেয়ে কৃপণ ওই ব্যক্তি যে সালাম দিতে কার্পণ্য করে।’^{১৩}

সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع
يديه إليه أن يردهما صفرا

‘নিশ্চয় তোমাদের রব চিরঞ্জীব দয়ালু। বান্দা যখন দুই হাত তুলে তার নিকট দু’আ করে, তখন তিনি তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান।’^{১৪}

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وأعلموا أن الله لا يستجيب
دعاء من قلب غافل لاه

‘তোমরা এই বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট দু’আ করো যে, তিনি তোমাদের দু’আ কবুল করবেন এবং তোমরা জেনে রাখো যে, আল্লাহ তাআলা গাফেল উদাস অন্তরের দু’আ কবুল করেন না।’^{১৫}

[১৩] আল মুজামুল আওসাত।

[১৪] আবু দাউদ: ১৪৮৮।

[১৫] আস সুনান, তিরমিজি, মুসনাদে আহমদ।

নবিজি ﷺ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ

শাহর ইবনু হাউশাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে উম্মুল মুমিনিন, আপনার নিকট যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থাকতেন; তখন তিনি সবচে বেশি কোন দু'আ করতেন? জবাবে তিনি বলেন, নবিজি আমার কাছে থাকাকালে নিম্নোক্ত দু'আটি বেশি বেশি পাঠ করতেন।

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

'হে অন্তরসমূহকে পরিবর্তনকারী, আপনি আমার অন্তরকে আপনার
দ্বীনের ওপর স্থির করে দিন।'^{১৬}

আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশিরভাগ সময় এই দু'আ করতেন:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

'হে আমাদের রব, আপনি দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদেরকে
কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে
রক্ষা করুন।'^{১৭}

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আয় বলতেন,

رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنِّ عَلَيَّ وَانصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ
عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ لِي الْهُدَىٰ لِئَ لَا يَصْعَقَ لِي وَانصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ بَغَىٰ عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي
لَكَ شَكَارًا لِّكَ ذَكَرًا لِّكَ رَهَابًا لِّكَ مَطْوَعًا لِّكَ مُحِبًّا إِلَيْكَ وَأَوَاهًا مُنِيبًا
رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَسَدِّدْ
لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي

'হে আমার রব! তুমিই আমায় সহযোগিতা করো। আমার
বিরুদ্ধে সহযোগিতা করো না, আমায় সাহায্য করো। আমার

[১৬] তিরমিজি: ৩৫২২

[১৭] বুখারি ও মুসলিম

বিরুদ্ধে সাহায্য করো না, আমার পক্ষে কৌশল অবলম্বন করো, আমার বিরুদ্ধে কৌশল করো না, আমাকে হিদায়াত দান করো, আমার জন্য হিদায়াত সহজ করে দাও। যারা আমার ওপর অত্যাচার করে তাদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো।

হে পরওয়ারদিগার! আমাকে তোমার শোকর আদায়কারী বান্দা বানাও, তোমার জিকিরকারী, তোমার প্রতি ভয় পোষণকারী, তোমার প্রতি আনুগত্যশীল, তোমার প্রতি বিনয়াবনত, তোমার প্রতি মিনতিপূর্ণ ও প্রত্যাবর্তনশীল বানিয়ে দাও।

হে আমার রব! আমার তওবা কবুল করে নাও। আমার সব পাপরাশি ধুয়ে-মুছে সাফ করে দাও, আমার দু'আর জবাব দিয়ে দিয়ো। আমার দলিল-প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত করে নিয়ো। আমার জবানকে সঠিক রাখো। আমার অন্তরকে হিদায়াত করে দাও। আমার হৃদয় থেকে সব হিংসা-বিক্লেষ দূর করে দাও।^{১৮}

দু'আর উপকারিতা

দু'আর উপকারিতা সম্পর্কে বলে শেষ করা যাবে না। এখানে দু'আর কতিপয় ফায়দা ও উপকারিতার কথা উল্লেখ করা হলো:

- (১) দু'আর মাধ্যমে দ্রুত বিপদ কেটে যায়।
- (২) আল্লাহর নৈকট্য, তাঁর ভালোবাসা এবং তাঁকে বিশ্বাসের দিক থেকে নিজের সকল চিন্তা ও পেরেশানিকে আল্লাহ তাআলার নিকট ন্যস্ত করা হয়।
- (৩) দু'আ এমন এক অস্ত্র, যার মাধ্যমে শত্রু এবং দুর্ভাগ্য প্রতিহত হয়।
- (৪) দু'আর মাধ্যমে কল্যাণ অর্জিত হয় এবং অকল্যাণ দূর হয়।
- (৫) অন্যের দোষ-ত্রুটি চর্চা থেকে মুক্ত থাকা যায়। কারণ দু'আর মাধ্যমে নিজের পাপরাশি স্মরণ হয়, আর এতে সে নিজের গুনাহ নিয়েই ব্যস্ত ও পেরেশান থাকে।
- (৬) দু'আর মাধ্যমে মনের মধ্যে নিজের দুর্বলতা, অক্ষমতা এবং প্রয়োজনহীনতার অনুভূতি সৃষ্টি হয়।
- (৭) দু'আ অনেক বড়ো এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা ইবাদত। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন নিজের প্রয়োজন পূরা হয়, ক্ষতি ও বিপদমুক্ত হয়; অন্য দিকে এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার অনেক বড়ো একটি ইবাদতও করা হয়।
- (৮) দু'আর মাধ্যমে বান্দার মধ্যে সর্বদা এই অনুভূতি জাগ্রত থাকে যে, আমি যেখানেই থাকি না কেন আল্লাহ তাআলা আমার সাথে আছেন এবং তিনি আমাকে সাহায্য করবেন।

ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

أَتَهْزَأُ بِالِدَعَاءِ وَتَزِدُّرِيهِ=وَمَا تَدْرِي بِمَا صَنَعَ الدَّعَاءُ
سَهَامُ اللَّيْلِ لَا تَخْطِي وَلَكِنْ=لَهَا أَمْدٌ وَلِلْأَمْدِ انْقِضَاءُ
فَيَمْسُكُهَا إِذَا مَا شَاءَ رَبِّي=وَيُرْسِلُهَا إِذَا نَفَذَ الْقَضَاءُ
'তুমি কি দু'আ নিয়ে ঠাট্টা করো এবং তাকে তুচ্ছ ও হালকা
মনে করো? তুমি তো জানো না যে দু'আ কি করতে পারে!
দু'আ হলো রাতের অব্যর্থ তির, কিন্তু (দু'আ কবুলের) একটা
সময় আছে, সে সময়মতো তা কবুল হয়।

আমার রবের যখন ইচ্ছা থাকে, তখন তিনি দু'আকে
আটকে রাখেন। (কবুল করেন না।) আবার যখন (কবুল
করার ইচ্ছা করেন) তখন কবুল করে নেন।'

দু'আর রুকন এবং তার শর্তসমূহ

দু'আর চেয়ে সম্মানের বিষয় বান্দার জন্য আর কিছু নেই। দু'আ হলো আল্লাহ তাআলার সামনে বিনীত হয়ে, নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে আশা ও ভয় নিয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করা। দু'আর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে, তাঁর ওপর ভরসা করে এবং নিজের বিষয়াদি আল্লাহ তাআলার নিকট অর্পণ করে।

প্রিয় ভাই! আমাদের সালাফদের রাত্রি কাটত আল্লাহর ইবাদত ও দু'আ-মুনাজাত করে, আর দিন কাটত শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ করে। তারা রাতে আল্লাহর ইবাদত করতেন, কাকুতি মিনতি করে দু'আ করতেন। আর দিনের বেলায় মানুষের মাঝে ন্যায় ও ইনসার প্রতিষ্ঠা করতেন।

দু'আ আল্লাহ তাআলার অনেক বড়ো একটি ইবাদত। যেই ইবাদত করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় বা স্থানের প্রয়োজন হয় না এবং দু'আর নির্দিষ্ট কোনো অবস্থানও নেই। রাতে-দিনে, জলে-স্থলে, সফরে-হজরে, সচ্ছলতায়-অসচ্ছলতায়, সুস্থতাবস্থায়-অসুস্থতাবস্থায়, গোপনে-প্রকাশ্যে, দাঁড়িয়ে-বসে যে-কোনো সময়, যে-কোনো অবস্থায়ই দু'আর ইবাদত করা যায়।

আল্লাহর শপথ করে বলছি, দু'আ মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অজিফা। এর মাধ্যমে বিপদের কালো মেঘগুলো কেটে যায়। দূর হয়ে যায় দুঃখের সফেদ মেঘ। চিন্তা-পেরেশানি হালকা হয়ে মনের মধ্যে এক ধরনের নিশ্চিন্ততা এবং প্রশান্তি সৃষ্টি হয়।

পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইবরাহিম আ. সম্পর্কে এসেছে, তিনি বলেছিলেন,

وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَن أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا

‘আমি আমার পালনকর্তার ইবাদত করব, তাঁকে ডাকব। আশা করি, আমার পালনকর্তার ইবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না।’^{১৯}

[১৯] সূরা মারইয়াম: ৪৮।

দু'আর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার রহমত অর্জিত হয়, বান্দার ইজ্জত ও তামকিন প্রতিষ্ঠা হয় এবং মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।
সুতরাং দু'আ বান্দার ওপর আল্লাহ তাআলার অনেক বড়ো একটি রহমত এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের বড় একটি মাধ্যম।
দু'আর অনেকগুলো শর্ত রয়েছে যা আল্লাহ তাআলা নিম্নের আয়াতে একত্র করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

‘তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাকো, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে।
তিনি সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না। পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও
ঠিক করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। তাঁকে আহ্বান করো ভয় ও
আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।’^{২০}

সাহল আত তুসতুরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দু'আ কবুলের জন্য সাতটি শর্ত রয়েছে:

- (১) কাকুতি মিনতি করে দু'আ করা।
- (২) মনের মধ্যে আল্লাহ তাআলার ভয় নিয়ে দু'আ করা।
- (৩) আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ কবুলের আশা নিয়ে দু'আ করা।
- (৪) নিয়মিতভাবে দু'আ করা।
- (৫) বিনয় ও একান্ততার সাথে দু'আ করা।
- (৬) দু'আর মধ্যে সকলকেই शामिल করা। কৃপণতা না করা।
- (৭) হালাল খাবার গ্রহণ করা।

দু'আর কিছু রুকন রয়েছে। যেমন:

- (১) ইখলাসের সাথে দু'আ করা।
- (২) গুনাহ মুক্ত হয়ে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করে আল্লাহর প্রতি সুন্দর ও উত্তম ধারণা নিয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দু'আ করা।
- (৩) আল্লাহ তাআলার জাত ও সিফাতের মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করে দু'আ শুরু করা।

[২০] সূরা আরাফ: ৫৫-৫৬।

(৪) দু'আর শুরুতে, মাঝে এবং শেষে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পড়া। নবিজির ওপর দরুদ হলো দু'আর ডানাস্বরূপ, যা দু'আকে কবুল হওয়ার জন্য আসমানের দিকে নিয়ে যায়। এগুলোর সাথে সাথে, পবিত্র খাবার, পবিত্র পোশাক ও পবিত্র বাসস্থান এবং দু'আ কবুলের দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দু'আ করা। এই বিষয়গুলো যখন পাওয়া যাবে তখন আমাদের দু'আ কবুল হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

‘তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো,
আমার নিকট দু'আ করো আমি সাড়া দেব।’^{২১}

দু'আর শর্তসমূহ যখন পূর্ণ হবে এবং দু'আ কবুলের প্রতিবন্ধক বিষয়গুলো যখন থাকবে না তখন আল্লাহর ইচ্ছায় দু'আ কবুল হবে।

সালাফদের কথা

দু'আ নিয়ে সালাফরা অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন।

ইবনু আতা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, নিশ্চয় দু'আ কবুলের জন্য কিছু রুকন (স্তম্ভ), কিছু ডানা, কিছু সবাব বা কারণ এবং কয়েকটি মুহূর্ত রয়েছে। সুতরাং দু'আর রুকনের মাধ্যমে দু'আ শক্তিশালী হয়, ডানার ওপর ভর করে সে আসমানে আল্লাহর আরশের দিকে উঠে এবং সময় হলে তা কবুল হয় এবং আসবাবগুলোর মাধ্যমে সে সফল হয়।

- দু'আর রুকনসমূহ, একাত্তর সাথে আল্লাহ তাআলার সামনে নিজেকে তুচ্ছ মনে করে, নিজের মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করে, আশা ও ভয় নিয়ে দু'আ করা।
- দু'আর ডানা হলো, আল্লাহ তাআলার সাথে সততা। এই সততা নামক ডানা দিয়েই দু'আ আসমানে উঠে যায়।
- দু'আর বিশেষ সময় হলো, রাতের শেষ প্রহর।
- দু'আ কবুলের সবাব বা মাধ্যম হলো, নবিজি সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরুদ পাঠ করা।

একবার লোকেরা ইবরাহিম ইবনু আদহামকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা শাইখ, বলুন তো আমাদের দু'আ কবুল হয় না কেন? আমরা তো আল্লাহর কাছে অনেক দু'আ করি।' জবাবে তিনি বলেন, 'এর কারণ হলো, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে চিনেছো কিন্তু তাঁর আনুগত্য করছ না। আল্লাহ তাআলা কি একথা বলেননি যে,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

‘তোমরা আল্লাহর এবং রাসুলের আনুগত্য করো।’^{২২}

তোমরা রাসুল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনেছ কিন্তু তাঁর সুন্নতের অনুসরণ করো না। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কি একথা বলেননি যে,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

[২২] সূরা মাইদা: ৯২।

‘বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।’^{২৩}

তোমাদেরকে কুরআন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তোমরা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করো না এবং কুরআন অনুযায়ী আমল করো না। আল্লাহ তাআলা কি তোমাদের একথা বলেননি যে,

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

‘এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসূহ লক্ষ করে এবং বুদ্ধিমানরা যেন তা অনুধাবন করে।’^{২৪}

তোমরা আল্লাহ তাআলার নিয়ামত ভক্ষণ করো কিন্তু তাঁর শুকরিয়া আদায় করো না। আল্লাহ কি তোমাদেরকে একথা বলেননি যে,

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ

‘তারা আল্লাহর অনুগ্রহ চিনে, এরপর অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।’^{২৫}

তোমরা জান্নাতের ব্যাপারে জানো কিন্তু জান্নাত তালাশ করো না, আল্লাহ তাআলা কি তোমাদেরকে একথা বলেননি যে,

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

‘এই যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ, এটা তোমাদের কর্মের ফল।’^{২৬}

তোমরা শয়তানকে চিনো কিন্তু শয়তান থেকে বাঁচার জন্য তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হও না বরং তোমরা তোমাদের শত্রু শয়তানেরই অনুসরণ করো। আল্লাহ কি তোমাদের এ কথা বলেননি,

[২৩] সূরা আল ইমরান: ৩১।

[২৪] সূরা ছাদ: ২৯।

[২৫] সূরা নাহল: ৮৩।

[২৬] সূরা যুখরুফ: ৭২।

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ
لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

‘শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ
করো। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামি
হয়।’^{২৭}

তোমরা জানো যে মৃত্যু সুনিশ্চিত কিন্তু তোমরা মৃত্যুর জন্য কোনোই প্রস্তুতি
গ্রহণ করো না। আল্লাহ কি তোমাদের এ কথা বলেননি যে,

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ
إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

‘বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়নপর, সেই মৃত্যু অবশ্যই
তোমাদের মুখোমুখি হবে, অতঃপর তোমরা অদৃশ্য, দৃশ্যের
জ্ঞানী আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদেরকে
জানিয়ে দেবেন সেসব কর্ম, যা তোমরা করতে।’^{২৮}

তোমরা নিজ হাতে কত মৃতকে কবরস্থ করো কিন্তু নিজেরা তা থেকে শিক্ষা
গ্রহণ করো না। আল্লাহ তাআলা কি তোমাদের এ কথা বলেননি যে,

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

‘অতএব, হে চক্ষুস্থান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষাগ্রহণ করো।’^{২৯}

তোমরা নিজের দোষ রেখে অন্যের দোষের পিছনে লেগে থাকো। অথচ
আল্লাহ তাআলা তোমাদের বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا
خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ
وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

[২৭] সূরা ফাতির: ৫।

[২৮] সূরা জুমআহ: ৮।

[২৯] সূরা হাশর: ২।

‘মুমিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদের মন্দ নামে ডাকা গোনাহ। যারা এমন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই জালেম।’^{৩০}

আল্লাহর প্রশংসা

আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা দু’আর একটা অংশ। কুরআন ও হাদিসে আল্লাহ তাআলার যে সকল নাম ও গুণাবলির কথা উল্লেখ আছে সেগুলো ব্যতীত অন্য কোনো নামে বা গুণে আল্লাহর প্রশংসা করা যাবে না।

তোমার জীবনে যখন কঠিন মুসিবত নেমে আসবে, বিপদ মুসিবতে তোমার চারপাশটা অন্ধকার হয়ে যাবে, জমিনে দুর্ভিক্ষ নেমে আসবে, দুর্যোগে সামনে চলার পথ বন্ধ হয়ে যাবে এবং তোমার সামনে ভরসার সকল পথ বন্ধ হয়ে যাবে, তুমি তখন তোমার মালিককে ডাকো, তোমার রবের পবিত্র নাম ও গুণাবলির মাধ্যমে তার নিকট দু’আ করো, সাহায্য প্রার্থনা করো। দেখবে আল্লাহ তাআলা তোমাকে সাহায্য করবেন, বিপদ থেকে তোমাকে উদ্ধার করবেন।

তুমি যখন প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত হয়ে পড়বে, ক্ষুধার তাড়নায় তুমি বিবেকশূন্য হয়ে যাবে, ভালোমন্দ কিছুই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না, সামনে মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই দেখবে না তখন তুমি তোমার রবের পবিত্র নাম এবং গুণাবলির মাধ্যমে তাঁর নিকট দু’আ করো। সাহায্য চাও। আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন।

তোমার অন্তর যখন শক্ত পাথর হয়ে যাবে, তোমার জীবনটা অপরাধ আর নাফরমানিতে ভরে উঠবে, তোমার ওপর গুনাহের পাহাড় জমে যাবে, তুমি

তখন তোমার রবের পবিত্র নাম এবং গুণাবলির মাধ্যমে তাঁর নিকট দু'আ
করো। সাহায্য চাও। আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন।
যখন তুমি তোমার প্রিয় সন্তানটিকে হারিয়ে ফেলবে, তোমার মাথা গুঁজার
ঠাইটুকুও চলে যাবে, তখন তুমি তোমার রবের পবিত্র নাম এবং গুণাবলির
মাধ্যমে তাঁর নিকট দু'আ করো। সাহায্য চাও। আল্লাহ তোমাকে সাহায্য
করবেন।

প্রিয় ভাই ও বোন, একবার চিন্তা করে দেখুন ওই সত্তা কতই-না মহান ও
মহিমাম্বিত যিনি ইউনুস আ.-কে মাছের পেটের অন্ধকার থেকে উদ্ধার
করেছেন, নুহ আ.-কে উদ্ধার করেছেন মহাপ্লাবন থেকে। ওই সত্তা কতই-না
মহান ও মহিমাম্বিত যিনি ইবরাহিম আ.-এর জন্য আগুনকে শান্তিদায়ক
বানিয়ে দিয়েছেন এবং মুসা আ.-এর পানিকে জমাট বাঁধিয়েছেন।

সুতরাং হে ভাই ! আপনি আপনার পবিত্র সত্তার নিকট আপনার প্রয়োজনের
বিষয় প্রার্থনা করুন। আপনার বিপদে তাঁর কাছে সাহায্য চান। কারণ তিনিই
একমাত্র রব, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই। সুতরাং আমরা
একমাত্র তারই ইবাদত করব এবং তার নিকটই প্রার্থনা করব, তিনি মহা
শক্তিশালী, সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী, তিনি মানুষকে হাসান, আবার
তিনিই কাঁদান।

তিনি পথভ্রষ্টকে হিদায়াত দেন, ফকিরকে ধনী করেন, পাপীকে ক্ষমা করেন,
পাপীর পাপরাশিকে গোপন রাখেন, মাজলুমকে সাহায্য করেন, জালেমকে
প্রতিহত করেন। আসমান ও জমিনে তাকে প্রতিহতকারী বা তাকে ব্যর্থকারী
কেউ নেই।

হে আমার রব, আপনি সকল গোপন বিষয় জানেন, অন্তরের কল্পনার বিষয়ও
দেখতে পান, মানুষের মনের কথা শুনতে পান। আপনি সকল কিছু
মালিক, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আপনি বললে হয়, না বললে কিছুই হয়
না।

হে আমার রব, আমি আপনার দয়া ও অনুগ্রহের ভিখারি। আপনি আমার
প্রতি দয়া করুন। আমাকে হেদায়াত দান করুন, জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে
জান্নাত দান করুন।

দু'আ কবুলের আলামত

দু'আ কবুলের কিছু আলামত রয়েছে, সে আলামতগুলো প্রকাশ পেলে আপনি বুঝে নেবেন যে, আপনার দু'আ কবুল হয়েছে। দু'আর পর আপনার অন্তর যখন প্রশান্ত হবে, दिलের মধ্যে এক ধরনের সুকুন ও স্থিরতা সৃষ্টি হবে। আপনার মন নিশ্চিত হয়ে এই সাক্ষ্য দিতে থাকবে যে, আমার দু'আ কবুল হয়েছে এবং আপনি আল্লাহ তাআলার দু'আ ও জিকিরের ক্ষেত্রে আগের চেয়ে আরো বেশি আগ্রহী হয়ে উঠবেন এবং আল্লাহর আদেশগুলো মেনে চলবেন এবং তার নিষেধগুলো থেকে বিরত থাকবেন।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

‘আল্লাহর শপথ! দু'আ কবুলের বিষয় নিয়ে আমি চিন্তা করি না, কিন্তু দু'আ করতে পারার বিষয় নিয়ে আমার চিন্তা হয়।’

ইমাম তাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

‘আল্লাহ তাআলা বান্দার দু'আ কবুল করেন এবং তার প্রয়োজন পূরণ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলাই হলেন সবকিছুর মালিক, কিন্তু কেউ তাঁর মালিক নয়। এক মুহূর্তের জন্য বান্দা আল্লাহ তাআলার রহমতের বাইরে নয়। যে নিজেকে আল্লাহর রহমতের বাইরে মনে করে—হোক সেটা এক মুহূর্তের জন্য—সে কাফির হয়ে গেল এবং ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো।’^{৩১}

সুতরাং বান্দা যখন আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসে, তাঁর প্রতি পূর্ণ আশা, ভরসা এবং ভয় নিয়ে দু'আর সকল শর্তসমূহ আদায় করে দু'আ করে, আল্লাহ তাআলা তার দু'আ কবুল করেন। তিনি কখনো এমন দু'আ ফিরিয়ে দেন না। তবে আল্লাহ তাআলা কখনো এর ফল দ্রুত দেন, কখনো দেরিতে আবার কখনো এর ফল দুনিয়াতে না দিয়ে আখিরাতের জন্য জমা করে রেখে দেন এবং তুমি যা চেয়েছ তার চেয়েও উত্তম কিছু দান করেন।

ইবনুল কাইয়ুম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দু'আর তিন অবস্থা।

(১) দু'আ বিপদ-মুসিবতের চেয়ে শক্তিশালী হয়, আর তখন এই দু'আ বিপদ মুসিবতকে প্রতিহত করে।

(২) দু'আ বিপদ-মুসিবতের চেয়ে দুর্বল হয়ে থাকে আর তখন সে বিপদকে দূর করতে পারে না। তবে তাকে কিছুটা দুর্বল করে।

[৩১] শরহু তাহাবিয়াহ।

(৩) দুইটার শক্তি সমপরিমাণ হয়।

হাদিস শরিফে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر
‘দু’আর মাধ্যমে তাকদির পরিবর্তন হয় এবং নেক কাজের
মাধ্যমে হায়াত বৃদ্ধি পায়।’^{৩২}

দেরিতে দু’আ কবুল হওয়া

অনেক সময় বান্দা দুঃখ-দুর্দশায় লিপ্ত হয়ে আল্লাহর সমীপে দু’আ করে, তো দেখা যায় দু’আ কবুল হয় না। তখন বান্দা হতাশ হয়ে যায়, পেরেশান হয়ে আল্লাহর প্রতি বিরূপ মন্তব্য করতে থাকে, কিংবা অধৈর্য হয়ে পাপে লিপ্ত হয়ে যায়।

দু’আ কবুলের ক্ষেত্রে বিলম্ব করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে পরীক্ষা করে থাকেন। আল্লাহর প্রতি বান্দার কতটুকু ভালোবাসা জমে আছে, তা মহান রব দেখে নেন। অনুরূপভাবে মুসলিম উম্মাহ দু’আ করে কিন্তু তার দু’আর কোনো ফল দেখতে পায় না, অতঃপর সে আবার দু’আ করে এভাবে বারবার দু’আ করতে থাকে এবং সময় অনেক দীর্ঘ হতে থাকে কিন্তু সে তার দু’আ কবুলের কোনো লক্ষণ দেখতে পায় না।

তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে পরীক্ষা করছেন তাই তোমার দু’আ কবুলে তিনি বিলম্ব করছেন। সুতরাং তোমাকে ধৈর্যের সাথে দু’আ করেই যেতে হবে। তবে সাবধান, এক্ষেত্রে শয়তান যেন তোমাকে ধোঁকা দিতে না পারে, আল্লাহর ব্যাপারে তোমাকে নিরাশ করতে না পারে। কয়েকটি বিষয় জানা থাকলে তোমার থেকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা কেটে যাবে।

(১) আল্লাহ তাআলা হলেন মালিক। সকল কিছুই মালিকানা একমাত্র আল্লাহ তাআলার। সুতরাং কাউকে কিছু দেওয়া বা না দেওয়ার একমাত্র অধিকার তাঁর। এখানে দেওয়া না দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর বিরোধিতা করার

[৩২] আস সুনান, ইমাম তিরমিজি: ২১৩৯।

কোনো অধিকার আমাদের কারো নেই। তিনি যদি কাউকে কিছু দেন, এটা তাঁর রহমত। আর যদি না দেন এটা তাঁর ন্যায় বিচার।

(২) আল্লাহ তাআলা হলেন হাকিম বা উত্তম কর্মবিদায়ক। সকল জিনিসের হিকমত ও রহস্য তাঁর জানা। তিনি প্রতিটা বিষয়ের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই জানেন। তুমি একটা বিষয়কে ভালো মনে করছ, হয়তো প্রকৃতপক্ষে সেটা তোমার জন্য ভালো নয়। কিন্তু তুমি এটা জানো না। এটা একমাত্র আল্লাহ তাআলা জানেন। তুমি দুনিয়ার ডাক্তারদের দিকে লক্ষ করলেও বিষয়টার রহস্য বুঝতে পারবে, তুমি বাহ্যিকভাবে দেখছ যে ডাক্তার একটা মানুষের পা কেটে ফেলছে, হ্যাঁ একজনের পা কেটে ফেলা কিন্তু অত্যন্ত নির্মম ও জঘন্য কাজ, আর তোমার কাছেও বিষয়টি তেমনই মনে হবে, কিন্তু ডাক্তার এর ভেতরের রহস্য ও হিকমত সম্পর্কে জানে। সে জানে যে, যদি এই লোকটার পা কাটা না হয় তাহলে এটা তার জন্য আরো বড় ক্ষতির কারণ হবে। সুতরাং হে ভাই! তোমার জন্য যেটা কল্যাণের আল্লাহ তাআলা তোমাকে সেটাই দেবেন, এই বিশ্বাস মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে রাখতে হবে।

এ বিষয়ে একটি ঘটনা শুনুন, এক লোকের স্ত্রী সন্তান প্রসবের সময় একটি কন্যাসন্তান জন্ম দিয়ে মারা গেল। লোকটির সাথে এক আল্লাহওয়াল শাইখের পরিচয় ছিল, শাইখ তখন তাকে দ্রুত বিয়ের পরামর্শ দিলো। লোকটিও এই ভেবে বিয়ে করল যে, হয়তো এর মাধ্যমে মা-হারা ছোট শিশুটির লালনপালনের ব্যবস্থা হবে, সাথে সাথে তার বংশেরও বিস্তার ঘটবে। কিন্তু বিয়ের দুই বছর পেরিয়ে গেলেও তাদের কোনো সন্তান হলো না। লোকটি তখন শাইখের নিকট গিয়ে এ বিষয়ে অভিযোগ করল। শাইখ তাকে ধৈর্যধারণের পরামর্শ দিয়ে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা হাকিম। তিনি যা কিছু করেন বান্দার ভালোর জন্যই করেন। এভাবে চার পাঁচ বছর চলে যাওয়ার পরও তাদের কোনো সন্তান হলো না। লোকটি আবারো শাইখের নিকট গিয়ে এ বিষয়ে অভিযোগ করল। শাইখ তাকে আগের মতোই ধৈর্যধারণের পরামর্শ দিয়ে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা হাকিম। তিনি যা কিছু করেন বান্দার ভালোর জন্যই করেন। এভাবে চলতে চলতে সপ্তম বছরে গিয়ে তার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হলো। অতঃপর লোকটি এই খুশির সংবাদ নিয়ে যখন শাইখের নিকট গেল। শাইখ তাকে বললেন, আল্লাহ বান্দাকে যখন কিছু দান করেন অবশ্যই তার মধ্যে কোনো হিকমত থাকে

আবার যখন দেওয়া থেকে বিরত থাকেন তখনো তার মধ্যে হিকমত থাকে। কিন্তু আমরা সব সময় বিষয়টি বুঝতে পারি না। তোমাকে এতদিন সন্তান না দেওয়ার পেছনে সম্ভবত তাঁর হিকমত হলো, তোমার স্ত্রী যদি পূর্বেই সন্তান জন্ম দিতো; তাহলে সে তার সন্তান নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ত। তোমার এই মেয়েটির দিকে খেয়ালই রাখত না।

ভাই আমার! আল্লাহ তাআলা হাকিম। কোনো কাজই তাঁর হিকমত থেকে খালি নয়। কিন্তু আমরা সব সময় তা বুঝতে পারি না। বরং আল্লাহ তাআলার ফায়সালার ওপর সম্ভ্রষ্ট থেকে ধৈর্যধারণ করার মধ্যেই আমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। এ বিষয়টিও তো তোমার জানা থাকতে হবে যে, কখনো কখনো কোনো বিষয় দ্রুত আসাটা ক্ষতিকর আর দেরিতে আসাটা মঙ্গলজনক। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي
‘বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের মধ্যে থাকে যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়া করে। সে বলে, আমি দু’আ করেছি কিন্তু আমার দু’আ কবুল হয়নি।’^{৩৩}

(৩) কখনো কখনো তোমার নিজের কারণেই তোমার দু’আ কবুল হয় না। তোমার মধ্যে হয়তো এমন কোনো দোষ ও সমস্যা থাকে যা তোমার দু’আ কবুলের জন্য প্রতিবন্ধক। সুতরাং তুমি তোমার সমস্যা ও ত্রুটিগুলো অনুসন্ধান করো তাহলেই সঠিক বিষয়টা বুঝতে পারবে।

ইবরাহিম আল খাওয়াস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার তিনি অসৎ কাজে বাধা প্রদানের জন্য বের হলেন, তখন তার কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করে তার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াল। তাকে সামনে চলতে বাধা দিলো। তিনি তখন ফিরে এসে মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করলেন এবং আল্লাহর দরবারে তাওবা-ইস্তেগফার করে অনেক কান্নাকাটি করলেন, অতঃপর তিনি যখন বের হলেন তখন কুকুরটি লেজ নেড়ে নেড়ে তাকে স্বাগত জানাল। এরপর তিনি তার আপন উদ্দেশ্যের দিকে গেলেন। এ সম্পর্কে পরে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ওখানে একটা খারাপ কাজ ছিল যা প্রতিহত করবার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আমার মধ্যে পাপ ও গুনাহ ছিল যার কারণে কুকুরটি আমাকে বাধা দিয়েছে। অতঃপর আমি ফিরে এসে তাওবা ইস্তেগফার করলাম।

[৩৩] সহিহ বুখারি: ১৭৭।

(৪) তুমি ভালোভাবে তোমার উদ্দেশ্য যাচাই করো, অনুসন্ধান করে দেখো কেন তুমি এই জিনিসটা চাচ্ছ? এতে তোমার উদ্দেশ্য কি? যেমন তুমি আল্লাহ তাআলার নিকট সম্পদ চাইলে, অথবা ক্ষমতা বা সম্মান চাইলে অথবা অন্য কোনো জিনিস তুমি আল্লাহ তাআলার নিকট চাইলে। এখন তোমাকে ভাবতে হবে যে, তুমি এগুলো কেন চাচ্ছ? তুমি কি সম্পদ চাচ্ছ আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের ক্ষেত্রে তা ব্যয় করার জন্য এবং তাঁর ইবাদতে আরো মনোযোগী হওয়ার জন্য? তুমি কি সম্মান চাচ্ছ, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য? নাকি তোমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে? তুমি কেন এগুলো চাচ্ছ? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এ সকল বিষয় থেকে পানাহ চেয়েছেন। তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করে বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন স্বাস্থ্য থেকে পানাহ চাই, যা আমাকে আপনার থেকে উদাসীন করে রাখবে। অথবা এমন ধনাঢ্যতা থেকে যা আমাকে উদ্ধত করে তুলবে।

আল্লাহর নবি নুহ আ.-ও আল্লাহ তাআলার নিকট এমন বিষয় থেকে পানাহ চেয়েছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا

تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ

‘(নুহ আ. বলেন) হে আমার পালনকর্তা আমার যা জানা নেই এমন কোনো দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব।’^{৩৪}

(৫) কখনো কখনো বিপদ-মুসিবতে পতিত হওয়াটা মানুষের জন্য আল্লাহর দিকে ফিরে আসার উপলক্ষ হয়। আবার বিপদ-মুসিবত কেটে যাওয়া আল্লাহর থেকে দূরে সরার কারণ হয়। তোমার যখন প্রয়োজন থাকে তখন তুমি আল্লাহর সামনে বিনীত হও, কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহ তাআলার দরবারে দু'আ করো। কিন্তু প্রয়োজন পূরণ হলে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাও।

অনেক মানুষই তো বিপদ কেটে গেলে আগের অবস্থায় ফিরে যায়, নাফরমানির কাজে লিপ্ত হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ
الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ
هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

‘আমি মানুষকে নেয়ামত দান করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অহংকারে দূরে সরে যায়। যখন তাকে কোনো অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। বলুন, প্রত্যেকেই নিজ রীতি অনুযায়ী কাজ করে। অতঃপর আপনার পালনকর্তা বিশেষরূপে জানেন, কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল পথে আছে।’^{৩৫}

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অনেক সময় তোমার ওপর বিভিন্ন বিপদ মুসিবত দিয়ে থাকেন যেন তুমি তার দিকে ফিরে আসো। তুমি তার সামনে বিনীত হও। আর এই বিপদটা তোমার জন্য বিপদ নয় বরং এই বিপদ তোমার জন্য রহমত। আর বিপদটা যদি শুধুই বিপদ থাকে, এটা আল্লাহর দিকে ফিরে আসার উপলক্ষ না হয়, তাহলে এটা আরো বড় বিপদ। মহা বিপদ। আর যেই বিপদ তোমাকে আল্লাহর সামনে এনে দাঁড় করায় তা বিপদের সুরতে তোমার জন্য রহমত।

শাইখ ইয়াহইয়া আল বাক্বা এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি একবার আল্লাহ তাআলাকে স্বপ্নে দেখেন। স্বপ্নে তিনি আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞেস করে বলেন, হে আমার রব! আমি আপনার নিকট কতবার দু’আ করেছি কিন্তু আপনি আমার দু’আ কবুল করেননি। আপনি আমার ডাকে সাড়া দেননি। তখন আল্লাহ তাকে বলেন, ইয়াহইয়া! আমি তোমার ডাক শুনতে পছন্দ করি।

(অর্থাৎ ইয়াহইয়া! তোমার বিপদ কেটে গেলে, মুসিবত দূর হলে তো তুমি আমাকে আর আগের মতো ডাকবে না। কিন্তু তোমার ডাক যে আমার অনেক পছন্দের। আমি তোমার ডাক অনেক পছন্দ করি, আমি তোমাকে ভালোবাসি।)

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ما من مسلم دعا الله تعالى إلا أجابه: فإما أن يعجلها وإما أن يؤخرها، وإما أن يدخرها له في الآخرة

‘প্রতিটি মুসলমানের দু’আই আল্লাহ তাআলা কবুল করেন।
অতঃপর হয়তো তার ফল দ্রুত দেন অথবা দেরিতে দেন।
আবার কখনো সেটাকে তার আখিরাতের জন্য জমা রেখে
দেন।’^{৩৬}

ভাই আমার! মানুষ যখন কিয়ামতের দিন দেখবে, তার যে দু’আগুলো
দুনিয়াতে কবুল হয়েছিল সেগুলো শেষ হয়ে গেছে, আর যে দু’আগুলো কবুল
হয়নি; তার সওয়াব বাকি রয়েছে, তখন সে আফসোস করে বলবে—হায়,
আমার একটি দু’আও যদি দুনিয়াতে কবুল না হত!

সুতরাং হে প্রিয় বন্ধু, তুমি বিষয়গুলো ভালভাবে বুঝো এবং তোমার মধ্যে
থেকে সকল ধরনের সংশয় এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসা দূর করে আল্লাহর
নিকট দু’আ করতে থাকো। মনে রাখবে তোমার দু’আ কবুল না হওয়াটা
হয়তো তোমার কল্যাণের জন্য, অথবা তোমার গুনাহের কারণে। সুতরাং
তুমি তোমার সকল বিষয় আল্লাহ তাআলার নিকট ন্যস্ত করো।

দু'আর আদব

দু'আর কিছু আদব রয়েছে, নিম্নে দু'আর আদবগুলো থেকে কয়েকটি আদব তুলে দেওয়া হলো:

- দু'আর শুরুতে তাওবা করা।

গুনাহ ও পাপের কারণে আল্লাহ তাআলা মানুষের ওপর অসন্তুষ্ট হন এবং তাদের ওপর বিভিন্ন ধরনের বিপদ-মুসিবত নেমে আসে। সুতরাং কারো ওপর যখন এমন কঠিন বিপদ ও মুসিবত নেমে আসে যার থেকে মুক্তি পাওয়াটা তার জন্য অনেক কঠিন হয়ে যায়। তখন আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করা এবং তাঁর নিকট দু'আ করা ব্যতীত বিকল্প কোনো পথ থাকে না। তুমি সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার নিকট তাওবা ও ইস্তেগফার করবে। কেননা তাওবা ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে মানুষের গুনাহ মাফ হয় এবং তার ওপর থেকে বিপদ মুসিবত দূর হয়।

তুমি যদি তাওবা এবং দু'আ করার পরও দু'আ কবুলের কোনো নিদর্শন না দেখতে পাও, তাহলে তুমি ভালোভাবে অনুসন্ধান করে দেখো, হয়তো তোমার তাওবা সঠিক হয়নি। তাওবার শর্তগুলো পূর্ণ হয়নি। তুমি হয়তো তাওবার একটি শর্ত পালন করেছ বাকিগুলো পূর্ণ হয়নি। তাই তোমাকে প্রথমে তাওবার সকল শর্ত আদায় করে তারপর দু'আ করতে হবে। ইনশাআল্লাহ! তোমার দু'আ কবুল হবে। বিপদ কেটে যাবে।

তাওবার শর্তসমূহ

তাওবা কবুলের অনেকগুলো শর্ত রয়েছে। এখানে তাওবার কয়েকটা বড়ো শর্ত উল্লেখ্য করছি।

(১) লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া।

(২) গুনাহের কাজকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়া।

(৩) আর কখনো এমন গুনাহে জড়াবে না এমন সংকল্প করা।

এখন তুমি যদি গুনাহ ছেড়ে দাও এবং আর কখনো এমন গুনাহ করবে না— এমন সংকল্প করো কিন্তু তুমি লজ্জিত হলে না, অনুতপ্ত হলে না, তাহলে কিন্তু তোমার তাওবা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। অনুরূপভাবে তুমি অনুতপ্ত হলে, গুনাহও ছেড়ে দিলে কিন্তু দৃঢ় সংকল্প করলে না তাহলেও তোমার তাওবা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

সুতরাং অবশ্যই তোমাকে তাওবার শর্তগুলো পূর্ণ করতে হবে। তুমি প্রথমে সঠিকভাবে তাওবা করো তারপর দু'আ করতে থাকো, তুমি ক্লান্ত হয়ো না। কারণ, কখনো কখনো দেরিতে দু'আ কবুল হওয়ার মধ্যেও কল্যাণ থাকে। ইবলিস যদি তোমার কাছে এসে বলে, 'এভাবে আর কত দু'আ করবি? দেখিস না আল্লাহ তোর ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না? তোর দু'আ কবুল হবে না। তাই এবার দু'আ বন্ধ করে অন্য পথ দেখো।' তখন তুমি তাকে বলবে, 'আমি দু'আর মাধ্যমে আমার রবের ইবাদত করছি। আমি নিশ্চিত আমার দু'আ কবুল হবেই। আমার জন্য যা কল্যাণের তাই আমার প্রতিপালক আমার জন্য নির্ধারণ করবেন। হয়তো দেরিতে দু'আ কবুল হওয়ার মধ্যে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে। আমি আমার রবের রহমত থেকে কখনোই নিরাশ হবো না। আমি তাকে ডাকতেই থাকব। ডাকতেই থাকব।' আল্লাহ তাআলা তো কখনো কখনো নবি-রাসুলদের দু'আও দেরিতে কবুল করেছেন। যেমন : কুরআনে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا

فَنُنَبِّئُ مَن نَّشَاءُ ۚ وَلَا يَرُدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ

‘এমনকি যখন পয়গম্বরগণ নৈরাশ্যে পতিত হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন যে তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি

তারা উদ্ধার পেয়েছে। আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে
প্রতিহত হয় না।^{৩৭}

প্রিয় ভাই ও বোন! দু'আ করা আল্লাহ তাআলার অনেক বড়ো একটা
ইবাদত। সুতরাং দু'আর ফল যদি প্রকাশ নাও পায় তবুও তো দু'আর মাধ্যমে
তোমার ইবাদত হয়ে যাচ্ছে। অতএব তুমি দু'আ করতেই থাকো এবং
করতেই থাকো।

তবে সাবধান! দুনিয়াবী কোনো জিনিস সরাসরি চাইবে না, বরং আল্লাহ
তাআলার নিকট কল্যাণকর জিনিস চাইবে। কারণ তুমি তো জানো না যে
এর মধ্যে তোমার জন্য কল্যাণ রয়েছে নাকি ক্ষতি? হয়তো একটা জিনিস
তোমার নিকট ভালো মনে হলো কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা তোমার জন্য
ক্ষতিকর। আবার এর উল্টোটাও হতে পারে। তাই তুমি সর্বদা আল্লাহ
তাআলার নিকট কল্যাণকর জিনিস চাইবে। তুমি বলবে, হে আমার রব!
আমার জন্য যা কল্যাণের তা তুমি আমাকে দান করো। হে আল্লাহ! ওমুক
জিনিসটা যদি আমার জন্য কল্যাণকর হয়, তাহলে আমাকে তা দান করো।
প্রিয় ভাই! আমরা যদি দুনিয়াবী কোনো একটা কাজ করতে গেলে মানুষের
সাথে পরামর্শ করে ভালোটা বেছে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারি, তাহলে
আল্লাহ তাআলার নিকট কোনোকিছু চাইলে কেন ভালোটা চাইব না? কেন
আল্লাহর কাছে থেকে আমার জন্য কল্যাণের জিনিসটা চেয়ে নেব না? অথচ
আল্লাহ তাআলা হলেন আলিম। তিনি গোপন-প্রকাশ্য সকল জিনিস জানেন।
তিনি জানেন আমার জন্য কোনটা কল্যাণের আর কোনটা অকল্যাণের, কিন্তু
আমি তা জানি না। তাই আল্লাহ তাআলার নিকট যখন কিছু চাইব তখন
ভালো ও কল্যাণকর জিনিস চাইব।

দু'আর আরেকটি আদব হলো, কাকুতি-মিনতি করে দু'আ করা। তুমি যখন
আল্লাহ তাআলার কাছে কিছু চাইবে, তখন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কাকুতি-
মিনতি করে দু'আ করবে। তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমার কথা শুনবেন
এবং তোমার দু'আ কবুল করবেন।

দু'আর আরেকটি আদব হলো, নিজের অসহায়ত্ব এবং প্রয়োজনশ্রুততা আল্লাহ
তাআলার সামনে তুলে ধরে দু'আ করা। তুমি আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ
করে বলো, হে আমার রব! আপনি এই অসহায় বান্দার প্রতি দয়া করুন,

আপনি ব্যতীত তার আর কোনো দয়াকারী এবং সাহায্যকারী নেই। আপনি ব্যতীত তার কোনো আশ্রয়দাতা নেই, তাকে উদ্ধারকারী তো একমাত্র আপনিই সুতরাং হে আল্লাহ! আপনি এই অসহায় বান্দাকে সাহায্য করুন, আপনার নিকট আশ্রয় দান করুন, বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করুন। হে আল্লাহ! আমি জানি আপনি রহমান, রহিম। আপনি কারো হাত ফিরিয়ে দেন না। হে আল্লাহ, আপনি কাউকে সাহায্য করলে তা প্রতিহতকারী কেউ নেই এবং আপনি কারো সাহায্য ছেড়ে দিলে তাকে সাহায্যকারী কেউ নেই। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আমার অপরাধগুলো ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত আমার সাহায্যকারী কেউ নেই এবং আমার অপরাধ ক্ষমাকারী কেউ নেই। হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতি দয়া করুন। আমাকে মাফ করে দিন। আমায় ক্ষমা করুন।

প্রিয় ভাই! আমরা যখন এভাবে আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করব, আল্লাহ তাআলা তখন আমাদের দু'আ শুনবেন। কবুল করবেন। হাদিসে কুদসিতে এসেছে, আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"قَالَ اللَّهُ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى
مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ
السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ
أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تَشْرِكُ بِي شَيْئًا
لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً"

‘আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি যতদিন আমাকে ডাকতে থাকবে এবং আমার কাছে আশা করতে থাকবে তোমার পাপ যাই হোক না কেন আমি তা ক্ষমা করে দেব, এতে আমার কোনো পরোয়া নেই। হে আদমসন্তান! তোমার পাপরাশি যদি আকাশের মেঘমালায়ও উপনীত হয়, এরপর তুমি যদি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তবুও আমি সব ক্ষমা করে দেব, এতে আমার কোনো পরোয়া নেই। হে আদমসন্তান! তুমি যদি জমিন পরিমাণ পাপরাশি নিয়েও আমার কাছে এসে উপস্থিত হও, আর আমার সঙ্গে যদি কিছুর শরিক

না করে থাকো, তবে আমি সেই পরিমাণ ক্ষমা ও মাগফিরাত
তোমাকে দান করব।^{৩৮}

প্রিয় ভাই! তুমি শোনো, আল্লাহর নবি মুসা আ. আল্লাহর নিকট দু'আ করে
বলেছেন,

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

‘হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাজিল
করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী।’^{৩৯}

ইয়াকুব আ. আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করে বলেন,

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

‘আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন
করছি।’^{৪০}

ইউসুফ আ. দু'আ করে বলেন,

رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي
كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ

‘হে পালনকর্তা, তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান
করে, তার চেয়ে আমি কারাগারই পছন্দ করি। যদি আপনি
তাদের চক্রান্ত আমার ওপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে
আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত
হয়ে যাব।’^{৪১}

জাকারিয়া আ. নিভৃতে আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করে বলেন,

رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ
بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي

[৩৮] তিরমিজি: ৩৫৪০।

[৩৯] সূরা কাসাস: ২৪।

[৪০] সূরা ইউসুফ: ৮৬।

[৪১] সূরা ইউসুফ: ৩৩।

عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ
وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

‘হে আমার পালনকর্তা, আমার অস্থি ও বয়স ভারাবনত হয়েছে; বার্ষিক্যে মস্তক শুভ্র হয়েছে। হে আমার পালনকর্তা! আপনাকে ডেকে আমি কখনো বিফলমনোরথ হইনি। আমি ভয় করি, আমার পর আমার উত্তরাধিকারের বিষয়ে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; কাজেই আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন কর্তব্যপালনকারী দান করুন। সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে ইয়াকুব বংশের এবং হে আমার পালনকর্তা! তাকে করুন সন্তোষজনক।’^{৪২}

অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন,

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا
‘হে জাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি।
তার নাম হবে ইয়াহইয়া। ইতঃপূর্বে এই নামে আমি কারো
নামকরণ করিনি।’^{৪৩}

আল্লাহর নবি আইয়ুব আ. বলেন,

أَنِّي مَسْنِيَ الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

‘আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের
চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।’^{৪৪}

ইউনুস আ. তিন স্তর অন্ধকারের ভেতর থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট দু’আ করেন। রাতের অন্ধকার, সমুদ্রের পানির নিচের অন্ধকার এবং মাছের পেটের অন্ধকার। আর আল্লাহ তাআলা সাত আসমানের ওপর থেকে তার ডাকে সাড়া দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَذَا التُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي
الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

[৪২] সূরা মারইয়াম: ৪-৬।

[৪৩] সূরা মারইয়াম: ৭।

[৪৪] সূরা আশিয়া: ৮৩।

‘এবং মাছওয়ালার কথা স্মরণ করুন, তিনি ত্রুদ্র হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অতঃপর মনে করেছিলেন যে আমি তাঁকে ধৃত করতে পারব না। অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আশ্রান করলেন তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ আমি গুনাহগার। অতঃপর আমি তাঁর আশ্রানে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দৃষ্টিভা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনভাবে বিশ্বাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।’^{৪৫}

ইবরাহিম আ.-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন জিবরাইল আ. তাকে এসে বলেন, আপনার কোনো প্রয়োজন আছে কি? তখন তিনি বলেন, যদি আপনার পক্ষ থেকে হয় তাহলে না, আর যদি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয় তাহলে হ্যাঁ। আর তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا

فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ

‘আমি বললাম, হে অগ্নি, তুমি ইবরাহিমের ওপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। তারা ইবরাহিমের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে চাইল, অতঃপর আমি তাদেরকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম।’^{৪৬}

মুসা এবং হারুন আ. যখন ফেরাউনের নিকট গমন করেন তখন তারা আল্লাহর দরবারে দু’আ করে বলেন,

قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطَّعَىٰ قَالَ لَا تَخَافَا

إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

‘তারা বলল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আশঙ্কা করি যে, সে আমাদের প্রতি জুলুম করবে কিংবা উত্তেজিত হয়ে

[৪৫] সূরা আশ্বিয়া: ৭-৮৮।

[৪৬] সূরা আশ্বিয়া: ৬৯-৭০।

উঠবে। আল্লাহ বললেন, তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি শুনি ও দেখি।^{৪৭}

আল্লাহ তাআলার সামনে বিনীত ও ছোটো হয়ে, নিজের তুচ্ছতা ও হীনতা প্রকাশ করে, বান্দা যখন দু'আ করে আল্লাহ তাআলা তখন খুশি হন। বান্দার এই অবস্থাটা আল্লাহ তাআলার নিকট অনেক অনেক প্রিয়।

প্রিয় ভাই ও বোন! তুমি আল্লাহ তাআলার সামনে দুই হাত তুলে বলো, হে আল্লাহ! আমি ছোটো তুমি বড়ো, আমি তুচ্ছ তুমি মহান, আমি হীন অপদস্থ আর তুমি মহৎ সম্মানিত। আমি দুর্বল আর তুমি শক্তিশালী, আমি অসহায় ফকির আর তুমি ধনী দানশীল। হে মহান আরশের অধিপতি! মহান দাতা! এই অসহায় বান্দা তোমার দরবারে হাত তুলেছে তুমি তার হাতকে খালি ফিরিয়ে দিয়ে না। হে আল্লাহ! তুমি এই অসহায় বান্দার দু'আ কবুল করো।

এভাবে তুমি যখন আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করবে, আল্লাহ তাআলা খুশি হবেন। তিনি তোমার দু'আ কবুল করবেন। তোমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে তোমার প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন।

প্রিয় ভাই ও বোন! তুমি আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। বিপদ-মুসিবতের সময়ই তো প্রকৃত ইমান প্রকাশ পায়। বিপদ যত বৃদ্ধি পায় মুমিনের দু'আও তত পৃদ্ধি পায়। যদিও সে দু'আর কোনো বাহ্যিক ফল দেখে না, কিন্তু আল্লাহ তাআলার নিকট তার আশা-ভরসা কমে না, সে নিরাশ না হয়ে আরো বেশি আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করতে থাকে। সে বিশ্বাস করে, হয়তো এর মধ্যে কোনো কল্যাণ রয়েছে। তাই সে ধৈর্যধারণ করে আরো বেশি আল্লাহর সামনে বিনীত হয় এবং তাওবা ও ইস্তেগফার করে বেশি বেশি দু'আ করে যায়।

হে ভাই ও বোন! তোমরা যারা দ্রুত দু'আ কবুলের আশা করো এবং দ্রুত দু'আর ফল না পেলে হা-হতাশ করো তারা দুর্বল ইমানের অধিকারী। সে মনে করে যে, দ্রুত দু'আর ফল পাওয়া তার অধিকার, যেন সে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে দু'আর বিনিময় চাচ্ছে। হে ভাই ও বোন, তোমরা কি শোনোনি যে, ইয়াকুব আ. আশি বছর পর্যন্ত আল্লাহর তাআলার নিকট দু'আ করেছেন, অতঃপর যখন তার মুসিবত আরো বৃদ্ধি পেল, ইউসুফ আ.-এর

[৪৭] সূরা তাহা: ৪৫-৪৬।

সাথে বিন ইয়ামিনও হারিয়ে গেল, তিনি তখনো হাল ছাড়লেন না, তিনি বললেন,

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
‘সম্ভবত আল্লাহ তাদের সবাইকে একসঙ্গে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। তিনি সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।’^{৪৮}

এ অর্থটাই আল্লাহ তাআলা কুরআনের অন্য আয়াতে এভাবে বলেছেন,
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ
قَبْلِكُمْ ۚ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ
الرُّسُلُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ
قَرِيبٌ

‘তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করোনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের ওপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবি ও তাঁর প্রতি যারা ইমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত এ কথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য! তোমরা শোনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।’^{৪৯}

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا
فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ
‘এমনকি যখন পয়গম্বরগণ নৈরাশ্যে পতিত হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন যে, তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি

[৪৮] সূরা ইউসুফ: ৮৩।

[৪৯] সূরা বাকারা: ২১৪।

তারা উদ্ধার পেয়েছে। আমার শান্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে
প্রতিহত হয় না।’^{৫০}

সুতরাং এ আয়াত থেকে এ বিষয়টা স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, রাসুলগণ
এবং মুমিনগণের যখন বিপদ এসেছে, তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার
নিকট দু’আ করেছেন। তাদের ওপর যতই বিপদ এসেছে তাঁরা দু’আ
করেছেন এবং দু’আ করেছেন।

আর এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
‘বান্দা যতক্ষণ না তাড়াহুড়া করে, ততক্ষণ সে কল্যাণের মধ্যেই থাকে।
তখন উপস্থিত লোকেরা বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! কীভাবে তাড়াহুড়া করা হয়?
তিনি বলেন, সে বলে আমি দু’আ করেছি কিন্তু আমার দু’আ কবুল করা
হয়নি।’^{৫১}

সুতরাং হে প্রিয় ভাই ও বোন! তুমি তোমার বিপদের সময়কে দীর্ঘ মনে
করো না, দু’আর ক্ষেত্রে ক্লান্তি অনুভব করো না। তুমি দু’আকে ইবাদত মনে
করে দু’আ করতে থাকো। তোমার বিপদ যেন হয় তোমার রবের দিকে
ফিরে আসার কারণ। তুমি আল্লাহর দয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না। যদিও
তোমার বিপদের সময় হয় অনেক দীর্ঘ।

[৫০] সূরা ইউসুফ: ১১০।

[৫১] সহিহ বুখারি: ১৭৭।

আগ্রহ এবং ভয় নিয়ে দু'আ করা

দু'আ করার সময় অমনোযোগী না হওয়া। বরং খুব মনযোগ সহকারে দরদে
 দিল নিয়ে দু'আ-মুনাজাত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ

وَكَاْنُوا لَنَا خَاشِعِيْنَ

‘তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত। এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।’^{৫২}

উল্লিখিত আয়াতে দুইটা শব্দ এসেছে:

رَهْبًا (রাহাবা) ভয় ও رَغْبًا (রাগাবা) আত্মহ

প্রথম শব্দ তথা رَغْبًا (রাগাবা) এর অর্থ হলো কল্যাণের কাজের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়া, এক্ষেত্রে কোনো ধরণের অলসতা বা শৈথিল্যতা না করা। এর অর্থ শুধুমাত্র আশা বা আকাঙ্ক্ষা করা নয়। আশা বা আকাঙ্ক্ষা বোঝানোর জন্য আরবিতে رَجَاء রজা শব্দ ব্যবহার করা হয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। প্রত্যেকের মনের মধ্যেই কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার আশা আছে, কিন্তু জান্নাত কি শুধু আশা- আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে পাওয়া যাবে? একজন আশা করে কিন্তু তার জন্য আমল করে না তাহলে সে রাগেব বা অগ্রহী হতে পারবে না। আরেকজন আশা করার সাথে সাথে আমলও করে সে হবে রাগেব।

অনুরূপভাবে الرهب (রাহাবা) শব্দের অর্থ ভয়। আরবিতে ভয় শব্দ ব্যবহারের জন্য আরো কয়েকটি শব্দ ব্যবহার হয়, যেমন: الخوف খাওফ, الوجل ওয়াজালু এবং الخشية খাসইয়াতু। কিন্তু রাহাবুন বা রাহবাতুন শব্দের অর্থ শুধু ভয় নয় বরং ভয় করে কোনো অপছন্দনীয় বা অবাধ্যতার কাজ থেকে বিরত থাকা। সুতরাং আয়াতে উল্লিখিত রাগাবা অর্থ হলো আল্লাহ এবং তাঁর জান্নাতের আগ্রহী হয়ে দ্রুত তাঁর আনুগত্যের দিকে অগ্রসর হওয়া। আর রাহাবা অর্থ হলো, আল্লাহকে ভয় করে তাঁর অবাধ্যতার কাজ থেকে পরিপূর্ণভাবে বিরত থাকা।

[৫২] সূরা আশ্বিয়া: ৯০।

উল্লিখিত আয়াতে আরেকটি শব্দ হলো, خَاشِعِينَ খাশেইন। অর্থ: বিনীত, লালিত এবং অপদস্ত হওয়া। অর্থাৎ নিজেকে হীন তুচ্ছ ও লালিত মনে করে বিনীত হৃদয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ কত সুন্দরই না বলেছেন,

أنا الفقير إلى رب السموات * أنا المسيكين في مجموع حالاتي
أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي * والخير إن جئنا من عنده يأتني
لا أستطيع لنفسي جلب منفعة * ولا عن النفس في دفع المضرات
وليس لي دونه مولا يدبرني * ولا شفيع إلى رب البريات
إلا بأذن من الرحمن خالقنا * رب السماء كما قد جا في الآيات
ولست أملك شيئاً دون ه أبدا * ولا شريك أنا في بعض ضراتي
ولا ظهير له كي أعظمه * كما يكون لأرباب الولايات
والفقر لي وصف لازم أبدا * كما الغنا وصف له ذات
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم * وكلهم عنده عبد له آت
فمن بغى مطلباً دون خالقه * فهو الظلوم الجهول المشرك العات
والحمد لله ملء الكون أجمعه * ما كان منه ومن بعده يأتني
ثم الصلاة على المختار من مضر * خير البرية من ماض ومن آت
‘আমি সর্বদাই আসমান-জমিনের রবের নিকট মুখাপেক্ষী,

আমি সর্বাবস্থায়ই নিঃস্ব অসহায়।

আমি আমার নফসের প্রতি বড়ো অত্যাচারী আর সে আমার জুলুমকারী,
আর কল্যাণ তো কেবল তাঁর (আমার রবের) নিকট থেকেই এসে থাকে।

আমি নিজের জন্য কোনো উপকার করতে পারি না
এবং নিজের ওপর থেকে কোনো অপকার দূরও করতে পারি না।
আমাকে পরিচালনার জন্য আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাওলা নেই
এবং বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট কোনো সুপারিশকারীও নেই।
তবে আমাদের স্রষ্টা কাউকে সুপারিশের অনুমতি দিলে কেবল সেই

আমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারবে। কুরআনে এমনটিই এসেছে।
তাকে ব্যতীত আমি কোনোকিছুর মালিক নই এবং আমি নিজের কোনো
ক্ষতি করার ক্ষেত্রেও তাঁর শরিক নই।

পৃথিবীর রাজা-বাদশাহদের মতো তার কোনো সাহায্যকারী নেই।
বরং তিনি নিজে-নিজেই স্বয়ংসম্পন্ন।

আমি সর্বদাই প্রয়োজনহস্ত এবং মুখাপেক্ষী আর
তিনি সর্বদাই অমুখাপেক্ষী নিজে-নিজেই স্বয়ংসম্পন্ন।

সর্বদাই সৃষ্টিজীব প্রয়োজনহস্ত এবং মুখাপেক্ষী।

সকল সৃষ্টিজীব আল্লাহর দাস এবং তাঁর নিকট মুখাপেক্ষী।

আর যারা তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নিকট থেকে অমুখাপেক্ষী থাকে সে মহা
জালেম, মূর্খ, মুশরিক এবং অবাধ্য সীমালঙ্ঘনকারী।

সমস্ত প্রশংসা সেই দয়াময় প্রভুর যার দয়া ও অনুগ্রহে বিশ্বজগত পরিপূর্ণ।
দরুদ ও সালাম সেই নির্বাচিত মহামানবের প্রতি যিনি আগের ও পরের সকল
মানবের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।’

সুতরাং যখন আল্লাহ তাআলার সামনে তুমি প্রার্থনা করার জন্য দাঁড়াবে,
তখন অবশ্যই তোমার দেহ ও মনকে একত্র করে বিনীত হয়ে আল্লাহ
তাআলার সামনে দাঁড়াবে এবং তাঁর নিকট দু’আ করবে। ইনশাআল্লাহ তিনি
তোমার দু’আ কবুল করবেন। কারণ আল্লাহ তাআলা বিনীত ও ভগ্ন হৃদয়ের
দু’আ কবুল করেন।

একবার হজের মৌসুমে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এক অন্ধ লোককে দেখল, কাবা
শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নিকট দু’আ করে বলছে, হে আল্লাহ! তুমি
আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দাও। আমার দু-চোখ ভাল করে দাও। দ্বিতীয় দিন
সে লোকটিকে একই স্থানে একই দু’আ করতে দেখল। হাজ্জাজ তখন তাকে
বলল, আগামীকাল যদি তোমার দৃষ্টি শক্তি ফিরে না আসে, তাহলে তোমার
গর্দান উড়িয়ে দেব। তৃতীয় দিন লোকটি তার নিকট দৃষ্টিশক্তি অবস্থায় এসে
সাক্ষাৎ করল। হাজ্জাজকে তখন বলা হয়েছিল আপনি লোকটির সাথে এমন
করলেন কেন? হাজ্জাজ বলল, আমি দেখলাম লোকটি উদাসীনতার সাথে
দু’আ করছে। অথচ তার দু’আর বিষয়টি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার জন্য
দেহ ও মন একত্র করে দু’আর প্রয়োজন ছিল। অতঃপর সে মৃত্যুর ভয়ে বাধ্য
হয়ে দেহ ও মনকে আল্লাহর দিকে একত্র হয়ে দু’আ করল। ফলে আল্লাহ
তায়ীলা তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন।

নিশ্চয় দু'আ তোমার মালিকানাধীন অত্যন্ত কার্যকরী একটা অস্ত্র। যা কখনো প্রতিহত হয় না, তবে এর কর্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য তোমাকে এর সঠিক ব্যবহার জানতে হবে। সুতরাং তুমি তার ব্যবহারপদ্ধতি জেনে সঠিক সময়ে তা ব্যবহার করো। তুমি তোমার মন-মস্তিষ্ককে সকল ধরনের চিন্তামুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে তাঁর সামনে নত ও বিনীত হয়ে তোমার মুখাপেক্ষিতা এবং প্রয়োজনের কথা আল্লাহ তাআলার সামনে প্রকাশ করো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম আমাদেরকে দু'আর যেসব আদব শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলো সঠিকভাবে আদায় করে দু'আ করো ইনশাআল্লাহ তোমার দু'আ কবুল হবে। তোমার দু'আ বিফলে যাবে না। নিশ্চয় হতভাগাড়াই কেবল দু'আর অস্ত্র ঠিকমতো ব্যবহার করতে জানে না।

তোমরা দু'আ করো, তোমাদের রব কবুল করবেন

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বদর যুদ্ধের দিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারা সংখ্যায় প্রায় এক হাজার। আর তাঁর সাহাবিরা ছিলেন তিনশ তেরজন। তখন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখী হলেন। এরপর দু-হাত উঁচু করে উচ্চস্বরে তার পালনকর্তার কাছে দু'আ করতে লাগলেন, হে আল্লাহ, তুমি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছ আমার জন্য তা পূরণ করো। হে আমার রব, তুমি আমাকে যা প্রদানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তা প্রদান করো। হে আল্লাহ, যদি মুসলিমদের এই ক্ষুদ্র সেনাদল ধ্বংস করে দাও তবে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার মতো আর কেউ থাকবে না। তিনি এমনিভাবে দু-হাত উঁচু করে কিবলামুখী হয়ে তার পালনকর্তার কাছে অনর্গল উচ্চস্বরে দু'আ করতে ছিলেন। একপর্যায়ে তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে গেল। এরপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কাছে এসে চারদখানা তাঁর কাঁধে তুলে দিলেন। তারপর তাঁর পিছন দিক থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে আল্লাহর নবি, আপনার এতটুকু দু'আই যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আপনার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছেন, তা অচিরেই পূর্ণ করবেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সময় মাথা নিচু করে নীরব রইলেন এবং এভাবে কিছু সময় থাকার পর মাথা উঁচু করে বললেন, হে আবু বকর, সুসংবাদ গ্রহণ করো। হে

আবু বকর, সুসংবাদ গ্রহণ করো। বিজয় এসে গেছে, বিজয় এসে গেছে।
এই তো ভাই জিবরাইল ঘোড়ার লাগাম ধরেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ
'এ দল তো সত্তরই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।
বরং কিয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কিয়ামত ঘোরতর
বিপদ ও তিক্ততর।'৫৩

আবু জুমায়ল বর্ণনা করেন, আমাকে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, সেদিন একজন মুসলমান সৈনিক তার সামনের একজন মুশরিকের পিছনে ধাওয়া করছিলেন। এমন সময় তিনি তাঁর ওপর দিক থেকে বেত্রাঘাতের শব্দ শুনতে পেলেন এবং তার ওপর দিকে অশ্বারোহীর ধ্বনি শুনতে পেলেন। তিনি (অদৃশ্য অশ্বারোহী) বলছেন, হে হায়মুম (ফিরিশতার ঘোড়ার নাম), সামনের দিকে অগ্রসর হও। তখন তিনি (উক্ত সাহাবি) তার সামনের মুশরিক ব্যক্তির প্রতি তাকিয়ে দেখলেন যে, সে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। এরপর তাকিয়ে দেখেন যে, তার নাক ক্ষতযুক্ত এবং তার মুখমন্ডল আঘাতপ্রাপ্ত। যেন কেউ তাকে বেত্রাঘাত করেছে। আহত স্থানগুলো সবুজ বর্ণ ধারণ করেছে। এরপর আনসারি ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে যাবতীয় ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। এই সাহায্য আসমান থেকে এসেছে। পরিশেষে সেদিন মুসলিমগণ সত্তরজন কাফিরকে হত্যা এবং সত্তরজনকে বন্দি করলেন।

হ্যাঁ আল্লাহ তাআলা তাঁর কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলেন। ফলে আল্লাহ তাআলাও শত্রুদেরকে পরাজিত করে তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন।

বদরের পূর্বে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের নিকট পরামর্শ চেয়ে বললেন,

أشيروا علي أيها الناس

‘হে লোকসকল, আমাকে পরামর্শ দাও।’

তখন মুহাজিরগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলা আপনাকে যেই আদেশ দিয়েছেন, আপনি তা পালনে অগ্রসর হোন, আমরা আপনার সাথে থাকব। ওই সত্তার কসম করে বলছি, যিনি আপনাকে সত্য নবি হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি আমাদেরকে নিয়ে বারকুল গিমাৎ পর্যন্ত যান আমরা আপনার সাথে যাব এবং আপনার আশপাশে থেকে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করব। আমাদের মধ্যে থেকে একজনও পিছপা হবো না। আল্লাহর শপথ করে বলছি, বনি ইসরাইল মুসা আ.-কে যেমনটি বলেছিল আমরা আপনাকে তেমনটি বলব না। তারা বলেছিল, ‘আপনি এবং আপনার রব গিয়ে যুদ্ধ করুন আমরা এখানেই বসে থাকব।’ বরং আমরা বলব, আপনি অগ্রসর হোন, আমরাও আপনার এবং আপনার রবের সাথে যুদ্ধ করব।

অতঃপর আনসারগণ দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার প্রতি ইমান এনেছি, আপনাকে সত্যায়ন করেছি, আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন; তাকে সত্য বলে সাক্ষ্য দিয়েছি এবং এ বিষয়ে আমরা আপনার সাথে অঙ্গীকার করেছি, আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সুতরাং আপনি অগ্রসর হোন, আমরা আপনার সাথে থাকব। ওই সত্তার কসম করে বলছি, যিনি আপনাকে সত্য হিসেবে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদেরকে নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দেন, তাহলে আমরা আপনার সামনে সমুদ্রে ঝাঁপ দেব, আমাদের থেকে একজনও পিছনে থাকবে না। আল্লাহর শপথ! আপনি যদি আমাদেরকে পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপ দিতে বলেন, তাহলে আমরা তাই করব, আমাদের থেকে একজনও পিছপা হবো না। হে আল্লাহর রাসূল, আপনি যার সাথে সম্পর্কের রশি জুড়া দিতে চান দিন, আর যার থেকে এই রশি ছিন্ন করতে চান, করুন। যার সাথে সন্ধি করতে চান করুন। আর যার সাথে শত্রুতা করতে চান করুন। আমরা আপনার সাথেই থাকব। হে নবিজি! আপনি আমাদের সম্পদ থেকে যা নিতে চান নিয়ে নিন এবং যা রেখে দিতে চান রেখে দিন। আপনি আগামীকাল আমাদেরকে নিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করুন, এতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। নিশ্চয় আমরা যুদ্ধের

ময়দানে পরীক্ষিত এবং বিশ্বস্ত। সুতরাং আল্লাহর ওপর ভরসা করে আপনি আমাদের নিয়ে অগ্রসর হোন।

প্রিয় ভাই, সাহাবারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা রক্ষা করেছেন, ফলে আল্লাহ তাআলাও তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। তারা আল্লাহকে সাহায্য করেছেন; ফলে আল্লাহও তাদের সাহায্য করেছেন। বিজয় দান করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ
بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ بَلَىٰ ۖ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا
وَيَأْتِيَكُمْ مِّنْ قَوَرِهِمْ هَذَا يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ
الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ
قُلُوبُكُمْ بِهِ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

‘বিস্তৃত আল্লাহ বদর যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো। আপনি যখন বলতে লাগলেন মুমিনগণকে, তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাবেন। অবশ্য তোমরা যদি সবর করো এবং বিরত থাকো আর তারা যদি তখনই তোমাদের ওপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন। বিস্তৃত এটা তো আল্লাহ তোমাদের সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে সান্ত্বনা আসতে পারে। আর সাহায্য শুধুমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকে।’^{৫৪}

প্রিয় ভাই! একবার ভেবে দেখেছ কি, তারা কীভাবে বিজয় অর্জন করলেন? কীভাবে এত অল্পসংখ্যক লোক অস্ত্রে-সস্ত্রে সজ্জিত বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করল? হ্যাঁ, তারা এটা পেরেছেন আল্লাহর আনুগত্য করে,

আসমান ও জমিনের রবের নিকট কাকুতি-মিনতি করে দু'আ করে। তারা নিজেদের জান-মাল আল্লাহর নিকেট বিক্রি করে দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা জান্নাতের বিনিময় তা কবুল করে নিয়েছেন। আল্লাহর শপথ করে বলছি, ফলে তারা সফল হয়েছেন।

البائعون نفوسهم لمليكم* الله أمضى بيعهم وتكرما
والحاملين إلى الوغى أرواحهم* وعلى نخورهم تحذرت الدما
قوم كأن وجوههم شمس الضحى* طلعت فجر الليل كالح مظلما

যারা তাদের মালিকের জন্য নিজেদেরকে বিক্রি করে দিয়েছে,
আল্লাহ তাদের এই বিক্রয়কে গ্রহণ করেছেন এবং তারা সম্মানিত হয়েছে।
তারা নিজের জান হাতে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে
এবং তাদের গন্ডদেশ দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে।
তারা এমন সম্প্রদায় যাদের চেহারা পূর্বাহ্নের সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল দীপ্তিময়।
যার আলোতে রাতের কালো অন্ধকার দূরীভূত হয়ে গেছে।’

তুমি তোমার পূর্ণ জীবনকে আল্লাহ তাআলার জন্য উৎসর্গ করে দাও। তুমি আল্লাহর দিকে দাওয়াত ও জিহাদের পথে তোমার পূর্ণ জীবনকে ব্যয় করো। তুমি এমন জীবন গঠন করো, যার বাহ্যিক অবস্থাটা হবে দুঃখ-কষ্ট আর সংকীর্ণতার আর ভেতরটা হবে সুখ-শান্তি, প্রশান্ততা আর দীপ্তিময়তার। বাহ্যিকটা হবে অস্থিরতা ও অশ্রু বিসর্জনের আর ভেতরটা হবে বিনয় ও ভরসার। শরীর ক্লান্ত হবে অন্তর প্রশান্ত থাকবে। দেহটা হাটাহাটি করবে জমিনের ওপরে আর আত্মাটা ঘুরাঘুরি করবে আরশের ওপর।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন,

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
‘বলো, আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানিতে। সুতরাং এরই প্রতি তাদের সম্ভ্রষ্ট থাকা উচিত। এটিই উত্তম তারা যা সঞ্চয় করছে তা থেকে।’৫৫

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ হলো ইসলাম, আর তাঁর রহমত হলো তিনি তোমাদেরকে কুরআনওয়ালা বানাবেন।'

হে আমার রব, আমরা যেন দাঁড়ানো ও বসা, ঘুমন্ত ও জাগ্রত, চলতে-ফিরতে সর্বাবস্থায় মুসলিম হয়ে এবং কুরআনওয়ালা হয়ে বাঁচতে পারি এবং আপনি আমাদেরকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিয়ে আপনার প্রিয় বান্দা সালেহিনদের সাথে একত্র করে দিন। আমিন।

বিজয়ের ফয়সালা তো হয় আরশে আজিমে

এই উম্মাহর বিজয় শুধুমাত্র তরবারি চালনায় দক্ষ বীরদের মাধ্যমেই অর্জিত হয়নি বরং উম্মাহর বিজয়ের ক্ষেত্রে আসমানের দিকে হাত তুলে মহান রবের নিকট কাকুতি-মিনতি করা বীরদের ভূমিকাও কম নয়।

আইনে জানুতের যুদ্ধের সময় সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ রাহিমাছল্লাহ জুমার দিন মুসলিম সৈন্যদের নিয়ে জুমার নামাজ আদায় করেন, এবং খতিবগণ মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে মুজাহিদদের বিজয় এবং মুসলিম উম্মাহকে রক্ষার জন্য কাকুতি-মিনতে করে মহান রবের দরবারে দু'আ করেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা স্বল্পসংখ্যক মুজাহিদদের হাতে প্রবল শক্তিদ্বারা বিশাল তাতার বাহিনীকে পরাজিত করেন।

যুদ্ধ যখন তুমুল আকার ধারণ করে, সুলতান তখন শত্রুদের ঘেরাউয়ের মধ্যে পড়ে জীবন বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়। তখন একদল মুসলিম বীর সুলতানকে বাঁচানোর জন্য অগ্রসর হয় এবং নিজেদের জীবন বাজি রেখে সুলতানকে রক্ষা করতে থাকে। তাদের মধ্যে একজন ছিল খুব বেশি তৎপর। সুলতানকে রক্ষার ব্যাপারে ছিল বদ্ধপরিকর। এভাবে যুদ্ধের একপর্যায়ে সে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। তখন সে সুলতানকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে বলতে থাকে, হে মুসলিমদের সুলতান! আপনি নিজেকে রক্ষা করুন। হে মুসলিমদের সুলতান! আপনি নিজেকে রক্ষা করুন। এই তো আমি আপনার পূর্বে জান্নাতে চলে যাচ্ছি। এই তো আমি আপনার পূর্বে জান্নাতে চলে যাচ্ছি।

সুলতান তখন ভালোভাবে লক্ষ করে দেখেন, এতক্ষণ যেই সৈন্যটি তাকে বাঁচানোর জন্য প্রাণপনে লড়াই করল সে তারই প্রিয়তমা স্ত্রী। সুলতান তখন স্ত্রীকে তুলে নিয়ে তাবুতে ফিরে আসেন এবং বিছানায় প্রিয়তমা স্ত্রীকে শুইয়ে তার কপালে চুমু দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আমার স্ত্রী। সুলতানের স্ত্রীর তখনো সামান্য হুঁশ ছিল। সে তখন সুলতানের দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকাল এবং ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, হায় আমার প্রিয়তমা! হায় আমার প্রিয়তমা! বলো না। বরং বলো, হায় আমার ইসলাম! হায় আমার ইসলাম! এরপর তার ইন্তেকাল হয়ে গেল।

সুলতান প্রিয়তমা স্ত্রীর কপালে একটি চুমু দিলেন। নিজের চোখের অশ্রু মুছে ফেললেন ঠিকই কিন্তু ভেতরের হৃদয় নামক চোখটা কাঁদতেই ছিল।

কয়েকজনকে স্ত্রীর দাফনের দায়িত্ব দিয়ে ময়দানের দিকে রওনা হলেন। ময়দানে এসে তাকবির দিয়ে যুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়লেন। সুলতানের তাকবির ধ্বনি শুনে মুজাহিদদের সাহস ও মনোবল ফিরে এলো। তারাও সুলতানের সাথে তাকবির বলে ময়দান প্রকম্পিত করে তুলল। সুলতান তখন মাথা থেকে শিরজ্ঞাণ খুলে ফেললেন যাতে মুজাহিদগণ তাকে দেখে চিনতে পারে এবং তার উপস্থিতির কথা জেনে জিহাদের উদ্দমতা ফিরে পায়। সুলতান তার শিরজ্ঞাণ খুলে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, হায় আমার ইসলাম! হায় আমার ইসলাম!!

একদিকে মুজাহিদগণ তাদের জীবন বাজি রেখে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। অন্য দিকে যারা অক্ষম, জিহাদে আসতে পারেনি তারা মসজিদে, গৃহের অভ্যন্তরে জায়নামাজে বসে মহান প্রভুর দরবারে হাত উঠিয়ে বলতেছিলেন, হে আমাদের রব! আমাদের রক্ষা করুন। শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের মুজাহিদ ভাইদের সাহায্য করুন। মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! আপনি শিরক ও মুশরিকদের ধ্বংস করুন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষা করুন।

এভাবে যখন মুজাহিদদের তাকবির ধ্বনি এবং মুসল্লিদের দু'আয় কান্নার আওয়াজ একত্র হয়ে আল্লাহর দরবারে পৌঁছে, কেবল তখনই আসমান থেকে আল্লাহর সাহায্য নেমে আসে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয় অর্জন হয়। কারণ বিজয়ের ফয়সালা তো হয় আরশে আজিমে, মহান রবের দরবারে।

সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ যখন মুজাহিদদের নিয়ে তাতারদের ওপর চূড়ান্ত আক্রমণ করলেন তখন তারা এই আয়াতগুলো বলেছিল,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ

‘হে ইমানদারগণ, তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখি হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না।’^{৫৬}

হ্যাঁ! শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে ধৈর্যের সাথে দৃঢ়পদ থাকা এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে দু'আ-মুনাজাতের মাধ্যমেই বিজয় অর্জিত হয়। রাতের ইবাদতকারী এবং দিনের বীর যোদ্ধাদের হাতেই কাফেররা পরাজিত হয়।

[৫৬] সূরা আনফাল: ১৫।

প্রিয় ভাই ও বোন! নিশ্চয় রাতের নামাজ এবং শেষ রাতের দু'আর মধ্যেই রয়েছে দুনিয়াতে মুমিনের সম্মান, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এবং আখিরাতে রয়েছে তার মহা প্রতিদান।

রোম সম্রাট তার এক অনুসারীকে মুসলিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। (সে মুসলমানদের নিকট কিছুদিন বন্দী ছিল) সম্রাট তাকে বলল, এই লোকদের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলো। তখন সে বলল, আমি আপনাকে এমনভাবে তাদের বর্ণনা দেব যেন আপনি তাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন। তারা হলো রাতের সন্যাসী আর দিনের লড়াকু বীর। তারা তাদের অধীনস্থদের থেকেও মূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করা ব্যতীত কিছু খায় না। তারা যেখানেই প্রবেশ করে সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় আসা পর্যন্ত তারা ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে ময়দানে টিকে থাকে।

তখন রুম সম্রাট বলল, তুমি যা বললে তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই তারা আমার পায়ের নিচের এই মাটিরও মালিক হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, এমনটিই হয়েছিল। আমরা রোমানদের পরাজিত করেছিলাম। তাদের সিংহাসনের মালিক হয়েছিলাম।

হ্যাঁ, যখন আমরা রোজা রাখতাম, রাতের বেলা তাহাজ্জুদে তেলাওয়াত করতাম, মহান রবের দরবারে অশ্রু ফেলে দু'আ করতাম, দিনের বেলা মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার করতাম, কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী ফয়সালা করতাম, জালিমদের থেকে মাজলুমদের হক আদায় করে করে দিতাম, আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তাম তখন আমাদের কাছে আল্লাহর সাহায্য এসেছে। আমরা ময়দানে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছি।

কোনো এক প্রচার মাধ্যমে শুনেছিলাম, তার সংবাদদাতা বলছিলেন, আমি কাশ্মীরের একটি হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য দেখেছি। এর চেয়ে কুৎসিত আর ভয়ংকর দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি। হাজার হাজার মুসলমানদের হত্যা করা হয়েছে। আমি অসংখ্য নারী ও শিশুর মস্তকবিহীন লাশ পড়ে থাকতে দেখেছি।

আজ আমাদের অবস্থা কেন এমন হলো? কেন পৃথিবীর এখানে সেখানে আমাদের হত্যা করা হচ্ছে? আমরা কেন সবখানে মার খাচ্ছি?

এর উত্তর একটাই, আমরা যখন দীন থেকে দূরে সরে গেছি, আল্লাহর আদেশ মানা এবং তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা বন্ধ করেছি, শেষ রাতে উঠে সালাতে তেলাওয়াত এবং মুনাজাতে তার নিকট কাকুতি মিনতি করা বন্ধ করেছি, দিনের বেলা অস্ত্র ও ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়েছি তখনই শত্রুরা আমাদের ওপর চড়াও হয়েছে। তারা আমাদের ভয় পাওয়ার বিপরীতে আমাদেরকে ভয় দেখানো শুরু করেছে।

আল্লাহ তাআলাই হলেন সাহায্যকারী

হে আল্লাহ, আপনিই আমাদের সাহায্যকারী, আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধারকারী। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের সাহায্য করুন। এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। হে অন্তরসমূহকে পরিবর্তনকারী। আপনি তো পথভ্রষ্টকে হেদায়েত দান করেন, ফকিরকে ধনী বানান, গুনাহসমূহ ক্ষমা করেন, মানুষের দোষত্রুটি গোপন করেন, মাজলুমকে সাহায্য করেন।

হে পরাক্রমশালী মাবুদ, আপনি আমাদের অবস্থাকে পরিবর্তন করে দিন। আমাদেরকে আপনার প্রিয় বান্দা বানিয়ে দিন। আমাদেরকে রাতের সন্যাসী আর দিনের লড়াকু বীর বানিয়ে দিন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ইসলামের খাদিম বানান। আপনার দ্বীনের জন্য আমাদের কবুল করেন।

أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء
سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء
'তুমি কি দু'আ নিয়ে ঠাট্টা করো এবং তাকে তুচ্ছ মনে করো?
তুমি তো জানো না যে দু'আ কি করতে পারে।
রাতের তীর কখনো লক্ষভ্রষ্ট হয় না। কিন্তু তার নির্দিষ্ট একটা
সময় রয়েছে সেই সময়েই তা কবুল হবে।'

কার মাধ্যমে উম্মাহর বিজয় আসবে?

এই উম্মাহর বিজয় আসবে ওইসকল আবেদিন, সালেহিন, সাদেকিন ও মুজাহিদিনদের মাধ্যমে, যারা কুরআন-হাদিসকে অনুসরণ করে। তাদের পরিচয় হলো :

‘তারা হলো রাতের ইবাদতকারী। রাতের অন্ধকার যখন গভীর হয় তারা তখন রবের দরবারে অশ্রু ঝরায়।

লুকায়িত সিংহ। জিহাদের ডাক আসলে মৃত্যুর দিকে ছুটে যায়, আর এটাকে তারা স্বপ্ন পূরণের মাধ্যম বানায়।’

হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কুরআন তেলাওয়াতকারী তিন প্রকার।

(১) যারা কুরআনকে পণ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

(২) যারা কুরআনের হুদুদ বাদ দিয়ে শুধু হরফকে গ্রহণ করে।

(৩) যারা কুরআনকে তাদের অন্তরের প্রতিষেধক হিসেবে গ্রহণ করে এবং কুরআনকে নিজেদের পথপ্রদর্শক বানায়।

এই তৃতীয় প্রকার লোকদের মাধ্যমেই উম্মাহর বিজয় আসবে। এবং এদের কারণেই জমিনে বৃষ্টি বর্ষণ হয়।

ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যবাহিনী যখন মুসাইলামাতুল কাজজাব ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সারিবদ্ধ হলো তখন মুহাজিরদের ঝাড়াবাহী হযরত সালেম মাওলা আবি হুজায়ফাকে মুসলমানরা বলল, আমরা আশঙ্কা করছি যে, আপনার দিক থেকে (শত্রুর) আক্রমণ আসবে। তখন তিনি বলেছিলেন, যদি আমার দিক থেকে আক্রমণ আসে তাহলে আমি কতই-না নিকৃষ্ট কুরআনের বাহক।

কুতাইবা ইবনু মুসলিম রহ. যেদিন তুরকিদের মুখোমুখি হন, তার আগের রাতে তিনি আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাঁর নিকট দু’আ-মুনাজাতে প্রচুর পরিমাণে কান্নাকাটি করেন। অতঃপর সকালে মুহাম্মদ ইবনুল ওয়াসির ব্যাপারে লোকদের নিকট জিজ্ঞেস করেন যে, তিনি এখন কোথায়? লোকেরা তাকে খুঁজতে খুঁজতে তার তাবুর কাছে এসে দেখেন, তিনি নামাজ আদায় করছেন এবং আসমানের দিকে আঙুল তুলে আল্লাহর দরবারে দু’আ করছেন। তারা কুতাইবা ইবনু মুসলিমের নিকট ফিরে এসে তার এ অবস্থা বর্ণনা করল। কুতাইবা ইবনু মুসলিম তখন বলেন, আল্লাহর শপথ করে

বলছি, মুহাম্মদ ইবনু ওয়াসির একটা আঙুল আমার নিকট এক হাজার ধারালো তরবারির চেয়ে এবং এক হাজার সুঠাম দেহী যুবকের চেয়েও উত্তম।

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মিশরের বাবেলিয়নদের দুর্গ অবরোধ করলেন, তখন তিনি হজরত উমর ইবনু খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট চার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী পাঠানোর অনুরোধ করে একটি চিঠি পাঠিয়ে তাতে লিখেন, এদের সাহায্যে তিনি পূর্ণ মিশর বিজয় সম্পন্ন করতে চান। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জুবাইর ইবনলু আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে মাত্র চারজন লোকের একটি কাফেলা পাঠালেন এবং আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট চিঠিতে লিখলেন, আমি তোমার নিকট জুবাইর ইবনলু আওয়ামের নেতৃত্বে চারজন লোক পাঠিয়েছি। যাদের প্রত্যেকে এক হাজার লোকের সমান। আর আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, 'যেই বাহিনীর মধ্যে মিকদাদ থাকবে আল্লাহর ইচ্ছায় তারা কখনো পরাজিত হবে না।'

হ্যাঁ! এমন লোকদের মাধ্যমেই উম্মাহর বিজয় আসে। এরা সর্বদা আল্লাহর জিকির করতে থাকে। তাদের চেহারা দিয়ে আল্লাহর আনুগত্যের নুর বিচ্ছুরিত হতে থাকে। এদের ব্যাপারে হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب

‘যে আমার ওলির সাথে শত্রুতা করবে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি।’

এরাই তো ওইসকল লোক, যাদের মধ্য থেকে কেউ যখন বলে, হে আমার রব! সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমার কী প্রয়োজন বলো, হে আমার বান্দা? এরা তো রাতের অন্ধকারে আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাহাজ্জুদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আর তির নিষ্ক্ষেপ করে। আল্লাহ তাআলা যখন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়াতের মহান দায়িত্ব দিলেন তখন ওহির মাধ্যমে তাকে বলে দিলেন,

يَا أَيُّهَا الْمُرْمِلُ فِيمَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا يَنْصَفُهُ أَوْ انْقُصَ مِنْهُ قَلِيلًا
أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَقِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا
إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا

‘হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রিতে দণ্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে;
অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম অথবা তদপেক্ষা বেশি
এবং কুরআন তেলাওয়াত করুন সুবিন্যস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে।
আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী। নিশ্চয়
ইবাদতের জন্যে রাত্রিতে ওঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট
উচ্চারণের অনুকূল।’^{৫৭}

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাহাবিদেরকে তাহাজ্জুদ ও রাতে
আল্লাহর দরবারে দু’আ মুনাজাতের ওপর অভ্যস্ত করে গড়ে তুলেছেন।
যেমন: আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِّ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ
وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ

‘আপনার পালনকর্তা জানেন, আপনি ইবাদতের জন্যে
দণ্ডায়মান হোন রাত্রির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও
তৃতীয়াংশ এবং আপনার সঙ্গীদের একটি দলও দণ্ডায়মান
হয়।’^{৫৮}

কাতাদা রাহিমাল্লাহ বলেন, তাহাজ্জুদের জন্য একমাত্র খাঁটি মুনিনগণ
উঠতে পারেন কারণ মুনাফিক তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারে না।

[৫৭] সূরা মুজাম্মিল: ১-৬।

[৫৮] সূরা মুজাম্মিল: ২০।

তুমিও হতে পারবে অনেক কিছু

তুমি যদি সালেহিনদের কাতারে শামিল হতে চাও, তাহলে অবশ্যই তোমাকে শেষরাতে তাহাজ্জুদে তেলাওয়াত করতে হবে এবং আল্লাহর দরবারে কাকুতিমিনতি করে দু'আ করতে হবে।

তুমি যদি দরিদ্র হও এবং আল্লাহর নিকট তোমার দারিদ্রতা থেকে মুক্তি কামনা করতে চাও, তাহলে অবশ্যই তোমাকে শেষরাতে তাহাজ্জুদে তেলাওয়াত করতে হবে এবং আল্লাহর দরবারে কাকুতিমিনতি করে দু'আ করতে হবে।

তুমি যদি মাজলুম হয়ে থাকো এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও, তাহলে অবশ্যই তোমাকে শেষরাতে তাহাজ্জুদে তেলাওয়াত করতে হবে এবং আল্লাহর দরবারে কাকুতিমিনতি করে দু'আ করতে হবে।

তুমি যদি পাপ ও পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি চাও, তাহলে অবশ্যই তোমাকে শেষরাতে তাহাজ্জুদে তেলাওয়াত করতে হবে এবং আল্লাহর দরবারে কাকুতিমিনতি করে ক্ষমা চাইতে হবে।

তুমি যদি অসুস্থ হয়ে থাকো এবং আল্লাহ তাআলার নিকট সুস্থতা কামনা করতে চাও, তাহলে অবশ্যই তোমাকে শেষরাতে তাহাজ্জুদে তেলাওয়াত করতে হবে এবং আল্লাহর দরবারে কাকুতিমিনতি করে দু'আ করতে হবে।

তুমি যদি বন্ধ্যা ও নিঃসন্তান হয়ে থাকো এবং তুমি সন্তান কামনা করো; তাহলে অবশ্যই তোমাকে শেষরাতে তাহাজ্জুদে তেলাওয়াত করতে হবে এবং আল্লাহর দরবারে কাকুতিমিনতি করে দু'আ করতে হবে।

সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة لكم
إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، وملهأة عن الإثم، ومطرودة لداء
الجسد

‘তোমরা অবশ্যই কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদ আদায় করবে। কারণ তা ছিল তোমাদের পূর্ববর্তী সালেহিনদের অভ্যাস ও সাধনা। এর মাধ্যমে তোমাদের রবের নৈকট্য

হাসিল হবে। তোমাদের পাপসমূহ মাফ হবে। এটা তোমাদেরকে গুনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখবে এবং রুগ-ব্যাধিকে শরীর থেকে দূরে রাখবে।’^{৫৯}

একটি প্রশ্ন

ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দিনে নফল নামাজ আদায় করার চেয়ে রাতে নফল নামাজ আদায় করা উত্তম। আর এর তুলনা হলো প্রকাশ্যে সাদাকাহ করা এবং গোপনে সাদাকাহ করার মতো।

রাতের নফল নামাজ দিনের নামাজের চেয়ে উত্তম ও ফজিলতপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো, রাতের নামাজে থাকে অধিক পরিমাণে ইখলাস এবং তা গোপনে হওয়ার কারণে লৌকিকতামুক্ত।

যারা রাত্রি জেগে আল্লাহর ইবাদত করে, সালাত আদায় করে, জিকির-আজকার করে এবং তাঁর নিকট দু’আ-ইস্তেগফার করে

আল্লাহ তাআলা তাদের প্রশংসা করে বলেন,

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

‘তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।’^{৬০}

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ
‘এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।’^{৬১}

[৫৯] তাবরানি ফিল কাবির।

[৬০] সূরা সাজদাহ: ১৬।

[৬১] সূরা আলে ইমরান: ১৭।

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

‘এবং যারা রাত্রিাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে।’^{৬২}

নিশ্চয় যারা রাত্রি জেগে আল্লাহর ইবাদত করে, তার নিকট দু’আ-ইস্তেগফার করে তারা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাআলা এই দুইজনের মাঝে পার্থক্য করার জন্য বলেন,

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

‘যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালের আশঙ্কা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না; বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।’^{৬৩}

রাতে দু’আ-ইবাদতকারীদের বৈশিষ্ট্য—

- আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালোবাসেন।
- আল্লাহ তাআলা তাদের নিয়ে গর্ব করেন।
- আল্লাহ তাআলা তাদের দু’আ কবুল করেন।

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

‘আল্লাহ তাআলা তিন প্রকার মানুষকে ভালোবাসেন, তাদেরকে দেখে তিনি হাসেন এবং তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করেন।

১. ওই ব্যক্তি, যখন যুদ্ধের জন্য বাহিনী প্রকাশ পায় তখন সে আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য নিজের সর্বস্ব দিয়ে যুদ্ধ করে। অতঃপর হয়তো সে শহিদ হয় নয়তো আল্লাহ তাআলা তাকে বিজয় দান

[৬২] সূরা ফুরকান: ৬৪।

[৬৩] সূরা বুমার: ৯।

করেন। তখন আল্লাহ তাআলা (ফেরেশতাদেরকে) বলেন, তোমরা আমার এই বান্দাকে দেখো, কীভাবে সে আমার জন্য ধৈর্যধারণ করেছে।

২. ওই ব্যক্তি যার সুন্দর স্ত্রী রয়েছে এবং নরম সুন্দর বিছানা রয়েছে, কিন্তু সে রাতে উঠে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে, তার নিকট দু'আ-ইস্তেগফার করে। তখন আল্লাহ তাআলা (ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করে) বলেন, আমার বান্দা শাহওয়াত ও প্রবৃত্তিকে ছুড়ে ফেলে আমার জিকির করছে, সে চাইলে তো শুয়েও থাকতে পারত।
৩. ওই ব্যক্তি, যে এক মুসাফির দলের সাথে সফর করে, যারা রাত্রির প্রথমে চলতে থাকে অতঃপর বিশ্বামের জন্য ঘুমিয়ে যায় আর সে সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় শেষরাতে উঠে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে, তার নিকট দু'আ-ইস্তেগফার করে।^{৬৪}

সালাফদের একজন বলেছেন, কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদের নামাজে দীর্ঘ তেলাওয়াত এবং রাতের শেষভাগে আল্লাহর নিকট দু'আ-ইস্তেগফার কিয়ামতের দিনের সেই দীর্ঘ দণ্ডায়মানকে সহজ করে দেবে।

এখানে অনেকেই একটা প্রশ্ন করতে পারেন যে, কীভাবে শেষরাতে জাহত হওয়া যায়?

রাত্রিতে উঠে আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগি করা এবং তার নিকট দু'আ-ইস্তেগফার করতে পারার জন্য অনেকগুলো শর্ত রয়েছে,

নিম্নে কয়েকটি শর্ত পেশ করা হলো—

- মন থেকে সত্যিসত্যিই ইখলাসের সাথে রাতে উঠার ব্যপারে আন্তরিক হতে হবে।
- অন্তরকে সকল ধরনের হিংসা-বিক্লেষ থেকে মুক্ত রেখে তাতে একমাত্র আল্লাহ ও আখিরাতের চিন্তাকেই স্থান দিতে হবে। দাউদ আত তাঈ রাহিমাহুল্লাহ শেষরাতে আল্লাহ তাআলার নিকট মুনাজাত করে বলতেন, হে আল্লাহ! আমার অন্তরে তোমার চিন্তার সামনে আমার অন্য সকল চিন্তা বিলীন হয়ে গেছে। এখন শুধুমাত্র

তোমার চিন্তাই বাকি রয়েছে। তোমার চিন্তা আমার মাঝে এক
নিদ্রাহীন রাত্রিাপনের মাঝে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছে।

- আল্লাহর ভয় এবং দুনিয়াবিমুখতা। কারণ যে আল্লাহকে
যথাযথভাবে ভয় পায় সে নিদ্রাহীন থাকে, আর যে নিদ্রাহীন থাকে
সেই তার উদ্দেশ্যে পৌঁছতে পারে। কারণ যে ব্যক্তি আখিরাতে
ভয়াবহতা এবং জাহান্নামের কঠিন শাস্তি নিয়ে চিন্তা করে তার ঘুম
চলে যায় এবং সে এর থেকে বাঁচার জন্য সতর্ক হয়। যেমন: তাউস
রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, নিশ্চয় জাহান্নামের চিন্তাই আবেদনের ঘুম
কেড়ে নিয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

আল্লাহর নেককার বান্দারা তো সেই দিন থেকেই কিয়ামুল লাইল তথা রাত
জেগে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি এবং তার নিকট দু'আ-ইস্তেগফারের ব্যাপারে
পূর্ণ সজাগ থাকে, যেদিন এই আয়াত প্রথম তেলাওয়াত হয়েছিল। আল্লাহ
তাআলা বলেন,

‘তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে
ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয়
করে।’^{৬৫}

কিয়ামুল লাইলের ব্যাপারে হাদিসে এসেছে,

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ
عُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا " . فَقَامَ
أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ
وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

‘আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে একটি প্রাসাদ রয়েছে যার
ভেতর থেকে বাহির এবং বাহির থেকে ভেতর দেখা যাবে।
তখন জনৈক বেদুইন (গ্রাম্য ব্যক্তি) উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া
রাসুলুল্লাহ! এটি কার হবে? তিনি বললেন, এটি হবে তার যে

ভালো কথা বলে, অন্যকে আহাৰ কৰায়, সৰ্বদা ৰোজা ৰাখে
এবং যখন ৰাতে সব মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন সে উঠে
সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় কৰে।'৬৬

শেষৰাতে আল্লাহৰ ইবাদত-বন্দেগি কৰা এবং তার নিকট দু'আ-ইন্তেগফাৰ
কৰতে পৱাৰ আৰেকটি মাধ্যম হলো, আল্লাহৰ মুহব্বত। আল্লাহ তাআলাকে
যদি কেই সত্যিকাৰেৰ মুহব্বত কৰে, তাহলে সে অবশ্যই অবশ্যই আঁধাৰ
ৰাতে তাহাজ্জুদ পড়বে।

এক আবেদ বলেছেন, ৰাতের আগমন আমার মধ্যে একধরনের আনন্দের
প্লাবন নিয়ে আসে। কাৰণ, আমি তখন আমার ৰবের সাথে একান্তে কথা
বলতে পাৰি। আৰ দিনেৰ আগমন আমার মধ্যে দুঃখেৰ ছায়া ফেলে।

আলি আল বাক্কাৰ ৰাহিমাহুল্লাহ বলেন, গত চল্লিশ বছৰে দিবসেৰ আগমনেৰ
চেয়ে দুঃখেৰ কিছু নেই আমার কাছে।

শব্দের ঝপগাঙ্গ কত দূরে আঘাত হানে? বড়োজোড় আট
হাজার বা দশ হাজার মাইল? কিন্তু প্রিয় ভাই ও বোন, তুমি কি
জানো দু'আর পাল্লা কত মাইল? দু'আর অস্ত্র মহাকাশ
অতিশ্রম করে আল্লাহর আরাশে গিয়ে পৌছে।
এবার শোনো দু'আ কি করতে পারে-

দু'আ কবুলের গল্প

একজন আম্মুর দু'আয়

সালিম ইবনু আইয়ুব আশ শাফি রহ. বলেছেন, আমি ছোটো বয়সে রায় নামক অঞ্চলে ছিলাম। তখন আমার বয়স দশ বছরের মতো ছিল। তখন আমাদের গ্রামে একজন শাইখ আগমন করেছিলেন। একদিন শাইখ আমাকে বলেন, তুমি সামনে এসো এবং কুরআন থেকে পড়ে শোনাও। আমি তখন সুরা ফাতিহা পড়তে অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার জবানের জড়তার কারণে অনেক চেষ্টা করেও পড়তে পারলাম না। তখন শাইখ আমাকে বললেন, 'তোমার কি আম্মু বেঁচে আছেন?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তিনি বেঁচে আছেন।' তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি তাকে গিয়ে বলো, তিনি যেন তোমার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট তোমার কুরআন তেলাওয়াত এবং ইলম বৃদ্ধির জন্য দু'আ করেন। আমি বললাম, 'ঠিক আছে।' এরপর আমি বাড়িতে এসে আমার মায়ের নিকট দু'আ চাইলাম; ফলে আমার আম্মু আমার জন্য দু'আ করলেন। এরপর আমি বড়ো হলাম অতঃপর বাগদাদে গেলাম। সেখানে আমি কুরআন পড়া শিখলাম, আরবি ভাষার ওপর গভীর জ্ঞানার্জন করলাম এবং ইসলামি ফিকহ শিখলাম অতঃপর রায় নামক গ্রামে ফিরে এলাম। আমি একদিন জামে মসজিদে 'মুখতাসারুল মাআনি' নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তখন শাইখ সেখানে উপস্থিত হলেন কিন্তু তিনি আমাকে চিনতে পারেননি। তিনি আমাদের আলোচনা শুনে এর কিছুই বুঝতে পারলেন না। তখন তিনি বললেন, 'এই কিতাব কখন পড়ানো হয়?' তখন আমার মনে হচ্ছিল তাকে বলি, শাইখ! আপনার মা যদি বেঁচে থাকে, তাহলে তাকে আপনার ইলম বৃদ্ধির জন্য দু'আ করতে বলুন। কিন্তু আমার অনেক লজ্জা হচ্ছিল তাই আর বলতে পারলাম না।^{৬৭}

[৬৭] সিয়াকু আলামিন নুবালা: ১৭/৬৪৫-৬৪৬।

এক মুবারকময় বিয়ে

মক্কায় একজন আবিদ লোক ছিলেন। তিনি সব সময় আল্লাহর ইবাদত করতেন। তিনি খুব গরিব মানুষ ছিলেন। এ জনমের টাকা-পয়সার দিকে তার তেমন কোনো আকর্ষণ ছিল না। সামান্য খাবার নিয়েই জীবন-যাপন করছিলেন। একবার তার খরচের সবকিছু শেষ হয়ে গেল এবং না খেতে খেতে তার ক্ষুধা প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। ক্ষুধার তাড়নায় তিনি মৃত্যুর উপক্রম হলেন। এ অবস্থায় তিনি মক্কার অলিতে-গলিতে হাঁটছিলেন। অনেকখানি হাঁটার পরে পথের ওপর অনেক দামি একটি হার দেখতে পেলেন। মূল্যবান হারটি নিয়ে ওই আবিদ হারামে প্রবেশ করলেন। তখন এক লোক এসে তাকে বলল, তার একটি অতি মূল্যবান হার হারিয়ে গেছে এবং তার সকল বর্ণনা সে আবিদ লোকটির নিকট দিলো। আবিদ তখন সেটি তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু বিনিময়ে সে তার থেকে কিছুই গ্রহণ করলেন না। আবিদ বললেন, অতঃপর আমি আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করে বললাম, 'হে আমার রব, আমি একমাত্র আপনার জন্য এটাকে ফিরিয়ে দিলাম সুতরাং আপনি আমাকে এর চেয়েও উত্তম কিছু দান করুন।'

এর কিছুদিন পর আমি জাহাজে করে সফরে বের হলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর ঝড়ের কবলে পড়ে জাহাজটি ডুবে গেল। আমি একটি কাঠের খন্ডের ওপর আরোহণ করে একটি দ্বীপে গিয়ে উঠলাম। আমি সেখানে একটি মসজিদ দেখতে পেলাম এবং মসজিদের ভেতরে গিয়ে বসে রইলাম। সালাতের সময় হলে এলাকার লোকদের সাথে সালাত আদায় করলাম। মসজিদে এক কপি কুরআন ছিল। আমি সেটি নিয়ে পড়া শুরু করলাম। তখন এলাকার লোকেরা আমাকে বলল, আপনি তো সুন্দর কুরআন পড়তে পারেন সুতরাং আমাদের বাচ্চাদের কুরআন শিক্ষা দিন। আমি নির্দিষ্ট একটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাদেরকে কুরআন শেখাতে শুরু করলাম। এর কিছুদিন পর আমি একটি চিঠি লিখলাম। আমার লেখা দেখে তারা বলল, আপনি আমাদের বাচ্চাদের লেখাও শেখান।

এরপর একদিন এসে তারা আমাকে বলল, আমাদের এখানে একজন এতিম মেয়ে আছে, তার বাবা খুবই ভালো মানুষ ছিল; কিন্তু কিছুদিন পূর্বে মারা গেছে। আপনি কি মেয়েটিকে বিবাহ করতে রাজি আছেন? আমি বললাম, এতে সমস্যার কিছু দেখছি না। এ কথা বলে আমি বিবাহে সম্মতি দিলাম দু'আর মহিমা | ৭৪

এবং তাকে বিয়ে করলাম। অতঃপর আমি যখন তার নিকট প্রবেশ করলাম, তখন তার গলায় সেই হারটিই দেখলাম যেটা আমি মক্কার গলিতে পেয়েছিলাম এবং তার মালিকের নিকট ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।

আমি তখন তাকে এই হার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম তখন সে আমাকে বলল, এই হারটা মক্কায় হারিয়ে গিয়েছিল অতঃপর এটা এক লোক পেয়ে তার পিতার নিকট ফিরিয়ে দিয়েছিল। এরপর থেকে আমার পিতা লোকটির জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট অনেক দু'আ করেছেন এবং বলেছেন, হে আমার রব, আপনি মক্কার ওই মুসাফির সৎ লোকের সাথে আমার এই মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন।' লোকটি তখন বলল, 'আমিই হলাম সেই লোক, যে তোমার বাবার নিকট তার হারিয়ে যাওয়া হার ফিরিয়ে দিয়েছিল।' এবার তারা দুজন কেঁদে দিলেন। দু'আর ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের দুজনকে একত্র করে দিলেন। ৬৮

বাবার দু'আর ফলে

সাদ্দ ইবনু মুসাফির আল কাহতানি রহ. বলেন, এক লোক তার নিজের জীবনের একটি ঘটনা আমাকে শুনিয়েছিল। সে বলেছিল, আমাদের অত্যন্ত নম্র-ভদ্র ও নেককার একটি ছেলে ছিল। একদিন রাতে আমরা ঘুমাতে যাব এমন সময় আমার সেই ছেলেটি এসে বলল, 'বাবা, পড়াশোনা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছি, তাই বাহিরে গিয়ে কিছু সময় হাঁটা-চলা করে আসতে চাই। আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব।' আমি তখন বললাম, 'বাবা, এখন বাহিরে যেয়ো না। মানুষজন এখন ঘুমিয়ে গেছে, আর তুমিও তো ঘুমের পোশাক পরিধান করেছে।' ছেলে বলল, 'বাবা, আমি ঘুমের পোশাক পরেই যাব, একটু হাঁটাহাটি করেই ফিরে আসব।' আমি বললাম, 'না, কোনোভাবেই এখন বাহিরে যাওয়া যাবে না।' ছেলেটি আর কথা না বাড়িয়ে মন খারাপ করে চলে গেল। কারণ সে ছিল খুবই বিনয়ী ও ভদ্র। তাকে এভাবে মন খারাপ দেখে তার মা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, 'আমি বাবার কাছে কিছু সময়ের জন্য বাহিরে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে যেতে দিচ্ছেন না।' তখন তার মা আমার কাছে এসে বলল, 'ওকে কিছু সময়ের জন্য বাহিরে যেতে দিন না (!) আমাদের ছেলের ব্যাপারে তো

আমরা জানি ও কেমন? ও তো অনেক ভালো ছেলে।' এভাবে ওর মার পীড়াপীড়িতে আমি তাকে বাহিরে যাওয়ার অনুমতি দিলাম ঠিক কিন্তু সাথে-সাথে আমার মুখ থেকে ওর জন্য বদ দু'আ বের হয়ে গেল। আমি ওর মাকে বললাম, 'ওকে যেতে দাও।' আল্লাহ তাআলা ওকে এই যে বের করবেন আর ঘরে ফিরিয়ে আনবেন না।' আমি কিন্তু কথাটা ইচ্ছা করে বলিনি, মন থেকেও বলিনি, কিন্তু আমার মুখ থেকে কথাটা বের হয়ে গেছে। কিন্তু সময়টি ছিল দু'আ কবুলের সময়। আসমানের দরজা ছিল খোলা। রব্বের কারিমের আরশে আজিম একেবারেই উন্মুক্ত ছিল। ছেলেটি আমার বের হয়ে গেল আর ফিরে এলো না। এক ঘণ্টা যায় দুই ঘণ্টা যায় সে আর আসে না। ফজরের আজান হলো কিন্তু সে তাও এলো না। আমার অন্তর তখন ফেটে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কেউ তির দিয়ে তাতে আঘাত করছে। আমারও বুঝতে বাকি রইল না যে এটা দু'আর ফল। আমি ফজরের নামাজ পড়ে ঘরে ফিরলাম, কিন্তু আমার ছেলে ফিরে এলো না। আমি থানায় গেলাম, তারা বিভিন্ন দিকে যোগাযোগ করে বলল, গতকাল রাতে ওমুক জায়গায় দুর্ঘটনায় অনেক মানুষ মারা গেছে, আপনি ওমুক হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে দেখুন। আমি সেখানে দেখলাম এবং তারা আমার জন্য মর্গের দরজা খোঁলে দিলো। আমি দেখলাম আমার ছেলে গত রাতের দুর্ঘটনার সর্বশেষ নিহত। সে তখন ঘুমের পোশাকই পরা ছিল। আমরা তাকে সেখান থেকে নিয়ে এলাম এবং গোসল ও জানাজা দিয়ে দাফন করলাম।

আমার মনে হচ্ছে আমার সন্তানের মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। কারণ আমি তার জন্য বদ দু'আ করেছি আর সেই দু'আ কবুল হয়েছে। ৬৯

দু'আর মহিমা

স্কুলের একজন শিক্ষক বলেন, আমি স্কুলটিতে জয়েন করার প্রথম দিন ক্লাসের বিরতিতে লক্ষ করলাম সকল শিক্ষক এক রুমে আড্ডা দিচ্ছে, কিন্তু একজন শিক্ষক একাকী ভিন্ন একটি রুমে বসে আছে। তার সাথে কেউই কথা বলছে না, গল্পও করছে না। আমি তখন এর কারণ সম্পর্কে জানতে শিক্ষকদের জিজ্ঞেস করলাম। তখন তারা আমাকে বলল, সে নামাজ পড়ে না, ইসলামের কোনো বিধি-বিধান মানে না, তাই আমরা তার সাথে একটু কম মিশি। তার সাথে প্রয়োজনের বাইরে কথা বলি না। তখন আমি সেই শিক্ষকের কাছে গিয়ে বসলাম কিন্তু সে আমার থেকে দূরে চলে গেল। এরপর দ্বিতীয়বার বিরতির সময় আমি আবার তার কাছে গেলাম, তখন সে আমার সাথে কিছুটা আন্তরিক হলো। আমি তখন তাকে বললাম, 'আমি এই গ্রামে নতুন এসেছি, এখানে আমার পরিবার বা পরিচিত কেউ নেই।

আর আমি শুনেছি, আপনি একা একা থাকেন; তাই আমি আপনার সাথে থাকতে চাই। তখন সে বলল, 'আমি লোক হিসেবে বেশি একটা ভালো না। অন্যদিকে আমি একাকী থাকতেই পছন্দ করি।' আমি বললাম, 'অল্প কিছুদিন আপনার সাথে থাকব, ভালো একটা থাকার জায়গার ব্যবস্থা হয়ে গেলেই চলে যাব।' এই প্রস্তাবে সে রাজি হলো। আমি তার সাথে থাকতে শুরু করার পর থেকে বাসার কোনো কাজই আমি তাকে করতে দিতাম না। খাবার তৈরি করা, বিছানা ঝাড়া, ঘর পরিষ্কার করা ইত্যাদি যৌথ কাজগুলো আমি একাই করতাম। এমনকি আমি তার ব্যক্তিগত কাজগুলোও করে দিতাম। যেমন তার কাপড় ধোয়া ইত্যাদি। আমি তাকে একবারের জন্যও জিজ্ঞেস করিনি যে, সে কেন নামাজ আদায় করে না। এভাবে কিছুদিন চলার পর একদিন আমি তাকে বললাম, আপনার সাথে তো অনেক দিন থাকলাম, এবার অন্য একটি রুম ভাড়া নিয়ে সেখানে চলে যেতে চাচ্ছি। কিন্তু সে আমার ব্যবহার ও কাজের কারণে আমাকে অন্য কোথাও যেতে দিতে রাজি হাচ্ছিল না।

আমরা একদিন দুপুরের খাবারের পর চা খাচ্ছিলাম, এমন সময় আসরের আজান দিলো। আমি আমার হাতের চা রেখে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার এ অবস্থা দেখে সে আমাকে বলল, 'এভাবে প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদে যেতে তোমার কি একটুও ক্লান্তি লাগে না।' আমি বললাম, 'না বরং আমি এতে এক ধরনের শান্তি অনুভব করি। নামাজ পড়লে মানুষ ক্লান্ত হয় না বরং সে নিশ্চিন্ত

হয় এবং মনের মধ্যে প্রশান্তি অনুভব করে। তুমি কি বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখতে চাও?’ সে বলল, ‘ঠিক আছে।’ তারপর আমরা ওজু করে মসজিদে গেলাম। অতঃপর আমরা মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাত ‘দুখুলুল মসজিদ’ আদায় করলাম। আমি তার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। নামাজ শেষে আমি আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে আল্লাহর নিকট দু’আ করে বললাম, ‘হে আমার রব! তাকে মসজিদে তোমার নিকট নিয়ে আসার জন্য যতকিছু করার আমি করেছি। হে আল্লাহ, তুমি তাকে হেদায়াত দান করো।’ এরপর নামাজ শেষে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘মনের ভিতর কেমন অনুভব করছ?’ সে বলল, ‘এমন প্রশান্তি ইতঃপূর্বে আর কখনো অনুভব করিনি।’ আমি বললাম, ‘ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানেই মাগরিবের সালাত আদায় করব। আমি চাই তুমি এখন ভালোভাবে ওজু ও গোসল করে এসো। সে আমার সাথে একমত হলো। আল্লাহ তাকে হেদায়াত দান করলেন এবং এরপর থেকে সে পরিপূর্ণভাবে দ্বীনের সকল বিধি-বিধানগুলো মানতে শুরু করল। আমরা তখন বন্ধু হয়ে গেলাম। অতঃপর আমি স্কুলের অন্য শিক্ষকদের বললাম, ‘তার সাথে তোমরা ভালো আচরণ করোনি। তোমরা দেখো, আল্লাহ তাআলা কীভাবে তাকে কোমলতা এবং উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে হেদায়েত দান করলেন। এরপর সে কাজের জন্য দেশের বাইরে এক অমুসলিম দেশে গেল। সেখানে তার হাতে অনেক মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার।’^{৭০}

[৭০] মিন আজায়িবিদ দোয়া: ৮৫।

পেটব্যথা ভালো হয়ে গেল

এক লোক বলেন, একদিন রাত প্রায় একটার সময় হঠাৎ আমার প্রচণ্ড পেটব্যথা শুরু হলো এবং ধীরে ধীরে তা আরো বাড়তে থাকল। আমি কি করব বুঝতে পারছিলাম না। আমি সহ্য করতে না পেয়ে বাড়ির উঠোনে গিয়ে হাঁটতে লাগলাম। এরপর আমি আবার ঘরে ফিরে এলাম। আমার অবস্থা তখন এমন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। তখন আমি মনে মনে বললাম, আমি কেন আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করছি না? যেই ভাবা সেই কাজ। আমি সাথে সাথে উঠে গিয়ে ওজু করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলাম এবং শেষ সিজদার সময় আমার সুস্থতার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট অনেক দু'আ করলাম। আমি যখন সিজদায় দু'আ করছিলাম তখন অনুভব করছিলাম যে, আমার শরীর থেকে অস্বস্তিকর কিছু বের হয়ে যাচ্ছে এবং প্রশান্তিদায়ক কিছু প্রবেশ করেছে। এরপর আমি সিজদাহ থেকে মাথা উঠানোর পূর্বেই পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলাম। ফলে আমার প্রতি আল্লাহর এমন অনুগ্রহের জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করলাম। একমাত্র তিনিই তো অনুগ্রহ ও ইহসানের উপযুক্ত মালিক। ৭১

[৭১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১২/১৩৬।

রব কখনো দু'আ ফিরিয়ে দেন না

এক লোক বলেন, একদিন হঠাৎ আমার প্রচণ্ড কাশি ও গলাব্যথা শুরু হয়। আমার অনেক কষ্ট হচ্ছিল। আমি কথা বলতে পারছিলাম না। আমি তখন ওজু করে দুই রাকাত সালাত আদায় করলাম এবং সিজদায় পড়ে আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করে বললাম, 'হে আল্লাহ! আপনি তো এমন সত্তা, যাকে রোগ ও ক্ষতি স্পর্শ করতে পারে না। হে আমার রব, আমি এমন এক বান্দা, যার রোগ এবং ক্ষতি হতে পারে। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আপনি আমাকে সুস্থ করে দিন, আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করুন।' এরপর আমি দু'আ শেষ করে যখন ঘুমের রুমে আসলাম আল্লাহর রহমতে আমি পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলাম। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য।^{৭২}

কাবা দেখার আশায় দু'আ

কোনো এক রামাদানের কথা। রামাদানের শীতল বাতাস বয়ে যাচ্ছিল আমাদের ওপর। রহমতের নিশিতে ভিজে গিয়েছিল কাবার চারদিক। আমি এবং আমার কয়েকজন নিকটাত্মীয় হারাম শরিফে বসা ছিলাম। হারাম শরিফের চারদিকে বসে আছে আরো অনেক মানুষ। তখন অন্য দেশের এক লোক এসে আমাদের পাশে বসল। তাকে দেখে অনেক খুশি খুশি মনে হচ্ছিল। সে আমাদেরকে বলল, ভাইয়েরা, মসজিদের অপর প্রান্তে এক অন্ধ বৃদ্ধ লোক অবস্থান করছে, যে আল্লাহ তাআলার নিকট তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনেক দু'আ করেছে। ফলে আল্লাহ তাআলা তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। সে আল্লাহর কাছে দু'আ করে বলেছে, হে কাবার মালিক, আপনি সবকিছু করতে পারেন। আপনি পারেন না এমন কোনো কাজই নেই। আমি অন্ধ মানুষ। দু-চোখে কোনো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এই দুনিয়ার রঙ কেমন আমার জানা নেই। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালায় রঙ কেমন সেটা তো আমার জানা নেই। দুনিয়াতে আপনার কত রকম সৃষ্টি আছে, আপনি নিপুণ হাতে সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তা দেখার সৌভাগ্য

[৭২] সিয়াকু আলামিন নুবালা: ১২/১৬৪।

আমার হয়নি। তাতে আমার কোনো আফসোস নেই। মন-খারাবি নেই। অভিযোগ, অভিমান কিছুই নেই। হে আমার রব, আমার বুকে বড়ো আশা ছিল আপনার ঘরকে তাওয়াফ করব। মন খুলে আপনার কাবা ঘরকে একটু দেখব। কাবার দিকে তাকিয়ে দু-ফোটা চোখের অশ্রু ফেলব। মনের মাঝে লুকিয়ে থাকা সব কষ্ট নিমিষেই দূর করে ফেলব। সুতরাং আপনি আমার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিন। আপনার কাবাকে একটুখানি দেখার সুযোগ করে দিন।’ আল্লাহ তায়ালা ওই অন্ধ লোকটির দু’আ কবুল করে নিলেন। তার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিলেন। তিনি মনভরে কাবাকে দেখে নিলেন। আল্লাহ্ আকবার।^{৭৩}

এক মহিয়সী স্ত্রীর দু’আ

আমার দাদা বলেছেন, আমাদের গ্রামে এক লোক ছিল এবং তার স্ত্রী ছিল খুবই নেককার। তাদের বিবাহের কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পর আমি আরেকটি বিয়ে করতে চাইল, কিন্তু সে বিষয়টা প্রথম স্ত্রীর কাছে গোপন রাখল। সে তাদের পাশের গ্রামে এক মেয়েকে পছন্দ করে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলো এবং বিবাহ ঠিকও হয়ে গেল। অতঃপর নির্ধারিত দিনে লোকটি মহরের টাকাসহ পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল। লোকটি বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর তার স্ত্রী কোনোভাবে তার স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে করতে যাওয়ার বিষয়টি জানতে পারল। তখন সাথে সাথে সে বাড়ির ছাদে উঠে নীল আসমানের দিকে হাত তুলে দু’আ করতে লাগল, ‘হে আমার রব, আপনি তাকে বিবাহ না করিয়ে সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন।’ এভাবে সে অনেকক্ষণ দু’আ করল। আল্লাহ তায়ালা এই মহিয়সী নারীর দু’আকে কবুল করে নিলেন। অতঃপর লোকটি সেই গ্রামে প্রবেশ করল ঠিক-ই, কিন্তু মেয়ের বাড়িতে না গিয়ে এবং বিবাহ না করেই আবার নিজের গ্রামের দিকে ফিরে এলো।^{৭৪}

[৭৩] আজায়িবিদ দোয়া: ৯৬।

[৭৪] আজায়িবিদ দোয়া: ৯৪।

মাজলুমের দু'আ কখনো বিফলে যায় না

শাইখ সাইদ ইবনু মুসফির আল কাহতানি বলেন, এক লোকের কাছ থেকে মিথ্যা সাক্ষীর মাধ্যমে প্রতারণা করে অন্য একজন একখণ্ড জমি হাতিয়ে নেয়। কারণ জমিটি ছিল প্রতারণা লোকটির বাড়ির সামনে। আর সে চাচ্ছিল জমিটি তার গাড়ি রাখার কাজে ব্যবহার করবে। ফলে সে জমিটির চারপাশে দেয়াল বানাতে শুরু করে। জমির মালিক বিষয়টি জানতে পেরে সেখানে বাধা দেয় এবং প্রতারণা জালেম লোকটিকে বলে, 'এটা তো আমার জমি আপনি এখানে দেয়াল তুলছেন কেন?' তখন জালিম বলে, 'এটা তোমার নয় বরং এটা আমার জমি।' তখন জমির মালিক কাজি সাহেবের কাছে গিয়ে বিচার দাবি করে। কাজি সাহেব তখন জালিমকে ডেকে বলেন, 'এটা কি তোমার জমি?' জালিম বলল, 'হা, এটা আমার জমি এবং এ বিষয়ে আমার নিকট প্রমাণও আছে।' অতঃপর সে দুইজন মিথ্যা সাক্ষী উপস্থিত করে। সে জমির আশপাশের দুইজন বৃদ্ধ লোকের নিকট যায় এবং তাদের মোটা অংকের টাকার ঘুষ প্রদান করে জমির মাপ দেখিয়ে দিয়ে কোর্টে গিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বলে। অতঃপর জালিম লোকটি তার সেই দুই মিথ্যা সাক্ষীকে নিয়ে কোর্টে হাজির হয়। জমির মালিকও সেখানে উপস্থিত হয়।

মিথ্যা সাক্ষীরা তখন বলে জমির সীমানা ডান দিকে এতটুকু বাম দিকে এতটুকু, সামনে এবং পিছনে এতটুকুর মালিক এই লোক। এটাতো সে বংশ পরম্পরায় পেয়েছে। এটা তাদের বাপ-দাদাদের পৈত্তিক সম্পত্তি। এটা সবাই জানে। এ বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ নেই, আর কেউ এর মালিকানায শরিকও নেই। আমরা আল্লাহর কসম করে বলছি, এই জমিটি তার (জালিমের)।

কাজি তখন জমির মালিককে জিজ্ঞেস করে, এদের সাক্ষীর বিরুদ্ধে তোমার নিকট কোনো প্রমাণ আছে কি? সে বলল, না, কিন্তু আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি—আর আল্লাহ তাআলা তো সবই জানেন যে—আমি এই জমির মালিক। আর তারা সকলেই মিথ্যাবাদী।' কাজি সাহেব আবার লোকটিকে বলল, 'তাদের দলিলের বিপক্ষে তোমার কোনো প্রমাণ আছে?' সে বলল, 'না। আমার কাছে কোনো দলিল-প্রমাণ নেই।' ব্যস, জমিটির ফয়সালা জালেম মিথ্যাবাদীর পক্ষে হয়ে গেল।

মাজলুম জমির মালিক তখন কোর্ট থেকে নেমে ওজু করে মসজিদে প্রবেশ করল, কারণ মাজলুমের দু'আ আর আল্লাহর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। লোকটি নামাজ আদায় করে আল্লাহর নিকট দু'আ করে বলল, হে আমার রব, তুমি তো জানো এই জমি আমার। কিন্তু তারা আমার ওপর জুলুম করে এই জমি আমার কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছে। আর তার পক্ষে দুজন মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে। অচিরেই আমার চোখের সামনে আমার জমির ওপর সে বাড়ি বানাবে। চোখ দিয়ে দেখা ছাড়া আমি কিছুই করতে পারব না। এটা আমার জন্য অনেক কষ্টের হবে। হে আল্লাহ! আজ তুমি আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করো।' এরপর সে ভগ্নহৃদয়ে বাড়িতে স্ত্রীর নিকট ফিরে গেল এবং কিছু সময় ঘুমাল।

অন্যদিকে জালেম এবং তার দুই মিথ্যা সাক্ষী কোর্ট থেকে বের হলো। তারা খুবই আনন্দিত। কারণ ফয়সালা এবং জমির দলিল তাদের হাতে। সে তাদেরকে হোটেল নিয়ে ভালোভাবে লাঞ্চ করাল এবং মিথ্যা সাক্ষীর জন্য টাকা দিলো। তারা সবাই খুশিমনে গাড়ি দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে গাড়ি একসিডেন্টে সবাই মারা গেল। পরবর্তীতে জালিমের স্ত্রী কাগজ-পত্র মাজলুমকে হস্তান্তর করল। কাজি সাহেব ওই জমিটিকে মূল মালিককে দিয়ে দিলো।^{৭৫}

ডাকাতের কবল থেকে মুক্তি

এক আল্লাহর ওলি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে সফরে বের হন। পথিমধ্যে তিনি ডাকাতের কবলে পড়েন। ডাকাত তাকে বলল, আমি তোমাকে হত্যা করব। তিনি বললেন, এই তো আমার সম্পদ এবং ব্যবসার পণ্য এগুলো নিয়ে নাও এবং আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আমার পথে চলে যাই। ডাকাত বলল, আমি তোমার সম্পদ ও তোমার ব্যবসার পণ্য তো নেবই সাথে সাথে তোমাকে হত্যাও করব। আল্লাহর ওলি তখন বললেন, ঠিক আছে। মৃত্যুর পূর্বে আমাকে দুই রাকাত নামাজ পড়ার সুযোগ দাও। ডাকাত বলল, তোমার যত খুশি নামাজ পড়ে নাও। আল্লাহর ওলি নামাজে দাড়াইলেন এবং সেই মহান প্রতিপালকের নিকট দু'আ শুরু করলেন, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সকল কিছু দেখেন ও শুনে। আল্লাহর ওলি গোপনে আল্লাহর নিকট দু'আ করে বললেন, হে দয়াময় আল্লাহ! হে আরশের অধিপতি! তুমি যা চাও তাই করতে পারো। হে আল্লাহ, আমি তোমার ইজ্জত, তোমার মিলকিয়াত এবং তোমার নুরের দোহাই দিয়ে প্রার্থনা করছি। তুমি আমাকে সাহায্য করো।

অতঃপর আল্লাহর ওলি সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করে দেখেন ডাকাত লোকটি রক্ত মাখা অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে এবং তার মাথার ওপর একটি সাদা ঘোড়ার ওপর সাদা পাগড়ি এবং সাদা কাপড় পরিহিত এক অশ্বারোহী। তখন আল্লাহর ওলি খুশি হলেন এবং বললেন, কে তুমি? অশ্বারোহী বলল, আমি চতুর্থ আসমান থেকে আসা এক ফেরেশতা। তুমি যখন প্রথম দু'আ করলে তখন তা আসমানের দরজায় গিয়ে করাঘাত করতে লাগল। অতঃপর তুমি যখন দ্বিতীয় দু'আ করলে আসমানের ফেরেশতারা কেঁপে উঠল। আর যখন তৃতীয় দু'আ করলে তখন আমি আল্লাহ তাআলার নিকট আরজ করলাম, হে আমার প্রতিপালক! এক নিরুপায় অসহায় বান্দা আপনাকে ডাকছেন। আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছেন সুতরাং আমাকে অনুমতি দিন তাকে সাহায্য করার এবং এই বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করার। আর আমি হলাম:

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

‘বল তো কে নিরুপায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে’—
এর জন্য নিযুক্ত ফেরেশতা।

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তুমি সুখের সময় তোমার প্রতিপালককে ডাকো, তাঁর নিকট দু'আ করো তিনি তোমার দুঃখ-কষ্টের সময় তোমার ডাকে সাড়া দেবেন, তোমার মসিবত দূর করবেন। যে ব্যক্তি সচ্ছলতার সময় আল্লাহকে ডাকে, আল্লাহর ইবাদত করে, তার কঠিন সময়ে আল্লাহ তাআলা তার ডাকে সাড়া দেন এবং তাকে তার বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।

প্রিয় ভাই ও বোন, দুঃখ-কষ্ট এবং ক্ষতিকর বস্তু দূর করা এবং কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জন করার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকর মাধ্যম হলো দু'আ। দু'আর মাধ্যমেই দুঃখ-কষ্ট দূর হয় এবং কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জন হয়। দু'আ হলো সর্বোত্তম ঔষধ। দু'আর মাধ্যমে মুসিবত হালকা হয়, বিপদ কেটে যায়।

প্রিয় ভাই ও বোন, তোমরা বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করো। তোমরা বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করো। কারণ দু'আর মাধ্যমে আগত, অনাগত সকল ধরনের বিপদ-মুসিবত দূর হয়।

জাহান্নামের ভয়ে কাঁদি

সুহাইব নামে এক আল্লাহর ওলি রাত্রিজাগরণ করতেন, রাতে মুনাজাতে অনেক কাঁদতেন। অধিক পরিমাণে রাত্রিজাগরণ এবং ক্রন্দনের কারণে কেউ কেউ তাকে তিরস্কারও করত। একবার তার দাসিরা তাকে বলল, সুহাইব, আপনি তো নিজেকে ধ্বংস করে দেবেন। তিনি তখন বললেন, সুহাইবের যখন জান্নাতের কথা স্মরণ হয় তখন তার লোভ সামলাতে পারে না। আর যখন জাহান্নামের কথা স্মরণ হয় তখন ভয়ে তার ঘুম আসে না।

হে আল্লাহ, আপনি পবিত্র। মহিমাময়। আপনি আমাদের সাঠিক পথ দেখান। একাকী নির্জন পথে আপনি আমাদের সঙ্গী হন। আপনি যার পথের পথ-প্রদর্শক হবেন না তার জন্য তো পথ অনেক সঙ্কীর্ণ এবং বিপদসংকুল। আপনি যার পথের সঙ্গী হবেন না তার পথ তো অনেক নির্জন ও ভয়ংকর। সুতরাং হে মাবুদ আপনি আমাদের নির্জন পথে সঙ্গী হয়ে যান। আমাদের সাঠিক পথ দেখান।

হে আল্লাহ, যে অন্তরে আপনার মুহব্বত রয়েছে, তা কতই-না সুখী ও সৌভাগ্যবান। যার অন্তরে আপনার মুহব্বত রয়েছে, তার নিকট আপনার

চিন্তা এবং আপনার অনুভব সকল কিছুই চেয়ে প্রিয় এবং মজাদার। গোপনে মুনাজাতে আপনার সাথে কথা বলার চেয়ে প্রিয় ও মজার কিছু নেই তার কাছে। আর যেই অন্তরে আপনার ভয় রয়েছে সে অন্তর কতই-না সৌভাগ্যবান। আপনার ভয়ের কারণে সে সকল ধরনের নাফরমানি ও অবাধ্যতার কাজ থেকে বিরত থাকে।

প্রিয় ভাই ও বোন! যার আল্লাহ আছে, দুনিয়ার সকল কিছু হারালেও তার কোনো ক্ষতি নেই এবং আল্লাহ তাআলা যার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছেন দুনিয়ার সকলেই তার শত্রু হয়ে গেলেও তার কোনো ভয় নেই।

যে বলেছে সে কতই-না সুন্দর বলেছে।

সৌভাগ্যবান সে, যে আপনার বন্ধুত্ব ও আনুগত্য নিয়ে সকাল করে, যদিও আসক্তির যন্ত্রণা তাকে দন্ধ করে।

যার জন্য আপনি আছেন, দুনিয়ার কোনো কিছু না থাকলেও তার কোনো ক্ষতি নেই। আপনি যার প্রতি সম্ভ্রষ্ট, মানুষ তার প্রতি অসম্ভ্রষ্ট হলেও তার কোনো পরোয়া নেই।

হে আল্লাহ, আপনিই তো অন্তরের যন্ত্রণার উপশম এবং মনের ব্যাধির প্রতিষেধক।

সুতরাং হে ভাই ও বোন! আপনারা বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করুন। আপনাদের মনের কথা গোপনে আল্লাহ তাআলাকে খুলে বলুন। তাঁকে আপনার প্রয়োজনের কথা বলুন। আপনার সুখের কথা বলুন, আপনার দুঃখের কথা বলুন। দুনিয়ার মানুষ যেখানে চাইলে অখুশি হয়, আর না চাইলে খুশি হয়, আর আল্লাহ চাইলে খুশি হন, আর না চাইলে অসম্ভ্রষ্ট হন। সুতরাং আপনি বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার নিকট চান, আল্লাহ তাআলা আপনার দু'আ কবুল করবেন। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত দু'আ কবুলকারী আর কেউ নেই। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ
خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

‘বলো তো কে নিরুপায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য

কোনো উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই চিন্তা-ফিকির
করো।^{৭৬}

দু'আ হলো মুমিনের অস্ত্র। আর অস্ত্র তখনই কার্যকর হয়, যখন তা হয়
মজবুত ও ধারালো, তার ব্যবহারকারী হয় দক্ষ ও শক্তিশালী এবং তার
সামনে থাকে না কোনো বাধা ও প্রতিবন্ধকতা। সুতরাং আল্লাহ তাআলার
সাথে যার সম্পর্ক যত বেশি দু'আর অস্ত্র চালনায় সে তত বেশি শক্তিশালী।
দু'আ কবুলের প্রতিবন্ধকতা হলো হারাম মাল ভক্ষণ করা, আত্মীয়তার
সম্পর্ক ছিন্ন করা, প্রতিবেশীর হক নষ্ট করাসহ আল্লাহ তাআলার প্রতিটি
নাফরমানির কাজ। আর যে দু'আ করা হয় আশা, ভরসা, ভয় এবং কাকুতি-
মিনতির সাথে চোখের অশ্রু ফেলে সেই দু'আ হয় মজবুত ও শক্তিশালী।
সুতরাং যার মধ্যে এই তিনটা বিষয় যত বেশি থাকবে তার দু'আ তত দ্রুত
কবুল হবে। ইনশাআল্লাহ।

সুতরাং তোমরা দু'আর অস্ত্র কার্যকর করার জন্য বেশি বেশি প্রশিক্ষণ নাও।
কারণ শিক্ষা ব্যতীত ইলম নেই, ধৈর্যধারণ ব্যতীত ধৈর্য নেই। সহনশীল
হওয়া ব্যতীত সহনশীলতা নেই।

জান্নাতের দরজাসমূহ কীভাবে খুলবে?

দু'আ-মুনাজাত ও আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতির মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সেই জান্নাতের দরজা খুলে দেন, যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের চেয়ে বড়ো, যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

‘নিশ্চয় খোদাভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নিয়ামতে। তারা উপভোগ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদের দেবেন এবং তিনি জাহান্নামের আজাব থেকে তাদের রক্ষা করবেন।’^{৭৭}

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ

‘তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারা বলবে, আমরা ইতঃপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে ভীত-কম্পিত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা পূর্বেও আল্লাহকে ডাকতাম, তাঁর নিকট দু'আ করতাম। তিনি সৌজন্যশীল, পরম দয়ালু।’^{৭৮}

আল্লামা সাদি রাহিমাল্লাহ বলেন, (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।) অর্থাৎ তারা একে অপরকে তাদের দুনিয়ার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। এরপর তারা জান্নাতের এই নিয়ামত পেয়ে আনন্দ ও খুশিতে একে অপরকে বলতে থাকবে, (قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ) তারা বলবে, আমরা ইতঃপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে ভীত-কম্পিত ছিলাম) অর্থাৎ আমরা দুনিয়াতে ছিলাম ভীত ও শঙ্কিত। আমরা আল্লাহর আজাবের ভয়ে দুনিয়াতে গুনাহ ও

[৭৭] সূরা তুর: ১৭-১৮।

[৭৮] সূরা তুর: ২৫-২৮।

নাফরমানির কাজ ছেড়ে দিয়েছিলাম এবং আমাদের দোষ-ত্রুটিগুলো সংশোধন করে নিয়েছিলাম।

আর এর ফলাফল হলো (فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ) অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।) অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন, নেক কাজ করার তাওফিক দিয়েছেন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেছেন। এরপর তারা তাদের অবস্থা এবং এই সফলতার কারণ নিয়ে আলোচনা করবে যে, (إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ) আমরা পূর্বেও আল্লাহকে ডাকতাম। তিনি সৌজন্যশীল, পরম দয়ালু) অর্থাৎ আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট এই দু'আ ও প্রার্থনা করতাম যে, তিনি যেন আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে জান্নাত দান করেন। সুতরাং তিনি তার দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে জান্নাত দান করেছেন।

প্রিয় ভাই! তাদের এই সফলতা এবং মুক্তির কারণ হলো তারা আখিরাত সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকত, তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করত, তার সামনে হিসাব দেওয়ার বিষয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকত, অনুরূপভাবে তারা তাদের পরিবারের নিকট ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় থাকত, কারণ সেখানে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফেতনা, ধোঁকা ও প্রতারণা। কিন্তু তারা সেই ফেতনা ও ধোঁকায় না পড়ে মহান রবের দরবারে দুই হাত তুলে তাদের প্রয়োজনের কথা, তাদের ভয় ও আশঙ্কার কথা বলত এবং আল্লাহ তাআলার নিকট কাকুতিমিনতি করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাইত এবং জান্নাত কামনা করত। কারণ তারা জানত যে, আল্লাহ তাআলা হলেন দয়ালু, তিনি রহমান ও রহিম। তিনি বান্দার দু'আ শোনেন এবং তা কবুল করেন।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ليس شيء أكرم على الله من الدعاء

‘আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আর চেয়ে প্রিয় এবং সম্মানিত আর কিছু নেই।’^{৭৯}

এক যুদ্ধের ব্যাপারে মুগিরা ইবনু হাবিব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি হলাম তখন আব্দুল্লাহ ইবনু গানেম বললেন, এই তো জান্নাত সুসজ্জিত করা হয়ে গেছে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, এই দুনিয়াতে বুদ্ধিমান লোকেরা থাকার কামনা করতে পারে না। ওয়াহ্লাহি! আমার নিকট যদি শেষরাতে তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত করা, রাতের অন্ধকারে একাকী আল্লাহর সামনে মাটিতে মাথা রেখে সিজদাহ করা এবং নির্জন প্রার্থনায় আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাত চাওয়া ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করা প্রিয় না হত, তাহলে আমি এই দুনিয়া এবং দুনিয়াবাসীদের থেকে পৃথক হওয়া কামনা করতাম। এরপর তিনি তার তরবারির খাপ ভেঙে ফেললেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে জিহাদ করতে করতে শহিদ হলেন। অতঃপর তাকে যখন দাফন করা হলো, তার কবর থেকে মিশকের সুঘ্রাণ বের হতে থাকে।

এর কিছুদিন পর তাকে এক লোক স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল, হে আবু সুরাকা! তোমার কি অবস্থা? তিনি উত্তরে বলেন, ভালো, অনেক ভালো। লোকটি আবার তাকে প্রশ্ন করল তুমি এখন কোথায় আছ? সে বলল, জান্নাতে। লোকটি আবার তাকে প্রশ্ন করল, কীসের বিনিময়ে? সে বলল, আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, দীর্ঘ তাহাজ্জুদ, রোজা রেখে পিপাসায় গলা শুকানো এবং অধিক দু'আর কারণে।

এরপর সে আবার তাকে প্রশ্ন করল, আপনার কবর থেকে যে সুঘ্রাণ বের হচ্ছে তা কীসের? সে বলল, এটা হলো কুরআন তেলাওয়াত এবং রোজায় পিপাসিত থাকার ঘ্রাণ। লোকটি এবার তাকে বলল, আমাকে কিছু নসিহত করুন! সে বলল, তোমাকে সকল কল্যাণকর কাজের নসিহত করছি।

এরপর লোকটি আবারো তাকে বলল, আমাকে কিছু নসিহত করুন। সে বলল, তুমি নিজের জন্য নেকি অর্জন করো। একটি রাতও যেন তোমার আল্লাহর দরবারে দু'আ-মুনাজাত থেকে খালি না যায়। আমি আবরারদেরকে দেখেছি তারা পুণ্যের বিনিময় পুণ্য পেয়েছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন,

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (২২) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (২৩) تَعْرِفُ فِي
وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النِّعَمِ (২৪) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (২৫) خِتَامُهُ

مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (২৬) وَمِرَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ

(২৭) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ

নিশ্চয় সৎলোকগণ থাকবে পরম আরামে, সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে। আপনি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবেন। তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। তার মোহর হবে কস্তুরী। এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। তার মিশ্রণ হবে তসনিমের পানি। এটা একটা ঝরনা, যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ।^{৮০}

সুতরাং হে ভাই! তুমি যদি তাদের মতো হতে চাও, তাহলে তোমাকে বেশি বেশি মহান আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ-ইস্তেগফার করতে হবে। তার নিকট জান্নাত চাইতে হবে, জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করতে হবে। যেমন জান্নাতিরা পরস্পর আলাপকালে বলবে,

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (২৬) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا

عَذَابَ السَّمُومِ (২৭) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ
‘আমরা ইতঃপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে ভীত-কম্পিত ছিলাম।
অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং
আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা
পূর্বেও আল্লাহকে ডাকতাম। তিনি সৌজন্যশীল, পরম
দয়ালু।’^{৮১}

তুমি আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করে বলবে, হে আল্লাহ, আমি একজন
ভিখারির ন্যায় আপনার দরবারে এসেছি। আপনি আমার প্রতি দয়া করুন।
আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার রহমতের ছায়াতলে আমাকে আশ্রয় দিন।
আমাকে বঞ্চিতদের কাতারে ফেলবেন না।

[৮০] সূরা মুতাফফিন: ২২-২৮।

[৮১] সূরা তুর: ২৬-২৮।

হে আল্লাহ, আপনি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাত দান করুন।
হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে নেককার, সালেহিন, সাদেকিন এবং
শুহাদাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

হ্যাঁ, তুমি এভাবে আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করতে থাকো। ইনশাআল্লাহ
তিনি তোমার দু'আ কবুল করবেন।

সবচেয়ে মধুর ও সুন্দর সময়

সবচেয়ে সুন্দর ও মধুর সময় হলো—দু'আ কবুলের সময়। দু'আ কবুলের
অনেকগুলো সময় রয়েছে, নিম্নে তার থেকে কয়েকটি উল্লেখ করছি—

১. আজানের সময়।
২. আজান এবং ইকামতের মাঝামাঝি সময়।
৩. পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর।
৪. জুমআর দিন ইমাম যখন মিম্বারে আরোহণ করে, তারপর থেকে
নামাজ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত সময়।
৫. জুমআর দিন আসরের পর।
৬. আর দু'আ কবুলের সবচেয়ে উত্তম সময় হলো রাতের শেষ
তৃতীয়াংশ। রাতের শেষ প্রহরে মহান প্রতিপালক আল্লাহ রাসুল
আলামিন প্রথম আসমানে নেমে আসেন এবং বান্দাকে উদ্দেশ্য করে
ডাকতে থাকেন এবং তাদেরকে দু'আ করতে বলেন, যেমন হাদিস
শরিফে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ " يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا
حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ
مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

‘আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহামহিম আল্লাহ তাআলা
প্রতি রাতে, রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে
নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন,

কে আছ এমন যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছ এমন যে আমার কাছে চাইবে? আমি তাকে তা দেব। কে আছ এমন যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব।^{৮২}

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন,

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

‘এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারীগণ।’^{৮৩}

আহমদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ এর জুহুদ নামক কিতাবে এসেছে। দাউদ আ. জিবরাইল আ.-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে জিবরাইল, রাতের কোন অংশ উত্তম? এর উত্তরে জিবরাইল আ. বলেন, আমি জানি না। তবে রাতের শেষ অংশে আল্লাহর আরশ কাঁপতে থাকে।

কবি বলেন,

قلت لليل هل في جوفك سر.. عامر بالحديث والاسرار

قال لم الق في حياتي حديثا.. كحديث الاحباب في الاسحار

‘আমি রাতকে বললাম, তোমার মধ্যে কি গুরুত্বপূর্ণ কোনো গোপন কথা লুক্কায়িত আছে?’

সে বলল, শেষরাতে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কথার মতো এত উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি জীবনে শুনি নি।

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাত্রিকালে এমন একটি সময় রয়েছে যখন কোনো মুসলমান ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দুনিয়া-আখিরাতের কোনো কল্যাণের প্রার্থনা করা অবস্থায় যদি সময়টির আনুকূল্য পায়; তবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা দান করবেন। আর এটা রয়েছে প্রতি রাতেই।^{৮৪}

[৮২] সহিহ বুখারি: ১০৭৯।

[৮৩] সূরা আল ইমরান: ১৭।

[৮৪] সহিহ মুসলিম: ১৬৪৩।

এক আবেদ শেষ রাতে আল্লাহ তাআলার দরবারে দু'আ করে বলতেন, হে আমার মাবুদ! আমার অন্তরের সবচেয়ে মধুর ও মজার কল্পনা হলো, তোমার কল্পনা এবং তোমার সাথে মিলনের বাসনা। আমার জ্বানের সবচেয়ে মিষ্ট ও মধুর কথা হলো তোমার প্রশংসা। হে আল্লাহ, এই নিশুতি রাতে পৃথিবীর সকল রাজা-বাদশাহদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের দরজার সামনে প্রহরীরা প্রহরায় রয়েছে। কিন্তু হে প্রভু! তোমার দরজা তো খোলা রয়েছে প্রার্থনাকারীদের জন্য। মানুষের চক্ষু ঘুমিয়ে পড়েছে, তারকারাজি স্তমিত হচ্ছে কিন্তু তোমার চোখ কখনো ঘুমায় না। তুমি চিরঞ্জীব হে প্রভু! তুমি আদি ও অনন্ত।

আরেক আবেদ বারবার এই দু'আ করতেন, হে মাবুদ! বিছানাসমূহ বিছানো হয়েছে, প্রেমিকরা তাদের প্রেমাস্পদের সাথে মিলিত হয়েছে। হে মাবুদ! তুমি তো তাহাজ্জুদ আদায়কারীদের প্রেমাস্পদ, তুমি একাকী রাত্রি জাগরণকারীদের বন্ধু।

হে প্রভু, আমাকে যদি তোমার দরবার থেকে তাড়িয়ে দাও, তাহলে আমি কার দরবারে গিয়ে আশ্রয় নেব? হে আল্লাহ! তুমি যদি আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো, তাহলে আমি কার সাথে সম্পর্ক রাখব?

হে আল্লাহ, আপনি যদি আমাকে শাস্তি দেন, তাহলে আমি তো শাস্তিরই উপযুক্ত। আর যদি আমাকে ক্ষমা করেন, নিশ্চয় আপনি মহান দয়ালু।

হে আল্লাহ, আরেফিনরা আপনার জন্য নিবেদিত হয়েছে, আপনার দয়ায় সালেহিনরা নাজাত পেয়েছে, আপনার রহমতে অক্ষম ব্যক্তিরাত্তাও নৈকট্যশীল হয়েছে। সুতরাং হে সুন্দর ক্ষমাশীল! আপনার ক্ষমার শীতলতায় আমাকে সিক্ত ও তৃপ্ত করুন, যদিও আমি এর উপযুক্ত নই। বরং আপনি হলেন ক্ষমাকারী এবং দয়ালু প্রভু।

‘সফল ওই ব্যক্তি, মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে সে তখন জেগে জেগে মহান রবের তাসবিহ জপে। প্রবৃত্তির তাড়নাকে পাজরের মাঝে দাফন করে।

একধরনের একাগ্রতা এবং তন্ময়তায় আচ্ছন্ন হয়ে আল্লাহর জিকির করে দুই নয়নের অশ্রু ফেলে। হ্যাঁ, অচিরেই এই অশ্রুগুলো সুগন্ধি হয়ে সুঘ্রাণ ছড়াবে।’

সুতরাং হে ভাই ও বোন! দয়াময় আল্লাহর প্রেমিকরা কোথায়? কোথায় আজ জান্নাতের অব্বেষণকারীরা? হে রাতের শেষ প্রহরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদ দু'আর মহিমা | ৯৪

আদায়কারী এবং মহান রবের নিকট দু'আ ও ইস্তেগফারকারীরা! তোমরা ঘুমে ডুবে থাকা লোকগুলোর জন্য একটু শাফায়াত করো। তাদের জন্য মহান রবের নিকট দু'আ করো। হে জাফ্রত হৃদয়ের অধীকারীরা! তোমরা মৃত হৃদয়গুলোর ওপর রহম করো।

চিরকুটের লেখাগুলো

মালেক ইবনে দিনার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এক রাতে জ্বরের কারণে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে আমি ঘুমিয়ে যাই। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলাম, অত্যন্ত সুন্দরী একজন রমণী একটি চিরকুট হাতে নিয়ে আমার কাছে এসে বলল, আপনি কি ভালোভাবে পড়তে জানেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন সে কাগজের টুকরোটা আমার দিকে এগিয়ে দিলো। আমি তা খুলে দেখলাম তাতে লেখা আছে, 'তুমি কি দুনিয়ার আরাম-আয়েশ এবং কাল্পনিক আশার কারণে জান্নাতের যুবতি হৃদয়ের কথা ভুলে গেলে? সেখানে তোমার কোনো মৃত্যু নেই, তুমি সেখানে চিরকাল থাকবে এবং জান্নাতি হৃদয়ের সাথে আনন্দ করবে। সুতরাং তুমি ঘুম থেকে ওঠো, নিশ্চয় তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুরআন তেলাওয়াত করা, নরম বিছানায় ঘুমানোর চেয়ে অনেক উত্তম।'

ইবনুল কাইয়ুম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ওই ব্যক্তির অবস্থা কতই-না আশ্চর্যজনক, যে এই ধ্বংসশীল অস্থায়ী জীবনকে চিরস্থায়ী জীবনের ওপর প্রাধান্য দেয়। আসমান ও জমিনের চেয়ে প্রশস্ত জান্নাতকে বিক্রি করে দেয় এই সংকীর্ণ দুনিয়া নামক মানব-জেলখানার বিনিময়ে। আশ্চর্য! মানুষ কীভাবে জান্নাতের কথা জেনেও রাতে ঘুমোতে যায়! মানুষ কীভাবে জান্নাতের হৃদয়ের কথা শুনেও তাদের মোহর প্রস্তুত করা ছেড়ে দেয়? জান্নাত এবং জান্নাতের এমন নিয়ামতরাজির কথা শুনে কীভাবে মানুষ দুনিয়ার তুচ্ছ ও হারাম মজায় ডুবে থাকতে পারে?

সুতরাং ভাই আমার, তুমি কীভাবে ওই সময়ের ব্যাপারে গাফেল ও উদাসীন থাকতে পারো যখন আমাদের পরম দয়ালু রব দুনিয়ার আসমানে এসে আমাদের ডেকে ডেকে বলতে থাকেন, কে আছ এমন যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছ এমন যে আমার কাছে চাইবে? আমি

তাকে তা দেব। কে আছে এমন যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব।^{৮৫}

প্রিয় ভাই! আল্লাহর শপথ করে বলছি, অভাবী এবং গুনাহগাররা যদি শেষ রাতে উঠে আল্লাহ তাআলার দরবারে কিছু চায়, আল্লাহ তাআলার সামনে তাদের প্রয়োজনের তালিকা তুলে ধরে, তারা আল্লাহ তাআলার সামনে দু-চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে তাওবা ইস্তেগফার করে, তাহলে অবশ্যই তাদের প্রয়োজন মহান রব পূরণ করে দেবেন।

আল্লাহর শপথ করে বলছি, তুমি যদি শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদে তেলাওয়াত ও দু'আ-মুনাজাতে অভ্যস্ত হতে পারো, তাহলে তোমার মধ্য থেকে দুনিয়ার নেশা কেটে যাবে এবং আখিরাত অর্জনের নেশা সৃষ্টি হবে।

এ অস্ত্র যেভাবে ব্যর্থ হয়

এমন অব্যর্থ অস্ত্রও কি কখনো ব্যর্থ হয়? আল্লাহ তাআলাও কি কখনো বান্দার দু'আ কবুল না করে ফিরিয়ে দেন? হ্যাঁ! অনেকগুলো কারণে এই অব্যর্থ অস্ত্রও ব্যর্থ হয়। আল্লাহ তাআলা বান্দার দু'আ কবুল না করে ফিরিয়ে দেন। নিম্নে একটি একটি করে সে কারণগুলো উল্লেখ করা হলো—

- ১) মানুষ যখন আমার বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার (তথা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ) ছেড়ে দেয় তখন এই অস্ত্র ব্যর্থ হয়, সে তার কার্যকারিতা হারায় এবং আল্লাহ তাআলা বান্দার দু'আ ফিরিয়ে দেন। হাদিস শরিফে এসেছে, হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ওই সত্তার কসম করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করবে। (যদি না করো) তাহলে আল্লাহ তাআলা হয়তো এজন্য তোমাদের ওপর শাস্তি প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা দু'আ করবে কিন্তু তিনি তোমাদের দু'আ কবুল করবেন না।'^{৮৬}

সুতরাং হে ভাই ও বোন, আসুন একবার নিজেরাই নিজেদেরকে প্রশ্ন করে দেখি যে, আমরা কি আমার বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার করি, মানুষকে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করি? আমাদের উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ। আর যদি না হয়, তাহলে আমাদের দু'আ কীভাবে কবুল হবে? এবং আল্লাহ তাআলা আমাদের দু'আ কেন কবুল করবেন? যখন আমরা নিজেরাই দু'আ কবুলের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছি।

- ২) মানুষ যখন হারাম খাবার গ্রহণ করবে, তখন তার এই অব্যর্থ অস্ত্র অকেজো হবে। মহান রবের দরবারে তার দু'আ পৌঁছবে না এবং তা কবুলও হবে না। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পবিত্র, তিনি কেবল পবিত্র জিনিসই কবুল করে থাকেন। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ওই কাজই করার হুকুম দিয়েছেন যা করার হুকুম তিনি রাসুলদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে রাসুলগণ! পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং নেক আমল করুন। আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, হে মুমিনগণ! আমরা তোমাদের যে পবিত্র জীবিকা দান করেছি তা থেকে আহার করো।

তারপর তিনি (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে ব্যক্তি দীর্ঘ সফরের কারণে তার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে ও কাপড় ধুলোবালিতে ময়লা হয়ে আছে। অতঃপর সে নিজের দুই হাত আকাশের দিকে তুলে ধরে ও বলে, হে রব! হে রব! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, সে হারামভাবে লালিত-পালিত হয়েছে; এ অবস্থায় কেমন করে তার দু'আ কবুল হতে পারে।^{৮৭}

(৩) মানুষের মধ্যে যখন গুনাহ, প্রতারণা, লোক-ঠকানো, অশ্লীলতা, জিনা-ব্যভিচার বেড়ে যাবে তখন এই অস্ত্র অকেজো হয়ে যাবে এবং তা আল্লাহ তাআলার দরবারে পৌঁছতে ব্যর্থ হবে। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন ওজন ও পরিমাপে কম দেবে, আল্লাহ তাআলা

তখন তাদের ওপর বৃষ্টি বন্ধ করে দেবেন। কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন যিনা-ব্যভিচার প্রকাশ পাবে, তখন তাদের মধ্যে মৃত্যু (কঠিন কোনো রোগ যা মৃত্যুর কারণ হবে) ছড়িয়ে পড়বে। কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন সুদ প্রকাশ পাবে, আল্লাহ তাআলা তখন তাদের ওপর পাগলামির বিস্তার ঘটাবেন। আর যে সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড প্রকাশ পাবে, একজন অপরজনকে কোনো কারণ ছাড়াই হত্যা করবে, আল্লাহ তাআলা তখন তাদের ওপর তাদের শত্রুদেরকে চাপিয়ে দেবেন। আর যে সম্প্রদায়ের মধ্যে লুত সম্প্রদায়ে কর্মকাণ্ড (সমকামিতা) প্রকাশ পাবে, তখন তাদের মধ্যে ভূমিধস এবং ভূমিকম্প প্রকাশ পাবে। মানুষ যখন আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার ছেড়ে দেয় তখন তাদের আমল কবুল হয় না এবং তাদের দু'আ কবুল হয় না।^{৮৮}

এ সকল লোকের ব্যাপারে ইয়াহইয়া ইবনু মুআজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এরা কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদের নামাজের ওপর ঘুমকে প্রাধান্য দেয়। জিহাদের ওপর বাড়িতে স্বস্তিতে বসে থাকাকে প্রাধান্য দেয়।

(৪) মানুষ যখন শেষরাতে ইস্তেগফার করা ছেড়ে দেয়, তখন তাদের দু'আর অস্ত্র অকেজো হয়ে যায়। তাদের দু'আ কবুল হয় না।

(৫) মানুষ যখন রাতের ইবাদত এবং দিনের জিহাদ ছেড়ে দেবে তখন দু'আর অস্ত্র ভোঁতা হয়ে যাবে। তাদের দু'আ আর কবুল হবে না।

শেষ কথা

প্রিয় ভাই ও বোন ! তোমরা যারা বিশ্বাস করো যে, এই পৃথিবী তোমাদের আসল ঠিকানা নয়, এরপর তথা মৃত্যুর পর শুরু হবে তোমাদের আসল জীবন। যেই জীবনের শুরু আছে কিন্তু তার শেষ নেই। সেখানের সুখই হলো আসল সুখ। আর সেখানের দুঃখ হলো আসল দুঃখ। তারা যেন শেষরাতে বিছানা ছেড়ে উঠে আশা ও ভয় নিয়ে মহান রবের সামনে দাঁড়ায় এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করে। সে যেন তার মহান রবের ওই ডাকে সাড়া দেয় যখন তিনি প্রথম আসমানে এসে বান্দাদের ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য ডাকতে থাকেন।

ওইসকল লোক কতই-না সৌভাগ্যবান যারা দুনিয়া ছেড়ে আখিরাতকে গ্রহণ করেছে এবং চেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে আখিরাতকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দিয়েছে। তারা দিনে রোজা রেখে আত্মাকে কষ্ট দেয়, আর রাত্রিতে তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে পা ফুলায়।

ওইসকল লোক কতই না ভাগ্যবান, যারা দুনিয়ার খারাবি ও দোষ-ত্রুটিগুলো দেখতে পায় এবং সেগুলো এড়িয়ে চলে। জাহান্নাম ও ধ্বংসের পথ দেখে তা থেকে পালিয়ে বেড়ায়। তারা সুখ ও শান্তির খোঁজে জান্নাতের পথে চলে। গভীর রাতে আরামের বিছানা ছেড়ে তাহাজ্জুদে তেলাওয়াত করে, দু-হাত তুলে রবের দরবারে দু-চোখের অশ্রু নিবেদন করে। দিনের বেলায় রোজা রেখে প্রবৃত্তি ও পাকস্থলিকে ক্লান্ত করে। তারা হারাম দৃষ্টি এবং হারাম কথা থেকে চোখ ও মুখকে হেফাজত রাখে।

হে আমার রব! আপনার নিকট এমন শরীর থেকে পানাহ চাই, যে দেহ আপনার সামনে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয় না। আপনার কাছে এমন হৃদয় থেকে পানাহ চাই, যে হৃদয় আপনার সাথে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখে না। এমন দু'আ থেকে আপনার নিকট পানাহ চাই, যে দু'আ আপনার নিকট পৌঁছে না। এমন চোখ থেকে আপনার নিকট পানাহ চাই, যে চোখ আপনার জন্য বা আপনার ভয়ে কাঁদে না।

হে আমার রব! আপনি পবিত্র, আপনি মহান। অন্ধকার রাতের নির্জনতায় নেককার বান্দারা আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, সমুদ্রের তলদেশ থেকে মাছেরা আপনার জিকির করে। হে আমার প্রতিপালক, আপনি পবিত্র এবং মহিমাময়, রাত-দিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, নদী-নালা, পাহাড়-সাগর

সবকিছুই আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং আপনাকে সিজদাহ করে।

হে আমার রব, আমরা আপনার সন্তুষ্টি কামনা করি এবং আপনার নিকট জান্নাত ভিক্ষা চাই। আমরা আপনার ক্রোধ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই। আপনি আমাদের নিকট ইমানকে প্রিয় করে দিন এবং দ্বীনের প্রতিটি বিষয়ের মুহক্বত আমাদের অন্তরে গেঁথে দিন।

হে আমার রব, আপনি কুফর, ফুসুক এবং অবাধ্যতাকে আমাদের অন্তরে ঘৃণিত ও অপছন্দনীয় করে দিন।

হে আমার রব, আপনি আমাদেরকে পূর্ণ ইমান এবং সত্য ইয়াকিন দান করুন। আমাদেরকে খুশখুজুর সাথে সালাত আদায় করার তাওফিক দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের রিজিককে হালাল এবং প্রশস্ত করে দিন। প্রতিটি বিষয়ে আপনি আমাদের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান। এক মুহূর্তের জন্যও আপনি আমাদের দায়িত্ব আমাদের হাতে ছেড়ে দেবেন না। হে আমার রব, আপনি আমাদের দু'আকে কবুল করুন। আমিন।

দু'আর মহিমা

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়না যে তির

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিহিতে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।^{৮৯}

এটা রামাদানের দু'আর শুরুত্বের প্রতি আপনাকে আরো যত্নশীল হতে উৎসাহিত করবে। আন্তরিক এবং একনিষ্ঠ দু'আ যে কতটা শক্তিশালী ও সুন্দর হতে পারে সেটা অনেক সময় আমরা বুঝতেই পারি না।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রায়ই বলতেন, 'আমার দু'আ কবুল হচ্ছে কি না সেটা নিয়ে আমি চিন্তিত নই। আমি চিন্তিত দু'আ করার তাওফিক পাব কি না সেটা নিয়ে।'

বান্দা যখন আল্লাহর কাছে দু'আ করে তখন সে তার দুঃখ-কষ্ট, চাওয়া-পাওয়া আর অভিযোগকে আল্লাহর কাছে উপস্থাপন করে, আর স্বয়ং আল্লাহই সেই চাওয়া-পাওয়া দুঃখ কষ্টকে দেখেন।

আপনি কি লক্ষ করেছেন যে, কুরআন শুরু হয়েছে দু'আর মাধ্যমে এবং শেষও হয়েছে আল্লাহর নিকট দু'আ করার মধ্য দিয়ে। শুরু হয়েছে আল ফাতিহায়। আর আল ফাতিহা হলো কুরআনের সবচেয়ে বিস্ময়কর সুন্দর দু'আয় সাজানো সুরাগুলোর মধ্যে অন্যতম। যেমন, "তুমি আমাদের সরল পথের রাস্তা দেখাও"। আর কুরআন শেষ হয়েছে সুরা নাস এর মধ্য দিয়ে বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের ওপর তার অনিষ্ট থেকে যে আত্মগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জিনের মধ্য থেকে ও মানুষের মধ্য থেকে।

[৮৯] সুরা বাকারাহ: ১৮৬।

ইমাম আল আওজায়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, একবার লোকজন বৃষ্টির জন্য 'সালাতুল ইস্তিসকা' আদায়ের জন্য সমবেত হলো। বেলাল ইবনু সাদ সেখানে একটি বক্তব্য পেশ করলেন। বিলাল ইবনু সাদ উঠে দাঁড়ালেন। আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর মহিমা ঘোষণা করলেন এবং লোকজনকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা যারা এখানে জড়ো হয়েছ তোমরা কি তোমাদের গুনাহের কথা স্বীকার করছ?' সবাই জবাব দিলো, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী তারা যা বলেছে।' আল্লাহ বলেন, 'সং লোকের প্রতি কোনো প্রকার অভিযোগ নেই।'^{১০}

আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি হে আল্লাহ! আপনার ক্ষমা কি তবে তাদের ছাড়া অন্য কারো জন্য হবে? যারা তাদের ভুল স্বীকার করে? আমাদের ক্ষমা করুন আল্লাহ। আমাদের ওপর রহম করুন। তিনি তার দুই হাত তুললেন আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং বৃষ্টি না নামা পর্যন্ত হাত নামালেন না। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করলেন।

যিনি অবিরাম বর্ষণসহ তাঁর রহমতের দরজাগুলো খুলে দিতে পারেন। তিনি আপনাকে আপনার পছন্দমতো জীবনসঙ্গীও দিতে পারেন, যদি আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করেন। তিনি আপনার জীবনের হারানো শান্তি ফিরিয়ে দিতে পারেন যদি আপনি দু'আ করেন। আপনার দাম্পত্যজীবনের শান্তি কি হারিয়ে গেছে? এখনি আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন, তাঁর নিকট দু'আ করুন। আপনার স্বামীর মনের ওপর যতটুকু তার নিজের ক্ষমতা মহান আল্লাহর ক্ষমতা কি তার থেকে বেশি নয়? আপনার স্ত্রীর মনের ওপর আপনার স্ত্রীর চেয়ে মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ কি বেশি নয়?

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

'জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে
অন্তরায় হয়ে যান।'^{১১}

আল্লাহর কাছে প্রার্থনাকারী ব্যক্তিটি যে কেউ হতে পারে। এমন কথা বলবেন না যে, আমি তো অনেক গুনাহ করে ফেলেছি। আল্লাহ কি আমার দু'আ

[১০] সূরা তাওবা: ৯১।

[১১] সূরা আনফাল: ২৪।

কবুল করবেন? হ্যাঁ, আপনাকে আপনার গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে।
সাথে সাথে দু'আও করতে হবে। আপনার হতাশ হলে চলবে না

স্বচ্ছ হৃদয়ের ডাক

আতা আস সুলামি বলেন, আমাদের এলাকায় একবার বেশ কয়েকদিন যাবত
বৃষ্টি হচ্ছিল না। বৃষ্টি না হওয়ার কারণে আমাদের অনেক কষ্ট হচ্ছিল।
একদিন আমরা আমাদের নেতার আদেশে 'সালাতুল ইস্তিসকা' আদায় করতে
গেলাম। যাওয়ার সময় সরু রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একজন লোকের সাথে দেখা
হলো। লোকটি আতা আস সুলামিকে চিনতে পেরে জিজ্ঞেস করলেন, এটাই
কি কিয়ামতের দিন? এটাই কি সেই দিন? যেই দিনের ব্যাপারে আল্লাহ
তাআলা বলেছেন,

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ

‘সে কি জানে না, যখন কবরে যা আছে তা উন্মিত হবে।’^{৯২}

আসলে লোকটি সেদিন মানুষের এতো বিশাল সমাবেশ দেখেছিলেন। যা
তিনি আগে কখনো দেখেননি। আতা আস সুলামি বললেন, ‘না আমরা
বৃষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করতে যাচ্ছি।’ লোকটি বলল, ‘দুনিয়ার
মাঝে ডুবে থাকা হৃদয় নিয়ে আল্লাহর দরবারে দু'আ করবেন? নাকি আল্লাহর
প্রতি আনুগত্যশীল হৃদয় নিয়ে আল্লাহর দরবারে দু'আ করবেন?’ আতা আস
সুলামি বললেন, ‘ইনশাআল্লাহ ইমানদারদের হৃদয় নিয়ে আমরা দু'আ
করব।’ অতপর মসজিদে পৌঁছানোর পূর্বেই লোকটি আল্লাহর নিকট দু'আ
করলেন। এরপর আমাদের কারো গন্তব্য পৌঁছানোর আগেই বিদ্যুৎ চমকতে
শুরু করল এবং বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল। খাঁটি মনে আল্লাহর কাছে দু'আ
করলে, আল্লাহ তায়ালা দু'আ কবুল করে নেন। তাই পরিশুদ্ধময় হৃদয় দিয়ে
আল্লাহকে ডাকতে হবে।

মাজলুমের দু'আ কখনো ফিরে আসে না

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত প্রিয় একজন সাহাবি। দুনিয়াতে থেকেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবিদের একজন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে কুফার গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন। এক লোক এই মহান সাহাবির বিরুদ্ধে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট তিনটি অভিযোগ করে তাকে প্রতারক বলেছিল। লোকটি বলেছিল, তিনি এমন এক কাপুরুষ, যে জিহাদে অংশগ্রহণ করে না। অর্থাৎ তিনি লোকজনকে জিহাদে পাঠাতেন কিন্তু নিজে যেতেন না। দ্বিতীয় তিনি ঠিক মত নামাজ আদায় করেন না। এবং তৃতীয় অভিযোগটি ছিল যে, তিনি মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার করেন না।

যদিও সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন অত্যন্ত বড় মাপের সাহাবি ছিলেন, তবুও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকটির অভিযোগটিকে আমলে নিলেন এবং সেটা তদন্ত করলেন এবং লোকটির সকল অভিযোগ মিথ্যা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল।

এই ঘটনায় সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু মনের মধ্যে কিছুটা আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করে বলেছিলেন, যে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, আর সেটা যদি কোন লোভের কারণে হয়ে থাকে, তবে তুমি তাকে দীর্ঘ দরিদ্রতার একটি জীবন দাও এবং তাকে তুমি ফিতনার মুখে ঠেলে দাও। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দু'আকে কবুল করে নিলেন। (এ হাদিসের সনদের একজন) রাবী আব্দুল মালেক ইবনু উবায়ের বলেছেন, এরপর আমি লোকটিকে বৃদ্ধ অবস্থাতে অলিতে-গলিতে মহিলাদের উত্যক্ত করতে এবং হারামে লিপ্ত থাকতে দেখেছি। যখন তাকে আমি তার এ অবস্থার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম দেখেছি। যখন তাকে আমি তার এ অবস্থার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম তখন সে বলল, আমি একজন পথভ্রষ্ট বৃদ্ধ। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর দু'আর কারণে আজ আমার এই করুণ অবস্থা।

দু'আর ফলে..

একবার বাগদাদের জনসাধারণ খলিফা আল মুতাসিমের কাছে অভিযোগ নিয়ে গিয়েছিল। মুতাসিম তার সেনাবাহিনীতে তুর্কি সেনাদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। যারা পুরো বাগদাদে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা ছিল কঠোর প্রকৃতির। সাধারণ জনসাধারণদের অনেক নির্যাতন করত তারা। বাগদাদের লোকজন তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুতাসিমের নিকট একজন প্রতিনিধি পাঠাল। এই প্রতিনিধি ছিল একজন আলেম ইমাম ও শায়েখ। যখন তিনি আল মুতাসিমের নিকট গিয়ে বললেন, আপনার সৈন্যদের দমন করুন তা না হলে আমরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। মুতাসিম হেসে বললেন, তুমি আমার বিরুদ্ধে লড়তে চাও? অথচ আমার নিকট ৮০ হাজার সশস্ত্র সৈন্য আছে। প্রতিনিধি বলেছিল, হ্যাঁ আমরা আপনার বিরুদ্ধে রাত্রিবেলার তির দিয়ে লড়ব। (সালাতুল তাহাজ্জুদকে বলা হয় রাত্রিবেলার তির।) মুতাসিম একজন অত্যাচারী শাসক হওয়া সত্ত্বেও তিনি বলেছিলেন, আমি এ ভয়ংকর তিরের মুখোমুখি হতে পারব না। মুতাসিম বাগদাদ থেকে সামারা চলে গেল। মুতাসিম ছিল ওইসব জালিমদের মধ্যে অন্যতম যারা আহমদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহকে অত্যাচার করেছিল। কিন্তু এত ক্ষমতা ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও মুতাসিম জানত যে, লোকেরা তাকে যেই অস্ত্রের ভয় দেখিয়েছে, তাকে প্রতিহত করার কোন শক্তি তার নেই।

সে একজন শক্তিশালী ও জালিম বাদশাহ হয়েও বুঝতে পেরেছিল যে, আল্লাহর নিকট তার বান্দার দু'আ কত শক্তিশালী আর ধারালো অস্ত্র।

এই তির অত্যাচার নির্যাতনের কতশত মেঘ আকাশ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল, কত অত্যাচারীকে ধ্বংস করেছিল, কত অত্যাচারী শাসককে প্রতিহত করেছিল। হাজ্জাজ কর্তৃক সাইদ ইবনু আল মুসাইবকে হত্যার খবর যখন হাসান বসরির কাছে পৌঁছালো তিনি তার দু-হাত তুলে হাজ্জাজকে বদদু'আ করলেন। এই দু'আর পর হাজ্জাজ আর এক দিনও বেঁচেছিল না।

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মজলুম এর দু'আকে ভয় করো যদি সে কাফিরও হয়। কারণ তার দু'আ এবং আল্লাহ তাআলার মাঝে কোনো পার্থক্য থাকে না'।

একজন কাফিরের ক্ষেত্রে যদি এটা প্রযোজ্য হয়। তাহলে চিন্তা করুন তো, একজন মুজাহিদের কথা, যার কপাল আল্লাহর প্রতি নত হয়, তার দু'আর ফল কি হতে পারে?

জালিম নেতার ভয়ংকর পরিণতি

আব্বাসী খিলাফতের সময়ে ১৯৬ হিজরিতে আব্দুল্লাহ ইবনু আখলাব নামে আফ্রিকায় একজন নেতা ছিল। যে ছিল একজন অহংকারী ও স্বৈরাচারী শাসক। তিনি মন্দ স্বভাবের লোক ছিল। ওই সময়ে আফ্রিকায় হাফস ইবনু হুমাইদ নামে একজন বড় ইমাম ছিলেন। তিনি নেতার কাছে গেলেন এবং বললেন, আল্লাহকে ভয় করুন। আপনার যৌবন ও চেহারার প্রতি একটু দয়া করুন। (সুন্দর চেহারা এবং শারিরিক গঠন এবং শক্তির জন্য মানুষের কাছে তার একটা সুনাম ছিল।) আপনি অত্যাধিক কর আরোপ করা বন্ধ করুন এবং কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত করুন। এরপর সে আগের চেয়ে আরো বেশী অহংকারী এবং উদ্ধত হয়ে পড়ল। মানুষের প্রতি অত্যাচার করা এবং করের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিলো। শায়েখ হাফস ইবনু হুমাইদ জনসাধারণের নিকট ফিরে এসে বললেন, আমি সেই নেতার প্রতি হতাশ হলাম কিন্তু আমি আল্লাহর রহমতের প্রতি হতাশ নই। আজকে এশা থেকে ফজর পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকে দু'আ করব। আজকে এশা থেকে ফজর পর্যন্ত জিহ্বার জড়তা দূর করে ফেলব। মানুষজন তাদের মসজিদ এবং তাদের বাড়িতে জড়ো হতে লাগল। সবাই ওজু করে এশা থেকে ফজর পর্যন্ত দু'আ করল। হে আল্লাহ! তুমি তাকে ধ্বংস করে দাও। তার অত্যাচার থেকে আমাদের রক্ষা করো।

এরপর হঠাৎ সে নেতার কানের নিচে একটি টিউমার বা দাগের মতো দেখা গেল। তার শরীরের রং পরিবর্তন হয়ে গেল। সে দেখতে কালো ছিল। ধীরে ধীরে শরীরের রং পরিবর্তন হয়ে পচা সাদা রং হয়ে গেল। সে দেখতে খুব শক্তিশালী ও সুদর্শন ছিল, কিন্তু আল্লাহ তার সব নিয়ে নিলেন। মহান রব গ্রামবাসীর দু'আকে কবুল করে নেতাকে এই দুনিয়ার ভিক্ষুক বানিয়ে দিলেন।

দু'আ কবুলের ঘটনা

সুলতান সালাহ উদ্দিন ৫৮৯ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর মুসলিম বিশ্ব দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটা অংশ তার পুত্রদের হাতে চলে যায় আর বাকি অংশ তার ভাইদের হাতে। তাদের প্রত্যেকেই নেতা হতে চেয়েছিল। মিশরের অংশ গিয়েছিল সুলতান সালাহ উদ্দিনের পুত্র আজিজ এর নিকট। তার বন্ধুরা ছিল জাহমিয়াহ। (যারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলিকে অবিশ্বাস করত এবং তাকদিরের প্রতি তাদের বিশ্বাস ছিল ভ্রষ্টাপূর্ণ।) জাহমিয়ারা তাকে হকপস্থি হাম্বলি মাজহাবের অনুসারি আলেমদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত করেছিল। এই আলেমগণ ছিলেন সঠিক সুন্নাহর অনুসারী। তারা মানুষদের কুরআন এবং সুন্নাহর সঠিক পথে চলার জন্য দাওয়াত দিতেন।

ফলে সাধারণ মানুষ এসকল আলেমদের অনুসরণ করতো এবং তাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতো। কিন্তু জাহমিয়াহদের এটা সহ্য হলো না, তারা চাচ্ছিল মানুষ তাদের অনুসরণ করুক। আর এজন্য তারা বাদশাহর সাথে তাদের বন্ধুত্বকে কাজে লাগাল। তারা বাদশাহর নিকট হকপস্থি আলেমদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করলো এবং মিশরে তাদের দাওয়াতি কার্যক্রমকে নিষিদ্ধ করার আবেদন করলো। বাদশাহ তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে হকপস্থি আলেমদের সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে দিলো। এই পরিস্থিতিতে মাজলুম উলামায়ে কেরামদের দু'আ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। এটা ছিল ৫৯৫ হিজরির মুহাররম মাসের উনিশতম দিন।

সালাহ উদ্দিনের পুত্র অন্যান্য দিনের মতোই শিকারে বের হল। আর যারা তাকে বিভ্রান্ত করেছিল তারা অনেক আনন্দিত হয়ে ছিল, তারা এটা ভেবে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল যে, তাদের বিজয় হয়ে গেছে। তাদের বিরোধিতা করার মতো আলেমদের আর কোন শক্তি নেই। এবার সাধারণ মানুষদেরকে তাদের অনুসারী বানাতে আর কোন বাধা নেই। অন্য দিকে মুখলিস আলেমদের রাত্রি যাচ্ছিল নিদ্রাহীনভাবে, আল্লাহর নিকট দু'আ করে। তারা তাদের সকল অভিযোগ জানাচ্ছিল মহান রবের দরবারে। মহান আল্লাহ তাআলা মাজলুম আলেমদের দু'আ শুনলেন এবং তাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করলেন।

বাদশাহ যখন শিকার করছিল তখন একটি নেকড়ে এসে তার ঘোড়ার উপর আক্রমণ করলো, ঘোড়াটি ভয়ে লাফিয়ে উঠলো, ফলে ঘোড়ার উপর বসে থাকা বাদশাহ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিচে পড়ে গেল, আর নেকড়েটি তার উপর ঝাপিয়ে পড়লো এবং নেকড়ের আক্রমণে তার মৃত্যু ঘটল। এই ঘটনাটি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার পর হকপন্থি আলেমদের মর্যাদা আরো বেড়ে গেল। মিশর এবং শামের জনগণ তাদেরকে আরো আপন করে নিল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

‘তারা যেমন ছলনা করে তেমনি আল্লাহও কৌশল করেন।

বস্তুত আল্লাহর কৌশলই সর্বোত্তম।’^{৯০}

দু‘আর বিশেষ সময়

আপনি মহান রবকে যখনই ডাকবেন, যে অবস্থায় ডাকাবেন তখনই তিনি আপনার ডাকে সাড়া দেবেন। দিনে, রাতে, সকালে, সন্ধ্যায় যখন ডাকবেন তখনই তিনি আপনার ডাক শুনবেন। আপনি যে অবস্থায় তাকে ডাকেন না কেন তিনি আপনার ডাকে সাড়া দেবেন। দাঁড়ানো অবস্থায়, শোয়া অবস্থায় এবং বসা অবস্থায়, সব অবস্থাতেই আল্লাহ দু‘আর জবাব দেন। ওজু থাকা অবস্থায় এমনকি ওজু না থাকা অবস্থায়ও আল্লাহ দু‘আর জবাব দেন। হ্যাঁ দু‘আ কবুল হওয়ার বিশেষ কিছু সময় রয়েছে, যেই সময়ে দু‘আ করলে অধিক পরিমাণে দু‘আ কবুল হয়। যেমন: আরাফার দিন, রামাদান মাস, রাতের শেষ তৃতীয়াংশ ও বৃষ্টির সময়, ইকামতের পর, আজান ও ইকামতের মাঝের সময়ে, রোজাদারের দু‘আ।

রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে নেমে এসে বলতে থাকেন, কেউ কি আছে যার কিছু প্রয়োজন? কেউ কি আছে যে ক্ষমা পেতে চায়? যাতে আমি ক্ষমা করে দিই। এই সময় ও পরিস্থিতিগুলো যত একসাথে করতে পারা যায় দু‘আ কবুলের সম্ভাবনা তত বেড়ে যায় ইনশাআল্লাহ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রামাদান মাসে লাইলাতুল কদরের রাতের শেষ তৃতীয়াংশে সেজদারত অবস্থায় করা দু‘আ। বুঝতেই পারছেন

দু'আ কবুলের জন্য চমৎকার একটা মুহূর্ত। বিশেষ সময় আর বিশেষ পরিস্থিতি। সাথে দু'আর আনুষ্ঠানিকতা।

আপনি যে-কোনো সময় যে-কোনো অবস্থাতেই দু'আ করতে পারেন। কিন্তু মাঝে মাঝে আনুষ্ঠানিকতাগুলোও পালন করবেন। যেমন, মাঝে মাঝে ওজু করে দু'আর পরিকল্পনা করুন। ব্যাপারটাকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের প্রথা হিসেবে চিন্তা করুন। ওজু করে ২ রাকাত নামাজ পড়ে কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দু'আ করুন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করার সময় হাত একবার এত উঁচু করেছিলেন যে, তার বগলের শুভ্রতা দৃশ্যমান হয়ে গিয়েছিল। কখনো তিনি বুক পর্যন্ত হাত উঁচু করতেন। আবার কখনো আঙুল তুলে দু'আ করতেন।

কেউ যখন দু'আ করার জন্য হাত তুলে, তখন চিরঞ্জীব ও সম্মানিত আল্লাহ তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। তিনি কখনোই আপনাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেবেন না। কারণ, তিনি তা করতে লজ্জিত হন। সাহাবি আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমাদের হাতগুলো শিকলবন্দি হয়ে যাবার আগেই সেগুলো আল্লাহর কাছে উঁচু করো। কোনো একদিন তোমার জীবনের বাতি নিভে যাবে। আর তখন হাত তুলতে মন চাইলেও তুমি আর তুলতে পারবে না।

ছন্দে ছন্দে দু'আ না করা

দু'আকে কবিতার মতো ছন্দ বানানোর চেষ্টা করো না। স্বাভাবিকভাবে এরকম হয়ে গেলে সমস্যা নাই। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে এরকম করা যাবে না। ইংরেজিতে এরকম বেশি একটা না হলেও আরবিতে দু'আগুলোতে এমন হয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

‘তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাকো কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না।’^{৯৪}

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাঁর দাসদের ছন্দে ছন্দে দু'আ করতে নিষেধ করেছেন। সালাফদের এটা অপছন্দ হওয়ার কারণ হলো, এটি দু'আর মধ্যে হতে নশ্রতা বের করে দেয়। আপনার দু'আকে আল্লাহর নিকট বিনয় ও আন্তরিকতার সাথে উপস্থাপন করা প্রয়োজন, যা আপনার হৃদয় থেকে সর্বোত্তমভাবে আসে এবং আপনি তা অনুভব করেন। এটাই দু'আর আসল বিষয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

‘তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত। তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাদের ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।’^{৯৫}

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।’^{৯৬}

[৯৪] সূরা আল আরাফ: ৫৫।

[৯৫] সূরা আল আশ্বিয়া: ৯০।

[৯৬] সূরা আল আরাফ: ৫৫।

দু'আর ক্ষেত্রে দৃঢ় হোন

মহান আল্লাহ আপনার দু'আ কবুল করবেন। একথা জেনে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দু'আ করুন।

আল্লাহ তাআলা আপনার দু'আর জবাব দেবেন। এ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে আল্লাহকে ডাকুন। তবে এটাও জেনে রাখুন যে, গাফেল অন্তরের দু'আর জবাব দেওয়া হয় না।

সুতরাং আপনি যখন দু'আ করবেন, মন থেকে দৃঢ়ভাবে দু'আ করবেন। মনের মাঝে এমন একটা ভাব নিয়ে দু'আ করুন যে, আল্লাহ তাআলা আপনার দু'আকে কবুল করছেন। এভাবে দু'আ করবেন না যে, হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন। বরং বলবেন, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন যে, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন। দ্বিধাগ্রস্ত হবেন না যে, আল্লাহ আপনার দু'আ কবুল করবেন না। আল্লাহ তো ইবলিস শয়তানের দু'আও কবুল করেছেন, আর তিনি আপনার আমার দু'আ কবুল করবেন না, এটা কিভাবে হয়!? শয়তান দু'আ করেছিল তাকে যেন পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা তাকে এ অবকাশ দিয়েছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ

‘ইবলিস বলল, আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।

আল্লাহ বললেন, তোকে অবকাশ দেওয়া হলো।’^{৯৭}

আমি আপনি শয়তানের চেয়ে খারাপ নই। আমরা যাই করি না কেন; আমরা শয়তানের চেয়ে খারাপ কাজ করি না। এমনকি যদি আমরা পাহাড় পরিমাণ গুনাহও করে থাকি। আল্লাহ যদি শয়তানের দু'আ না ফিরিয়ে দেন, তাহলে কি তিনি আপনার আমার দু'আ ফিরিয়ে দেবেন?

এমনকি অবিশ্বাসী মুশরিকিনরাও একটা সময় সৎভাবে আল্লাহকে ডাকে এবং আল্লাহ তাদের ডাকে সাড়া দেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

[৯৭] সূরা আল আরাফ: ১৪-১৫।

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

‘তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে।
অতঃপর তিনি যখন স্থলে এসে তাদের উদ্ধার করেন তখনই তারা শরিক
করতে থাকে।’^{৯৮}

মহাসাগরের শ্রোত ও বাতাস যখন তাদের ডুবিয়ে দেওয়ার উপক্রম হয়,
তখন তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। শরিক ছেড়ে দেয় এবং কিছু
সময়ের জন্য আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। তারা পূর্বেও আল্লাহর সাথে শরিক
করেছে এবং আল্লাহ জানেন যে, তাদের নিরাপদে তীরে পৌঁছে দেওয়ার পর
তারা আল্লাহর সাথে আবার শরিক করবে। তারপরও যখন তারা কিছু
সময়ের জন্য আল্লাহকে ডাকে, আল্লাহ তাদের দু’আ কবুল করে নেন। তিনি
যদি অল্প সময়ে একনিষ্ঠভাবে দু’আ করার ফলে তা কবুল করে নেন। তাহলে
তাওহিদের অনুসারীদের দু’আ কি ফিরিয়ে দেবেন?

দু'আতে অটল থাকুন

দু'আর প্রতি অটল হোন। বারবার দু'আ করতে থাকুন। দু'আর মধ্যে কাকুতি-মিনতি ও ভিক্ষা করুন। সাথে সাথে দু'আ কবুল না হলে হেরে যাবেন না। আবারো মন খুলে দু'আ করুন।

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার করে দু'আ করতেন। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার দু'আ করতেন।

এভাবেই দু'আ করা উচিত এবং প্রতিনিয়ত দু'আর ক্ষেত্রে অবিচল থাকা উচিত। রাতারাতি দু'আ কবুল না হলেও হাল ছেড়ে দেবেন না। বরং আরো বেশি করে দু'আ করতে থাকুন। কখনো এবাবে বলবেন না যে, আমি এত বেশি দু'আ করলাম কিন্তু আল্লাহ আমার দু'আ কবুল করেননি। এরকমভাবে বললে আপনি নিজেই নিজের দু'আগুলোকে ধ্বংস করে ফেলবেন।

সালাফদের মাঝে দেখা যায়, কেউ ২০ বছর দু'আ করে একটা জিনিস চেয়েও তা পাননি। তারপরও হাল ছেড়ে দেননি, নিরাশ হয়ে দু'আ ছেড়ে দেননি যে, আল্লাহ আমার দু'আ কবুল করবেন না।

দু'আর শুরুতে, শেষে এবং মাঝে

নবিজির প্রতি দরুদ পাঠ করুন

দু'আর শুরুতে এবং শেষে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর দরুদ পড়ুন এবং দু'আর মাঝেও নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর দরুদ পড়ুন।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে দু'আ আটকে থাকে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর দরুদ না পড়া পর্যন্ত তা আসমানে পৌঁছায় না। তাছাড়া এটা উমর ইবনুল খাত্তাব এর ব্যক্তিগত অভিমত হতে পারে। কারণ তিনি বলেননি যে, এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তবে এ ধরনের কথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর বিবেচনাযোগ্য। কারণ এগুলো দ্বীন সম্পর্কিত বিষয়। এমন হতে পারে না যে, দ্বীনের সম্পর্কে কোনো কথা তিনি

মনের মতো করে নিয়ে আসবেন। এ ধরনের কথা বা হাদিসের ব্যাপারে এটাই নিয়ম।
আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজির ওপর দরুদ পাঠ না করলে দু'আ কবুল হয় না।

অন্তরের আমলসমূহ

সর্বশেষ বিষয় হলো আপনার অন্তরের আমল বা অভ্যন্তরীণ বিষয়। এটা খুব দীর্ঘ। পুরো বিষয়টি খুব দীর্ঘ কিন্তু আমরা এখানে খুব ছোট একটি সাড়াংশ আলোচনা করব। যেমন: দু'আ করার পূর্বে আল্লাহর কাছে তাওবা করুন। অন্যের হক আদায় করুন। পূর্ণ মনোযোগ সহকারে আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হোন। দান করুন এবং আল্লাহর প্রতি আশ্বস্ত থাকুন যে, আল্লাহ আপনাকে হতাশ করবেন না। আল্লাহ বলেছেন, চাও তাহলে আমি দেব এবং তিনি অবশ্যই দেবেন

দু'আ কবুলের ঘটনা

আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক রাহিমাল্লাহু বলেন, আমি একবার মদিনায় গেলাম। তখন সেখানে খরা চলছিল। লোকেরা বাইরে এসে দীর্ঘ সময়ের জন্য ইস্তিসকা অর্থাৎ বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। একদিন আমি মসজিদে কালো এক লোকের পাশে বসলাম। তার পড়নে ছিল খাস কাপড় (এটা উট অথবা বকরির পশম থেকে তৈরি একধরনের খসখসে কাপড়)। লোকজন অনেক আগেই চলে গিয়েছে। তাদের দু'আ কবুল হয়নি। আমি এই কালো লোকটির পাশে মসজিদে বসেছিলাম। লোকটি তার কোমর একটি কাপড় দিয়ে পেচিয়ে মসজিদের কাঁঠের সাথে বেধে রেখেছিল। তিনি তার দু'আয় বলছিলেন, হে আমার রব! আপনি পাপীদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করছেন না, ইয়া হালিম, ইয়া আল্লাহ, ইয়া হালিম, ইয়া আল্লাহ, ইয়া হালিম, ইয়া আল্লাহ। যারা আপনার কাছে কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু আশা করে না তাদেরকে বৃষ্টি দেন। এখন বৃষ্টি দেন, এখন, এখন, এখন। আস সাআহ, আস সাআহ, আস সাআহ। তিনি এভাবেই দু'আ করতে থাকলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না চারদিক থেকে মেঘ এসে গর্জন করে বৃষ্টি হতে লাগল। ধনী বড়ো বড়ো আলেমগণ কিছু সময়ের জন্য ইস্তিসকা আদায় করলেন। ধনী লোক, গরিব লোক, নেতা আর সাধারণ সবাই দু'আ করেছিল।

কিছু একজন অবহেলিত লোক। যার পোশাকটি ছিল খুবই পুরোনো। তিনি যখন হাত তুলে দু'আ করলেন, তখন আল্লাহ দু'আ কবুল করে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন।

আমার ভাই ও বোনেরা, মুসলিম উম্মাহর একজন সদস্য হিসেবে মাজলুম ও মুসলিমদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহেলা করার জন্য আপনিও দায়ী। নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, কাছের মানুষের জন্য তো দু'আ করবেন-ই, এর সাথে মাজলুম এবং নির্যাতিত মুসলিমদের জন্য প্রতিদিন দু'আ করবেন। দু'আ করবেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত মুজাহিদদের জন্য। যাতে অন্তত আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হলে বলতে পারেন যে, হে আল্লাহ! আমি তাদের জন্য দু'আ করেছিলাম। এ ঘটনার পর ইবনুল মুবারক দেখা করতে গেলেন ফুযাইল ইবনু ইয়ায এর সাথে। তারা দুজনই খুব বড়ো আলেম এবং ইমাম ছিলেন। ফুযাইল ইবনু ইয়ায, আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক রহি. এর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইবনু মুবারক! আপনার কী হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন, এমন অনেক বিষয় আছে যেসব বিষয়ে লোকেরা আমাদের হারিয়ে দিচ্ছে। তারপর তিনি তার নিকট সেই কালো লোকটির সাথে ঘটা সম্পূর্ণ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। ঘটনাটি শোনার পর তারা দুজনেই অত্যন্ত দুঃখের সাথে চিন্তা করতে লাগলেন যে, কীভাবে মানুষ গোপনে ইবাদত করে তাদেরকে হারিয়ে দিচ্ছে। যখন তিনি ফুযাইল ইবনু ইয়াযকে ঘটনাটি বলছিলেন, তখন ফুযাইল ইবনু ইয়ায চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

কারাগার থেকে মুক্তি

কিছুদিন পূর্বে এক ভাই আমাকে একটি ভিডিও ক্লিপ দেখিয়েছিলেন। ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছিল একদল মুসলিম একটি সেলে বন্দি এবং অহংকারে বুক ফুলানো এক বিচারক রায় দিলো যে, তাদের ফাঁসি দেওয়া হবে। এমন রায় ঘোষণার পর তারা হেঁটে হেঁটে কোর্ট থেকে বের হলেন এবং সে বিচারকও বের হলো। তারা কারাগারে ঢুকলেন আর সে বাইরে চলে গেল। এভাবেই কারাগারের অন্ধকারে মৃত্যুর প্রহর গুনতে গুনতে অসহায় মুসলিমরা দিন পার করছিল। ভিডিও ক্লিপটিতে একজন লোক কারাগারে তাদের অবস্থার কথা বলছিল যে, বিচারকের এমন সিদ্ধান্তে আমরা ঘাবড়ে যাইনি এবং সকল বিচারকদের বিচারক মহান আল্লাহ তাআলার হেকমত ও দয়ার ব্যপারে আমরা নিরাশ হইনি। আমরা মন থেকে বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর

নিকট দু'আ করতে থাকলাম যেন তিনি আমাদেরকে মর্যাদা ও সম্মানের সাথে কারাগার থেকে মুক্তি দেন।

তিনি বলেন আমাদের এই বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের দু'আ কবুল করবেন এবং তিনি সম্মানের সাথে আমাদের কারাগার থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু কিভাবে আমরা তা জানতাম না। হয়তো কেউ এসে কারাগারের ফটক খোলে আমাদের বের করে নিয়ে যাবেন, অথবা হঠাৎ কোন বিস্ফোরণে কারাগারের দেয়ালগুলো ভেঙ্গে পড়বে। অথবা ভূমিকম্পের মাধ্যমে কারাগারের ভবনগুলো ধসে পড়বে। আমরা এটা জানতাম না যে, কিভাবে আমাদের মুক্তি হবে। কিন্তু আমাদের এই বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের দু'আ কবুল করবেন এবং তিনি এখান থেকে আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন।

একদিন আল্লাহ তাআলা আমাদের দু'আ কবুল করলেন। হঠাৎ এক লোক চাবি দিয়ে আমাদের সেলের দরজা খোলে দিয়ে বলল, আজ থেকে তোমরা মুক্ত। যেই শাসকের কারণে তোমাদের আটকে রাখা হয়েছিল তার পতন ঘটেছে। সুতরাং তোমরা আজ থেকে মুক্ত। যাও এখন বাড়ি চলে যাও। 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম'।

অন্যের কাছে দু'আ চাওয়া কি জায়েজ?

আপনার প্রশ্নের সহজ উত্তরটি হলো যদি কেউ অন্যের কাছে বা জীবিত কারো কাছে নিজের জন্য দু'আ চায়, তবে তা শিরক নয়। যদি আমি আপনাদের বলি যে, ভাইয়েরা আমার জন্য দু'আ করবেন। প্রথমত, এটা শিরক নয়। দ্বিতীয়ত, যদি আমার জন্য দু'আ করতে বলি তবে তা পাপও নয়। তাছাড়া তালাবাত আল ইলম অনুযায়ী কোনটি সর্বোত্তম, এর শর্তগুলো কী কী এবং উলামাগণ এ সম্পর্কে কি বলেছেন তা সাগ্রহে শেখার চেষ্টা করব। উলামারা এ সম্পর্কে বলেছেন, এটি এমন এক বিষয় যা অভ্যাসগতভাবে করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, রুকইয়াহ। এটা কি জায়েজ? অবশ্যই রুকইয়াহ জায়েজ। এটা হারাম নয়। তবে অন্যকে রুকইয়া করে দিতে না বলাটাই ভালো। সেরকম দু'আর ক্ষেত্রেও একই।

এক হাদিসে সত্তর হাজার লোকের কথা বলা হয়েছে যারা জামাতে প্রবেশ করবে তাদের বিশেষ কিছু গুণের কারণে। এই দলে থাকার একটি বিধি হচ্ছে—তারা অন্যের কাছে রুকইয়াহ করে দিতে বলে না।

আপনি যদি কারো কাছ থেকে রুকইয়াহ নেন, তবে কি তা জায়েজ? এটা জায়েজ। তাছাড়া আপনি যদি উচ্চতর পদমর্যাদায় থাকতে চান, তবে আপনাকে উচ্চতর মানে অধিষ্ঠিত হতে হবে। উচ্চতর পদমর্যাদা হচ্ছে প্রথম দলটি যাতে সত্তর হাজার লোককে কোনো হিসাব ছাড়াই জামাতে প্রবেশ করানো হবে এবং এর মধ্যে অবশ্যই আরো কিছু বর্ণনা আছে যা অন্তর্ভুক্ত হবে।

কিছু বর্ণনার সাথে দু'আর খুব মিল রয়েছে। আপনি যদি কাউকে দু'আ করতে বলেন, তখন আপনার উদ্দেশ্য থাকে নিজের কল্যাণ লাভ করা। দু'আর প্রতি উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে যদি কাউকে দু'আ করতে বলেন, তবে আপনিও এর জন্য সওয়াব লাভ করবেন। যদি আপনার উদ্দেশ্য থাকে তার উপকার করা, তবেও আপনি এর জন্য সওয়াব লাভ করবেন। আপনি কীভাবে তাকে উপকৃত করবেন? যদি আপনি তাকে দু'আ করতে বলেন। তবে আপনি একটি ইবাদত করানোর মাধ্যমে তার উপকার করছেন। দু'আ একটি ইবাদত। যখন আপনি তাকে বলছেন যে আমার জন্য দু'আ করবেন। তখন আপনি তাকে একটি ইবাদত করার জন্য উৎসাহিত করছেন। যেহেতু আমরা বলি দু'আ একটি ইবাদত, সুতরাং আপনি তাকে একটি ইবাদত পালন করার জন্য উৎসাহিত করেছেন এবং এটি ভাইটির জন্য দুটি সন্মাহর একটি ইবাদত। আর আপনি সওয়াব পাবেন তাকে একটি ইবাদতে উৎসাহিত করার জন্য।

যখন আপনি কারো জন্য দু'আ করেন, ফেরেশতারা তখন বলতে থাকে আপনারও অনুরূপ হোক। আল্লাহ আপনার দু'আকে কবুল করুন। যখন আপনার উদ্দেশ্য থাকে কারো উপকার করা তখন ফেরেশতারাও বলতে থাকেন, আপনারও তা হোক।

যখন আপনি কোনো মুসলিমের জন্য দু'আ করেন, তখন তার প্রতি এটা ইহসান হয়। সুতরাং আমি যদি কোনো মুসলিম ভাইকে আমার বা অন্য কারোর জন্য দু'আ করার জন্য তৈরি করি, তবে সম্ভবত পুরস্কৃত হবো ইনশাআল্লাহ।

কাউকে দু'আ করতে বলার উদ্দেশ্যটি যদি কেবল ব্যক্তিগত কল্যাণে হয়, তবে তা কাউকে করতে না বলাটাই ভালো। কারণ এটা অনেক সময় মানুষকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যের ওপর নির্ভরতার দিকে পরিচালিত করে। অনেকে নিজের প্রতি অবহেলা করতে পারে, যখন সে জানবে যে কেউ তার জন্য দু'আ করবে। এই সময়ে বা এই যুগে কেউ যদি বলে আমার জন্য দু'আ করবেন, তখন অনেকে অহংকারের বশে নিজেকে গর্বিত বা অহংকারী মনে করতে পারে।

উমর ইবনুল খাত্তাব এবং অন্যান্য সাহাবি, তাবেয়িনরা তাদেরকে দু'আ করতে বললে অপছন্দ করতেন। তারা বলতেন আমরা কি নবি? তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে এটা নবিদের একটি গুণ। তারা ছিলেন বিনয়ী এবং তারা কখনো আল্লাহর সাথে নম্রতা ত্যাগ করতে চাইতেন না।

ইবনু জারীর হতে বর্ণিত, যখন সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু দামেস্ক গিয়েছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল, আমার জন্য দু'আ করবেন আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন। সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুক। তিনি প্রথম লোকটিকে বললেন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুক। অন্য একজন লোক আসল এবং সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করতে বলল। আল্লাহ যেন তাকে ক্ষমা করে দেন। সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবার উত্তরে বললেন, আল্লাহ আপনাকে এবং ওই লোকটিকে যিনি আপনার পূর্বে এসেছিল, তাকে ক্ষমা না করুক। আপনাদের কাছে কি আমাকে রাসুল মনে হয়?

আল ই-তিসাম গ্রন্থে, আশ শাতিবি এই বক্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন, যখন তিনি দেখলেন যে, দু'আ চাওয়া ছিল একটা ব্যতিক্রমধর্মী অনুরোধ এবং লোকজন ধীরে ধীরে জড়ো হতে শুরু করল, তিনি বিষয়টি ভিন্নভাবে বুঝেছিলেন, লোকজন হয়তো ভাবতে পারে তার অনেক দূরদর্শিতা রয়েছে।

ইবনু জারির তাবারি একই রকম আরো একটি গল্প বর্ণনা করেছেন যে, এক লোক হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার জন্য দু'আ করতে বললেন। হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা না করুক। সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর গল্পটির মতোই। তিনিও সম্ভবত চাননি যে মানুষজন ভাবুক যে তিনি খুব উচ্চমর্যাদায় আছেন। তিনি চাননি যে, লোকজন এটাকে কোনো ট্রেন্ড বা প্রথা বানিয়ে ফেলুক।

আল খাতিব তার গ্রন্থ আত তাখলিস এ বর্ণনা করেছেন যে, উবাইদুল্লাহ আবি ইবনু সালিহ যখন অসুস্থ ছিলেন, তখন তাবুস তাকে দেখতে গেলেন। উবাইদুল্লাহ আবি ইবনু সালিহ বললেন, ওহে আবু আব্দুর রহমান, আমার জন্য দু'আ করেন। তিনি জবাবে বললেন, আপনি নিজের জন্য নিজে দু'আ করেন। আল্লাহ তাদের বিপদে সাড়া দেয় যখন তারা তাঁকে ডাকে। তাবুস তাকে বললেন, আপনি নিজের জন্য নিজেই দু'আ করেন। এর অর্থ হলো, আপনি আপনার থেকে ভালো অন্য কাউকে আপনার জন্য দু'আ করতে বলতে পারেন।

আপনি সংকটে আছেন, খুব বিপদে আছেন, দুঃখে আপনি জর্জরিত হয়ে আছেন। এখন এমন একজনকে দু'আর জন্য বললেন, যে কি না আপনার থেকেও আরো বিপদে আছে, এমন কারো কাছ থেকে দু'আ না চাওয়াই ভালো। আপনি বরং নিজেই আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করুন। কারণ আল্লাহ তাআলা সকলের দু'আই কবুল করেন। ইরশাদ হয়েছে,

‘বলো তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে।’^{৯৯}

বান্দা যখন হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় আল্লাহকে ডাকে, তখন আল্লাহ বান্দার ডাকে সাড়া দেন।

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, উমর, আমার জন্য দু'আ করো। বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করার পর আমি খুঁজে পেলাম এটি ছিল একটি দুর্বল হাদিস।

অন্যান্য হাদিসে এসেছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমােকে বললেন,

‘তোমরা ওয়ায়েস আল কারনিকে দেখলে বলবে আমার জন্য দু'আ করতে’ ইমাম মালেক হাদিসটি অস্বীকার করেছেন। এমনকি ওয়ায়েস নামক ব্যক্তির বাস্তবতাকেও অস্বীকার করেছেন। তবে সঠিক মত হলো হাদিসটি সঠিক। এটি একটি বিশেষ ঘটনা। ওয়ায়েস আল কারনি এমন একজন ব্যক্তি; যার দু'আ কবুল হয়েছিল।’

আপনাদের তো মাত্রই বললাম, যে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম সহ তাবেঈ এবং বড় বড় উলামায়ে কেরামগণ, অন্যের কাছে দু'আ

[৯৯] সূরা আন নমল: ৬২]

চাওয়াকে অপছন্দ করতেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তখন এটি বিশেষ কিছু হয় যখন অন্যের কাছে দু'আ না চেয়ে নিজের জন্য নিজেই দু'আ করা হয়।

বর্তমানে মানুষ অন্যের কাছে দু'আ চায়, কিন্তু নিজে দু'আ করে না। তারা অধ্যবসায় করে না। এমনকিছ তৌ উমর এবং আবু বকরের কাছে আশা করাটা অনুচিত।

সারমর্ম হলো: আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম অন্যের কাছে দু'আ চাওয়া শিরক কি না?

—না, এটা শিরক নয়।

—গুনাহ হবে কি?

—না।

—এটা কি ভালো?

—অন্যের কাছে দু'আ চাওয়ার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। বরং মাঝে মাঝে তা আপনার উপকারে আসে। তবে আপনার উদ্দেশ্য যদি এমন থাকে যে, এর দ্বারা গোটা উম্মাহ উপকৃত হবে তাহলে অন্যের কাছে দু'আ চাইতে পারেন। তাছাড়া যদি আপনি আপনার দু'আয় দৃঢ় ও অবিচল থাকেন, তবে আপনার দু'আর অভ্যাস কমিয়ে দেবেন না। আর সব সময় অন্যের দু'আর ওপর নির্ভর করবেন না।

আমাদের একটি সাধারণ এবং মৌলিক দায়িত্ব হলো, একে অন্যের জন্য দু'আ করা। সেটা সবার অগোচরেই, কাউকে কিছু না বলেই। আর এতে আমরাই বেশী উপকৃত হবো, অন্যের চেয়ে।

আমরা অনেক সময় লোকদেরকে দান করে বলি, যে আপনি আমার জন্য দু'আ করবেন। এমনটা বলা উচিত কি না, নিচের আয়াতের দিকে লক্ষ্য করলে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

‘তারা বলে, আমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে খাদ্য দান করি। আমরা তোমাদের থেকে কোনো প্রতিদান চাই না এবং কোনো শোকরও না।’^{১০০}

আমরা তোমাদের খাওয়াছি আল্লাহর উদ্দেশ্যে। আমরা তোমাদের নিকট কোনো ধন্যবাদ বা উপহার চাই না। যখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কাউকে কোনো কিছু দান করতেন, তখন যার মাধ্যমে পাঠাতেন তাকে বলে দিতেন, দেখবে যে সে কোনো দু'আ করে কি না। সে কোনো দু'আ করলে তিনিও তার জন্য দু'আ করতেন, যাতে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে পূর্ণ প্রতিদান পেতে পারেন।

ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি তোমার দান পেয়ে বলে আল্লাহ আপনাকে বরকত দিন, আপনিও উত্তরে একই কথা বলুন। যাতে আপনি তার কাছ থেকে কিছু না নিয়ে আল্লাহর কাছ থেকে সম্পূর্ণ প্রতিদান পেতে পারেন।

আপনার কুপ্রবৃত্তিকে শিকলবদ্ধ করুন

আল্লাহ তাআলার বিশেষ একটি নিয়ামত হলো রামাদান মাস। রামাদান আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত। কবরবাসীরা নিদারুণভাবে উদগ্রীব হয়ে থাকে, যদি তারা একটি রামাদান পেত! আমাদের মধ্যে যারা রামাদানকে অবহেলায় কাটিয়ে দিচ্ছি তাদেরকে এর জন্য আফসোস করতে হবে।

রামাদানে যারা আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পেয়ে সফলতা পেল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সকল সফল ব্যক্তিদের সফলতাকে একজন কৃতদাসের মুক্তির সাথে তুলনা করেছেন। এই দৃষ্টান্তটি কেন? তারা কী থেকে মুক্তি পেল? এটা বোঝার জন্য আপনাকে ফিকহ বুঝতে হবে। তালাক, বিয়ে এবং দাসমুক্ত করার ক্ষেত্রে কেউ বুঝে বলুক আর তামাশা করে বলুক; সে যা বলেছে তা আর ফিরিয়ে নেওয়ার উপায় নেই। কেউ বুঝে বা তামাশার ছলে স্ত্রীকে তালাক দিলে বা দাসকে মুক্ত করে দিলে তা কার্যকর হয়ে যায়। সে কথা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। মানুষের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। যদি মানুষের এই সামান্য কথাই না ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে সর্বশক্তিমান মহা ক্ষমাশালী, মহা দয়ালু, মহা সম্মানিত আল্লাহ যদি আপনাকে একবার ক্ষমা করে দেন, আপনার কী ধারণা যে তিনি সেই কথা আবার ফিরিয়ে নেবেন? নাকি আপনাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন?

রামাদান এমন এক মাস যখন আপনার দিকে সব দিক থেকে ক্ষমা আসতে থাকে। এ মাসে ক্ষমা না পাওয়ার অর্থ হলো আপনি আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেননি। রামাদান শুরু হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর ক্ষমা অর্জন সম্পর্কে এই তিনটি হাদিস মনে রাখুন।

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
'যে ব্যক্তি ইমানের সাথে এবং আল্লাহর কাছে পুরস্কারের আশায় রামাদানের সাওম পালন করবে আল্লাহ তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।'^{১০১}

ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমান হলো আল্লাহ তাআলার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করার নাম। আর ইমান আনা আপনার আমার সকলের ওপর ফরজ। আর ইহতিসাব মানে একমাত্র আল্লাহর নিকট পুরস্কারের আশা করা। কোন পুরস্কার সম্পর্কে বলা হচ্ছে? আল্লাহর ক্ষমা। এই ক্ষমাই কি শেষ পুরস্কার? না এটা কখনোই শেষ পুরস্কার না। অনেকেই জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে। তাহলে এটাই কি শেষ পুরস্কার? না এখানেই শেষ নয়। প্রতিদিন বিশেষ কিছু মুহূর্ত আছে, যে মুহূর্তগুলোতে দু'আ কবুল হয়। প্রতিদিন আপনি পাহাড় পরিমাণ আমল করতে পারেন, আর একমাত্র আল্লাহই এসবের হিসাব রাখেন। প্রতিদিন রোজা রাখলে আপনি জাহান্নাম থেকে ৭০ বছর দূরে চলে যাবেন। যদি আপনি পুরো রামাদানে রোজা রাখেন তাহলে সত্তর এর সাথে ত্রিশ গুণ হিসাবে জাহান্নাম থেকে দুই হাজার একশত বছর দূরে চলে যাবেন।

তাই প্রথম হাদিস অনুযায়ী বলা যায়, যদি কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইহতিসাবের সাথে সাওম পালন করে তবে সে ক্ষমা পাবে। দ্বিতীয় হাদিসটির শেষ অংশে একই কথা বলা হয়েছে কিন্তু প্রথম অংশটা ভিন্ন।

যদি আপনি বলেন যে, সাওম পালনের ক্ষেত্রে আপনার কোনো প্রকার ঘাটতি ছিল। তবে অন্য একটি উপায়ও আছে। আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার অন্য একটি সুযোগ রয়েছে। সেটি হলো রাতের ইবাদত যেটিকে আমরা তারাবিহ বলে থাকি। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

‘যে ব্যক্তি ইমানের সাথে এবং আল্লাহর কাছে পুরস্কারের আশায় রামাদানে কিয়াম করবে তার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হবে।’^{১০২}

যদি আপনি বলেন যে, সাওম এবং রাতের কিয়াম (তারাবিহ) দুটিতেই কোনো প্রকার ঘাটতি ছিল। তাহলে আপনার জন্য তৃতীয় একটি সুযোগ রয়েছে। এটি হচ্ছে ভাগ্য রজনী (বা লাইলাতুল কদর) এবং এটি একাই আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া জন্য যথেষ্ট। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

‘যে ব্যক্তি ইমানের সাথে এবং আল্লাহর কাছে পুরস্কারের আশায় লাইলাতুল কদরে সালাত আদায় করবে তার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হবে।’^{১০৩}

তিনটি হাদিসই সহিহাইনে রয়েছে। এই তিনটি হাদিসের শেষে একই কথা বলা হয়েছে যে, আপনাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যদি আপনি রামাদানের সাওম পালন করেন, রামাদানের রাতে তারাবিহ সালাত আদায় করেন এবং লাইলাতুল কদরে সালাত আদায় করেন। এই সকল ক্ষমার মধ্যমে আল্লাহ আপনাকে অনেক বেশি পুরস্কার প্রদান করে জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদা প্রদান করবেন। যদি আপনি আল্লাহর ক্ষমা না পান, তাহলে আপনি গাফেল ছিলেন। কিন্তু আপনি কি আল গাফুর (আল্লাহর) ক্ষমাকে ফাঁকি দিচ্ছেন। আপনি সব দিক থেকে আপনার দিকে ছুটে আসা রহমত ও ক্ষমাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। এই ইহকালের জীবনে শান্তি এবং পরকালে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আল্লাহর রহমত এবং ক্ষমা আপনার জন্য নিদারুণভাবে প্রয়োজন।

সুতরাং আল্লাহর ক্ষমা এবং উচ্চ মর্যাদা পাওয়ার এত এত সুযোগ যারা অবহেলায় হারায়, তাদেরকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং জিবরাইল আ. বদদু’আ করেছেন। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মিম্বারে উঠার সময় প্রতি ধাপে ধাপে বললেন আমিন, আমিন। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কেন আমিন বললেন? তিনি উত্তরে বললেন, জিবরাইল আ. আমার কাছে আসলেন এবং আল্লাহর কাছে দু’আ করলেন, আল্লাহ তার নাক ধুলোয় মেখে দিক যে রামাদান পেল

কিন্তু আল্লাহর ক্ষমা আদায় করতে পারল না। তাই আমি বললাম,
আমিন।^{১০৪}

রামাদানের শ্রেষ্ঠত্বটি হলো, রামাদানে আপনি যে আমলই করেন না কেন,
তার জন্য রয়েছে অনেক পুরস্কার আর অনেক পুণ্য। গত এগার মাসে
অবহেলায় আপনি যে সুযোগগুলো হারিয়েছেন তা পূরণ করার এটাই সময়।
আপনি যতটুকু কুরআন তিলাওয়াত করবেন, যতটুকু সালাত আদায়
করবেন, যতটুকু জিকির করবেন, তার জন্য অন্যান্য মাসের তুলনায় অনেক
বেশি পরিমাণে পুণ্য অর্জন করতে পারবেন। এই মাসের ইবাদতের পুণ্য এত
বেশি যে আমি আপনি কেউ-ই গুণে তা শেষ করতে পারব না। কারণ সাওম
শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য এবং এর প্রতিদানও আল্লাহ তাআলাই দিবেন। যেমন
হাদিসে কুদসিতে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সাওম আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেব।'
জান্নাতুল ফিরদাউসের শিখরে পৌঁছানোর পথটি হলো, আল্লাহর ইবাদতপূর্ণ
পথ। যখন আপনি এ পথে চলতে শুরু করবেন (যা শুরু করার এখনি
সময়), তখন আপনি সমতল ভূমি, উপত্যকা আর পাহাড়-পর্বত দেখতে
পাবেন। অর্থাৎ এ পথে অনেক কষ্ট রয়েছে। ডানে-বামে দস্যু ও দুর্বৃত্তদের
দেখতে পাবেন। এই সকল দুর্বৃত্ত, দস্যু আর চোরেরা এই পথে চুরি-
ডাকাতির কাজে লেগে থাকে। তারা আপনার টাকা পয়সা চায় না। তারা
আপনার ধন-সম্পদ বা জীবন নিতে চায় না। তারা এর চেয়েও মূল্যবান কিছু
নিতে চায়। তারা আপনার নেক আমলগুলো কেড়ে নিতে চায়। তারা চায়
আপনাকে দীন, ইমান এবং আমলের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে। তাই এ
পথের পথিকদের পরিত্রাণ পেতে এবং নিরাপদে আপন গন্তব্যে পৌঁছতে
সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রয়োজন। তার এমন একটি দিক নির্দেশনা প্রয়োজন,
যেখানে বলা থাকবে কোন পথ নিরাপদ? কোথায় দুর্বৃত্তরা ওত পেতে বসে
আছে? কোন জায়গায় দ্রুত চলতে হবে? এবং কখন নির্দিষ্ট গতি বজায়
রাখতে হবে?।

রামাদান একটি বরকতময় মাস এবং পরিশ্রম করার একটি উপযুক্ত সময়।
সুতরাং এমাসে আমাদেরকে ইবাদতের ক্ষেত্রে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে
এবং একে অপরকে ইবাদত করার প্রতি উৎসাহিত করতে হবে। কারণ একে
অপরকে হক বা সত্যের পথে আহ্বান করা এবং ইবাদতে উৎসাহিত করা

আমাদের দায়িত্ব। যদিও এটা আমাদের পুরো বছরই করতে হবে কিন্তু রামাদানে একটু বেশি করা প্রয়োজন। যেমন কুরআনে এসেছে,

‘তোমরা পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দাও ও ধৈর্যধারণে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করো।’^{১০৫}

আল্লাহ তায়ালা রামাদান মাসকে তো রহমতের মাস হিসেবে নাজিল করেছেন। অনেকেই সে উদ্দেশ্য থেকে দূরে চলে যায়। অনেক জায়গায় আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার চেয়ে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে যাওয়াই রামাদানের একটি সংস্কৃতি হয়ে গেছে। রামাদানের কী উদ্দেশ্যে ছিল, তা আমরা ভুলে গেছি। আমরা অনেকেই কোনো ইবাদত না করেই রামাদান পার করে দেই। আবার কেউ শুধু নফল ইবাদত করে। অনেকে শুধু গুনাহই করে। খুব কম মানুষই সঠিক পথে থাকে। সব বাধা এড়িয়ে তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালায় নিকটবর্তী হওয়ার দিকে এগিয়ে যায়।

দুটি কারণে মানুষ গুনাহ করে থাকে, তার একটি হল শয়তান অপরটি নফস। রামাদানে শয়তানকে শিকলবদ্ধ করে রাখা হয়। কেউ যদি রামাদানেও পাপ কাজে জড়িয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে তার নফস হল ‘আল আম্মারাহ’। যা খারাপ শয়তানের চেয়েও খারাপ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই নফস খারাপ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকে।’^{১০৬}

সুতরাং নফসকে নিয়ন্ত্রণ এবং পরাজিত করার এখনই সময়। শয়তানকে যেমন (শিকলবদ্ধ করা হয়েছে, তেমনি আপনার কুপ্রবৃত্তিকেও শিকলবদ্ধ করুন) সেভাবে রামাদান হলো ইমানের জন্য ঔষধ। কারণ সময়ের সাথে সাথে ইমানের প্রতি দুর্বলতা আসে। যেমন, কাপড়কে প্রতিবার ধুয়ে পড়ার পর কোনো একসময় তা পুরানো বা মলিন হয়ে যায়। তেমনি কোনো ধাতব বস্তুকে অধিক সময় ধরে বাতাসে ফেলে রাখলে অক্সাইডেশন-এর মাধ্যমে তাতে মরিচা পরে যায়। আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘কাপড় যেমন পুরানো হয়ে যায় তেমনি অন্তরের ইমানও পুরানো হয়ে যায়।

সুতরাং আল্লাহর কাছে আমাদের দু’আ করতে হবে যেন আল্লাহ তাআলা আমাদের পুরানো ইমানকে পুনরায় নতুন করে দেন। আপনি আল্লাহর নিকট দু’আ করবেন এবং সে অনুযায়ী আপনাকে আমলও করতে হবে। রামাদান

[১০৫] সূরা আল-আসর।

[১০৬] সূরা ইউসুফ : ৫৩।

আপনার অন্তরের ময়লা দূর করে দেয়। কাপড় সেলাই করার মতোই রামাদান আমাদের ইমানকে পুনরায় নতুন করে এবং ইবাদতের জন্য উজ্জীবিত করে। নফসের সাথে লড়াই করে তাকে শিকলবদ্ধ করুন ঠিক যেভাবে শয়তানকে শিকলবদ্ধ করা হয়। যেহেতু পানাহার ও স্ত্রী সহবাস এর মতো হালাল কাজগুলো থেকেও আপনি রামাদানে বিরত থাকেন, তাহলে সাড়া বছর যেসব কাজ হারাম তা থেকে কেন বিরত থাকবেন না? অবশ্যই আপনাকে সেসব কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্কের এ গুরুত্বপূর্ণ ধারণাটি আপনাকে বুঝতে হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াটি আপনাকেই শুরু করতে হবে প্রথমে। আর এজন্য প্রথম পদক্ষেপ আপনাকেই নিতে হবে। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন, বান্দা আমাকে যেমন ধারণা করে আমি তেমনি।

যদি সে আমাকে কোনো মজলিসে স্মরণ করে, তাহলে আমি এর চেয়ে উত্তম মজলিসে তাকে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে এক বিষত এগিয়ে আসে, তাহলে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, তাহলে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।' ১০৭

মূলত শুরুটা আপনাকেই করতে হবে, আপনাকেই আল্লাহর দিকে আগে এগিয়ে যেতে হবে। সুতরাং আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্কটি শুরু করুন। আর রামাদান হলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার সবচেয়ে উত্তম সময়। যেমন শীত আসলে গরম কাপড়ের ব্যবস্থা করতে হয়, তেমনিভাবে আল্লাহর প্রতি আপনার ইচ্ছাকে আরো উদ্দীপ্ত করতে হবে। আপনি এই রামাদান মাসে যে ইবাদত করবেন তা যেন আপনার জন্য আনন্দের হয়। আপনি যেন তা উপভোগ করতে পারেন। আপনি যদি আল্লাহর প্রতি আপনার আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত না করেন, তাহলে আপনি আপনার ইবাদত উপভোগ করতে পারবেন না। আমরা চাই না যে আপনি শুধু আল্লাহর ইবাদত করুন। বরং আমরা চাই আপনি ইবাদতগুলোকে উপভোগ করুন।

যারা বাধ্য হয়ে অনিচ্ছায় সাওম পালন করে আর যার স্বেচ্ছায় সাওম পালন করে আর উপভোগ করে এই ধরনের লোকদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এরা কখনো সমান না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ
يَاذُنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

‘তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। এটাই মহা অনুগ্রহ।’^{১০৮}

আর যারা ওপরের বর্ণনা অনুযায়ী তৃতীয় পর্যায়ে তারাই সর্বোত্তম। তারা সাওম পালন করে এবং সাওম পালন করে আনন্দ পায় এবং তা উপভোগ করে। এদেরকে বলা হয় ‘সাবিকুন বিল-খায়রাত’ তারা সব সময় ভালো কাজে অগ্রসর থাকে। কিছু লোক আছে যারা তারাবিহ সালাত আদায় করে, কিয়াম করে আর ভাবতে থাকে; কখন ইমাম সাহেব সালাম ফিরাবে। আরো কিছু লোক আছে যারা গুরু করতে হবে তাই করে অর্থাৎ তারাবিহ পড়তে হবে তাই পড়ে। সাওম পালন করতে হয় তাই রাখে। কিন্তু এসবের বাহিরে অনেক লোক আছে, যারা আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত থাকে। কিছু লোক আছে, যারা ভাবে ইবাদত তো করতেই হয়, সবাই করছে তাই আমরা করছি। আর কিছু লোক এমন যারা আল্লাহর ইবাদত করে, রামাদানের সিয়াম পালন করে, কিয়ামুল লাইল করে উপভোগ করে যদিও তাদের পেটে ক্ষুধার যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ শব্দ করতে থাকে। কারণ, তার শরীরে কষ্ট হলেও তার মন মহান রবের নিকট ইবাদতগুলো সুন্দরভাবে করার ধ্যানে ব্যস্ত থাকে। আর এসবের মাঝেও অনুধাবন করে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার গভীরতা। সে মহান রবের জন্য তার সকল ইচ্ছেগুলোকে বাদ দিয়েছে। যদিও তার পেটে ক্ষুধার যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ শব্দ হচ্ছে, তবুও তার হৃদয় হাসছে এটা ভেবে যে—এসব ইবাদত তাকে জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাচ্ছে এবং জান্নাতুল ফিরদাউসের কত নিকটে করে দিচ্ছে।

তিনি অনুরোধে সাড়া দেন

আপনি যদি কুরআনের দিকে তাকান, সুরা বাকারায় রামাদান নিয়ে পরপর অনেকগুলো আয়াত আছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

‘হে ইমানদারগণ ! তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে,
যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমার পূর্ববর্তী লোকদের ওপর।
যতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।’^{১০৯}

এবং তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, ‘রোজা রাখতে হবে কতগুলো নির্দিষ্ট
দিনে।’^{১১০}

এখানে প্রথম তিনটি আয়াতে রোজার ব্যাপারে বলা হয়েছে। হঠাৎ করেই
চতুর্থ আয়াতে অন্য বিষয় নিয়ে বলা হয়েছে। এখানে দু’আ সম্পর্কে বলা
হয়েছে।

‘আর (হে মুহাম্মদ) আমার বান্দারা যখন আপনাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস
করে তখন বলে দিন, নিশ্চয়ই আমি রয়েছি সন্নিহিতে।’^{১১১}

এরপর পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে, রামাদানের নিয়মকানুন সম্পর্কে।

‘রোজার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল
করা হয়েছে।’^{১১২}

এখানে সাওমের বিষয় ধারাবাহিকভাবে থাকা কয়েকটি আয়াতের মাঝে দু’আ
সম্পর্কে আয়াত কেন ছিল? আল্লাহ এখানে কেন অন্য প্রসঙ্গের এমন একটি
আয়াত রাখবেন? এটি কি সত্যিই অপ্রাসঙ্গিক? অসম্ভব। কুরআনের প্রতিটি
দৃষ্টিভঙ্গিই নিখুঁত। দু’আর গুরুত্ব সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য
সাওমের আলোচনায় তা আনা হয়েছে এবং রামাদান হচ্ছে দু’আর মাস।

দু’আ কবুল হওয়ার বিশেষ কিছু সময় রয়েছে। তার মধ্যে রামাদান একটি।
এই আয়াতটি আরো গভীরভাবে দেখুন—

[১০৯] সুরা বাকারাহ: ১৮২

[১১০] সুরা বাকারাহ: ১৮৫।

[১১১] সুরা বাকারাহ: ১৮৬।

[১১২] সুরা বাকারাহ: ১৮৭।

‘আর আমার বান্দারা যখন আপনাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে, তখন বলে দিন নিশ্চয়ই আমি রয়েছি সন্নিহিত। আমি দু’আকারীর দু’আর জবাব দিই যখন তারা আমার কাছে দু’আ করে।’

“এবং তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে”, আর “এবং যখন তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে”। কথাটি পবিত্র কুরআনে চৌদ্দবার এসেছে। ‘ইয়াস আলুনাকা’ এসেছে ১৩ বার এবং ‘ইয়া সাআলাকা’ এসেছে একবার। প্রতিবার আল্লাহ যখন বলেন, ‘এবং তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে’। এ কথাটির পরে কুল (তাদের বলে দাও) কথাটি আছে। শুধুমাত্র এই আয়াতটিতে বলা হয়নি। এখানে দু’আর কথা বলা হয়েছে। সব জায়গায় কুল আছে, শুধুমাত্র দু’আর জায়গাটি ব্যতীত। ‘যদি তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে’ এর পরে কোনো কুল (বলে দাও) নেই। এর মাধ্যমে বিশুদ্ধ তাওহিদের একটি বার্তা আপনার কাছে দেওয়া হয়েছে। সেটা হলো আপনার এবং আল্লাহর মাঝে সরাসরি একটি সম্পর্ক। না আছে কোনো বার্তাবাহক, না আছে কোনো ওলি। এমনকি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নন। পূর্ণাঙ্গ তাওহিদ, বিশুদ্ধ তাওহিদ আর এ কারণেই এখানে কোনো কুল নেই।

ভাগ্য রজনী (লাইলাতুল কদর)

রামাদানে আল্লাহ তার বন্দার জন্য অনেক সুযোগ তৈরী করে দেন যাতে বান্দা তার গুনাহগুলো মাফ করিয়ে নিতে পারে। লাইলাতুল কদর সেইসকল সুযোগগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ফজিলতপূর্ণ। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ইমানের সাথে সাওয়াবের আশা নিয়ে লাইলাতুল কদরে সালাত আদায় করবে, তার সমস্ত গুনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হবে।’

লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে ৫টি আয়াতের একটি সম্পূর্ণ সুরা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তার নাম করণও করা হয়েছে 'সুরাতুল কদর নামে।' এছাড়া সুরা দুখানের শুরুতে প্রায় চার থেকে ছয়টি আয়াতে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে বলা হয়েছে। সুতরাং এখানে রয়েছে পবিত্র কুরআনের প্রায় ১১টি আয়াত এবং পূর্ণাঙ্গ সুরা। যাতে সেই রাত তথা কদর বা ভাগ্য রজনী সম্পর্কে বলা হয়েছে।

এটি কোনো সাধারণ রাত নয়। এটি এমন একটি রাত যে রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

'আমি কুরআনকে কদরের রাতে নাজিল করেছি।' ^{১১৩}

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

'আমি একে অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রাতে।' ^{১১৪}

কেন এটিকে লাইলাতুল কদর বলা হয়? এর দুটি কারণ রয়েছে। অথবা দুটির কোন একটির কারণে এই রাতের নাম লাইলাতুল কদর রাখা হয়েছে। এক. এটির মূল শব্দ কদর। যার অর্থ মূল্য বা গুরুত্ব। ভাগ্য রজনী অত্যন্ত মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ তাই এর নাম রাখা হয়েছে লাইলাতুল কদর বা কদরের রাত।

দ্বিতীয় কারণ হলো, কদর নিয়তি/ভাগ্য থেকে আসে। এর অর্থ হলো আপনার ভাগ্য ওই রাতে লিখা হয়।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন, আপনি আমাদেরকে বিভ্রান্ত করছেন। আপনিই তো আমাদেরকে বলেছেন, আকাশ পৃথিবী তৈরির অনেক আগেই আমাদের ভাগ্য লেখা হয়েছে। কিন্তু এখন বলছেন এটি লাইলাতুল কদরে লেখা হয়।

আপনি মনস্থির করুন। দেখুন কীভাবে এটি হয়? এটি আকাশ ও নভোমণ্ডল তৈরির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই লেখা হয়েছে এবং এই বিশেষ রাতে ওই বছরের কাজগুলো ফেরেশতাদের হাতে দেওয়া হয়।

যেমন আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে কারিমে বলেছেন,

[১১৩] সুরা কদর: ১।

[১১৪] সুরা আদ দুখান: ৩।

فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

‘এ রাতে প্রতিটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থির করা হয়।’^{১১৫}

পুরো বছরের জন্য কাজগুলো ফেরেশতাদের দেওয়া হয়। কারা এ বছর মৃত্যুবরণ করবে? কারা ধন-সম্পদ দ্বারা সমৃদ্ধ হবে, কারা দরিদ্র হবে এসব কিছু। এ রাতে ঘুমানোর কোনো সময় নেই। এ রাতে আপনার রিজিক লেখা হবে। ভালো খারাপ সবকিছু ফেরেশতাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তাই এ রাতে আল্লাহর রহমতের জন্য প্রার্থনা করুন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

‘আর তুমি কি জানো মহিমাম্বিত রাত কী?’^{১১৬}

যদি এমন হয় আমি মূল্যবান কোনো কিছু কিনে আনলাম। আর আপনি আমার কাছে সেই জিনিসটি চাইলেন। তখন আমি যদি বলি, আপনি কি জানেন এটার মূল্য কত? প্রশ্নটি শোনার সাথে সাথেই আপনার মনে হবে যে, জিনিসটির মূল্য সত্যিই খুব বেশি যা বর্ণনা করা যায় না।

ঠিক তেমনিভাবে লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব ও তার মর্জাদা অধিক হওয়ার কারনে আল্লাহ তাআলাও প্রশ্ন করেছেন যে, আপনি কি জানেন লাইলাতুল কদর কি? অর্থাৎ আপনি কি জানেন এ রাতে আপনি কি পেতে যাচ্ছেন?

এর পরের আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলে দিচ্ছেন,

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

‘কদরের রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।’^{১১৭}

এ রাতের ইবাদত হাজার মাস অর্থাৎ ৮৩ বছর ৪ মাসের চেয়েও উত্তম। আমার ভাই ও বোনেরা ! এটাই আপনাদের জন্য উত্তম রাত। সৌভাগ্য অর্জনের রাত। আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে ক্ষমা লাভের রাত।

যদি এমন প্রশ্ন করা হয় যে, কোনটি তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ রাত ? তখন আপনি কি বলবেন ? কেউ কেউ হয়তো বা বলবে তার বাসর রাত, কেউ হয়তো বলবে তার থ্রাজুয়েশনের রাত অথবা যে রাতে তাদের সন্তান জন্ম

[১১৫] সূরা আদ দুখান: ৪।

[১১৬] সূরা কদর: ২।

[১১৭] সূরা কদর: ৩।

নিয়েছিল সেই রাত। এসব ভালো, খারাপ জিনিস নয়। কিন্তু এগুলো আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ রাত হতে পারে না। বরং আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ রাত হল লাইলাতুল কদরের রাত। কারণ এই এক রাতে আপনি আপনার গুনাহগুলো ক্ষমা করাতে পেরেছেন, হাজার মাস তথা ৮৩ বছর চার মাসের চেয়ে বেশী সময় ধরে নেক আমল করার সাওয়াব অর্জন করতে পেরেছেন। আচ্ছা এর চেয়েও উত্তম কোন রাত কি তোমার জীবনে আসতে পারে?

ওয়াল্লাহি, এটা আপনার জীবনের সবচেয়ে উত্তম রাত হওয়া উচিত। এ রাতে যদি আপনি আল্লাহর ইবাদতে কয়েক ঘণ্টা ব্যয় করেন, তবে আপনি ৮৩.৩৩ বছর ইবাদতের সমান সাওয়াব পাবেন। এ রাতে আপনি আল্লাহ্ আকবার, সুবহানাল্লাহ এবং আলহামদুলিল্লাহ বললে যেন হাজার মাস ধরে বিরতিহীনভাবে আল্লাহর জিকির করলেন। এ রাতে যদি আপনি কুরআন তিলাওয়াত করেন এবং তাওবা করেন তা যেন ৮৩.৩৩ বছর ধরেই তিলাওয়াত আর তাওবা করে গেলেন। এ রাতে যদি আপনি আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হন, তা যেন ৩০,০০০ দিন-ই আপনি আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হলেন। আপনি কি জানেন লাইলাতুল কদর কি?

আল্লাহর কসম আমাকে বলুন, যে এ রাতের বরকত মিস করেছে সে কি নিজেই নিজেকে প্রতারণিত করেনি? যে ব্যক্তি এই রাতটি বিভিন্ন ধরনের নিষিদ্ধ কাজে অতিবাহিত করে, সে কি নিজেই নিজের ওপর জুলুম করে না? আরামের ঘুমকে পরিহার করুন। অলসতায় সময় অতিবাহিত না করে বিশেষ করে এই রাতে নিজের পা দুটোকে দৃঢ় করে বিনয়ের সাথে আপনার মহান রবের সামনে দণ্ডায়মান হোন। আর ৮৩.৩৩ বছরের সমান পুণ্য অর্জন করুন। কোনো বোধশক্তি-সম্পন্ন মানুষের দ্বারা এ রাতের এই সেরা সুযোগ হারানো সম্ভব না।

সেই রাতে ফেরেশতারা পৃথিবীতে নেমে আসেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ

এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রুহ অবতীর্ণ হয়

তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে।^{১১৮}

আয়াতে উল্লিখিত রুহ দ্বারা উদ্দেশ্য হল জিবরাইল আ.। অনেক হাদিস গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এই পৃথিবীতে যে পরিমাণ পাথর কণা রয়েছে সে রাতে তার

চেয়েও বেশিসংখ্যক ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং জিবরাইল আ.-ও তাদের সাথে পৃথিবীতে নেমে আসেন।

এত সুন্দর একটি বিষয়, আপনি কি কখনো তা কল্পনা করে দেখেছেন? এর মাধ্যমেই তো বোঝা যায় যে, এই রাতটি কত শান্তি। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর পর জিবরাইল আ. পৃথিবীতে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। কদরের রাতটি এমন একটি বিশেষ রাত যে রাতে জিবরাইল আ. পৃথিবীতে নেমে আসেন। ফেরেশতাগণ ইবাদতের ক্ষেত্রে সেরাটাই ভালোবাসেন। তারা এমন ইবাদাতকারী যারা কখনো আল্লাহর আদেশ অমান্য করেন না।

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

‘তারা আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেন তা অমান্য করেন না এবং যা আদেশ করা হয় তাই পালন করেন।’^{১১৯}

ফেরেশতাদের ইবাদতের জন্য রয়েছে বাইতুল মামুর। ফেরেশতাগণ সেখানে সকাল-সন্ধ্যা ইবাদতে মশগুল থাকেন। কিন্তু তবুও তারা ওই রাতে পৃথিবীতে নেমে আসেন। কদরের রাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা এতটাই বেশি যার কারণে ফেরেশতারা পর্যন্ত পৃথিবীতে এসে ইবাদত করেন। কিছু কিছু মানুষ আছে যারা এই বিশাল সুযোগকে অবহেলা করে পাপকাজে ডুবে থাকে। তারা কি কুরআনের এই আয়াত নিয়ে একটুও ভেবে দেখে না? আল্লাহ তাআলা বলেন,

سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ

‘শান্তি! ফজরের উদয় হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।’^{১২০}

১১৯. সূরা তাহরীম :০৬

১২০. সূরা কদর : ০৫

কদরের রাতের কিছু নিদর্শন

কদরের রাতটি হবে শান্তির রাত। প্রশান্তি হচ্ছে কদরের রাতের একটি নিদর্শন।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা একবার লাইলাতুল কদর নিয়ে আলোচনা করছিলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কথা শুনছিলেন। পরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা এ রাতকে মনে রাখবে তারা যেন এ রাতের চাঁদকে দেখে নেয়। যা দেখতে একটি থালার মতো হবে। অর্থাৎ ক্ষয় হয়ে যাওয়া চাঁদ। চাঁদ দেখতে হবে অর্ধেক থালার মতো।

উবাদা ইবনু সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লাইলাতুল কদর হবে পরিষ্কার আর স্বচ্ছ একটি রাত। দেখে মনে হবে যেন সে রাতে একটি উজ্জ্বল চাঁদ উঠেছে। এই কথাটা খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করুন। এখানে উজ্জ্বলতা চাঁদ থেকে আসবে না। বরং এই রাতটা স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল হবে ফেরেশতাদের দুনিয়াতে আসা যাওয়ার কারণে। আল্লাহ তাআলা সে রাতে নুর দিয়ে দেবেন। হাদিসটিতে আরো বলা হয়েছে, কদরের রাত হবে একটি শান্ত এবং প্রশান্তির রাত। যা না হবে খুব ঠান্ডা, না হবে খুব গরম। আর সে রাত ফজরের আগ পর্যন্ত আকাশে কোনো তারা খসবে না। এগুলো হলো লাইলাতুল কদরের কিছু নিদর্শন।

কোনো কোনো আলিমদের মতে সেই রাতের বাতাস হবে স্থির। এছাড়াও অনেকে বলেন যে, কদরের রাতে কোনো কুকুর ডাকবে না। কিন্তু এসব কথার কোনো প্রমাণ নেই।

প্রতি বছরই লাইলাতুল কদর সম্পর্কিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি বিখ্যাত হাদিস নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের বলতে যাচ্ছিলেন যে কোন রাতটি কদরের রাত। যাওয়ার পথে তিনি দুটি লোককে ঝগড়া করতে দেখলেন। আর লাইলাতুল কদর কবে তা তিনি ভুলে গেলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাদেরকে বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি। এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য রহমত এবং আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দয়া যে,

লাইলাতুল কদর কবে তা তিনি আমাদের জানাননি। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত যে, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভুলিয়ে দিয়েছেন এবং আমাদের তা জানানো থেকে বিরত রেখেছেন। কীভাবে এটা রহমত হতে পারে? হ্যাঁ, এটা রহমত। যদি আমরা একটি নির্দিষ্ট রাতকে লাইলাতুল কদর হিসেবে জানতাম তাহলে আমরা নিজেরাই পুরো রামাদানকে অবহেলা করতাম। শুধু ওই একটা রাতের জন্য অপেক্ষা করতাম। আর ওই রাতে অল্প কিছু ইবাদত করে ঘুমিয়ে পড়তাম। কিন্তু তিনি বলেছেন, এটা দশ রাতের মধ্যে যে-কোনো একটি রাত। এর ফলে আমরা এই দশ রাতে অনেক বেশি সওয়াব অর্জন করতে পারি। এরপর আবার এটাকে ওই দশ রাতের এক বেজোড় রাতে বলে দিয়েছেন। এভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাতটিকে নিয়ে না এসে যদি বলা হত বছরের ৩৬৫ রাতের মধ্যে যে-কোনো রাতেই লাইলাতুল কদর হতে পারে। তবুও এই রাতটিতে ইবাদতের আশায় সাড়া বছর প্রত্যেক রাতে ইবাদত করা উচিত ছিল। কারন এই একটা রাতে আপনি যা আমল করবেন, যতটুকু করবেন সেটার জন্য আপনি ৩০ হাজার রাতের প্রতিদান পাবেন।

একটা উদাহরণের দিকে লক্ষ করুন। আমি যদি বলি, আমি একটি কাগজের টুকরোর মধ্যে কোনো একটা তারিখ লিখে রাখব এবং সেটা লুকিয়ে রাখব, আর আমার লেখা ওই তারিখে কেউ যদি আমাকে এক টাকা দেয়, তাহলে এর বিনিময়ে আমার কাছ থেকে সে ৩০ হাজার টাকা পাবে। এ কথা শুনে যে-কোনো বুদ্ধিসম্পন্ন লোক কি করবে? কেউ যদি বোকাও হয় তবুও সে ৩৬৫ দিনের জন্য ৩৬৫ টাকা সংগ্রহ করবে। এরপর প্রতিদিন আমাকে এক টাকা করে দেবে। কারণ সে জানে এটা করলে সে ৩০,০০০ টাকা পাবে। কিন্তু এই কয়েক শত টাকার বিনিময়ে সে কি অর্জন করবে? ৩০,০০০ টাকা! এটাই হলো লাইলাতুল কদর। ৫টি বেজোড় রাতের কোনো এক রাতে আপনি যে কাজ করবেন তার জন্য ৩০,০০০ রাতের সমান প্রতিদান পাবেন। আল্লাহ মাত্র ৫ রাতের কমিয়ে এনে আমাদের ওপর রহম করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলতে পারতেন যে, এটা বছরের ৩৬৫ দিনের মাঝে যে-কোনো একদিন। তখন কিন্তু আমাদের কদরের জন্য কাজটা অনেক কঠিন হয়ে যেত। আল্লাহ এটাকে শুধু রামাদান মাসেই কমিয়ে এনেছেন, এরপর রামাদানের শেষ দশদিনের বেজুর রাত্রির কোন এক রাতে।

আল্লাহর সাথে কৃপণতা করবেন না। হতে পারে এ রাতে আপনি যে বিপুল পরিমাণ সওয়াব অর্জন করবেন, সেটাই আপনাকে আপনার আখিরাতে সাফল্য এনে দেবে। হতে পারে আপনাকে আপনার আমলনামা ডান হাতে এনে দেবে। আর তখন আপনি আপনার পরিবারের কাছে দৌড়ে গিয়ে বলবেন,

‘এই নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখো।’^{১২১}

লাইলাতুল কদরের জন্য উপদেশ

লাইলাতুল কদর তথা ভাগ্য রজনী সম্পর্কে জানার পর আমাদের কী করা উচিত? আপনি যদি লাইলাতুল কদর পেতে চান, তাহলে গত পর্বগুলোতে আমরা যা উল্লেখ করেছি তার সবকিছুই করতে সচেষ্ট হবেন। নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত, জিকির সাধ্যমতো করার চেষ্টা করবেন। লাইলাতুল কদরের জন্য একটি বিশেষ দু’আ আছে। কদরের রাতে এই দু’আটি বেশি বেশি করে পড়তে হবে। বিশেষ করে রামাদানের শেষ দশ রাতের কোন একটি রাত হচ্ছে লাইলাতুল কদর বা কদরের রাত। বিশেষ করে বেজোড় রাত্রিগুলোর মধ্যে যে-কোনো একটি রাত। দু’আটি কী? দু’আটি হলো,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوفٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

‘হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি পরম ক্ষমাশীল ও ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন।’^{১২২}

এখানে ক্ষমা করা অর্থে ‘গাফুর’ শব্দটি ব্যবহার না করে ‘আফুয্যুন’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও শব্দ দুটি একই। প্রশ্ন হলো তাহলে আফুয্যুন ব্যবহার করা হলো কেন? অর্থগত বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই যে, আরবরা সাধারণত মুছে ফেলা অর্থে আফুয্যুন শব্দটি ব্যবহার করে। যেমন, মরুভূমি থেকে পায়ের চিহ্ন চলে গেলে তারা (আরবরা) আফুয্যুন বলে থাকে, এর অর্থ হলো এটা তো মুছে গেছে।

[১২১] সূরা আল হাক্বাহ: ১৯।

[১২২] সুনানে বাইহাকি: ৩৪২৬। সনদ: সহিহ।

এটা থেকে আমরা সহজভাবে এর অর্থটা বুঝতে পারব। এই দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য কী? উলামাগণ এই দুই শব্দের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, ফরজ ইবাদত ছেড়ে দেওয়ার পর যদি ক্ষমা করা হয়, তখন আফুয়্যুন শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আর হারাম কাজ করার পর ক্ষমা করলে গফুর শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বিশদভাবে বর্ণিত আরো একটি মত আছে। কারো কারো মতে আল্লাহ তাআলার মাগফিরাতের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু আপনার গুনাহগুলো লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে। বিচার দিবসের আগ পর্যন্ত সেগুলো মুছে ফেলা হবে না।

আল্লাহ তার বান্দাকে নিজের সান্নিধ্যে আনতে থাকেন আর তাকে প্রশ্ন করতে থাকেন। ‘তুমি কি নিজের প্রতি ওই গুনাহের কথা স্মরণ করতে পারো?’ বান্দা বলবে, ‘হ্যাঁ, পারি।’ আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করবেন, ‘তুমি কি ওই গুনাহের কথা স্মরণ করতে পারো?’ বান্দা আবারো বলবে, ‘হ্যাঁ, পারি।’ এভাবে বান্দা যখন তার কৃত সকল গুনাহের কথা স্বীকার করবে, তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন,

‘আমি ইহকালে তোমার এই গুনাহগুলোকে গোপন রেখেছিলাম।

আর তারপর তা ক্ষমা করে দিয়েছি।’

উলামাগণ এ ধরনের ক্ষমাকে মাগফিরাত বলে থাকেন। তাহলে আফুয়্যুন কী? আফুয়্যুন এর চেয়েও মর্যাদাসম্পন্ন ক্ষমা। আমরা এমন ক্ষমাই পেতে চাই। ‘আফুয়্যুন’ হলো যখন আল্লাহ তাআলা আপনার গুনাহগুলোকে ক্ষমা করে দেওয়ার পর তা সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলেন। এমনকি বিচার দিবসেও এসব গুনাহ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হবে না। এছাড়া আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দা ও ফেরেশতাদেরকেও ওইসকল গুনাহগুলোর কথা ভুলিয়ে দেন। যেন বিচার দিবসেও আপনাকে আপনার গুনাহের জন্য অপমানিত হতে না হয়। মানুষ তার পাপ কর্মের জন্য যখন একেবারে মন থেকে ক্ষমা চায়, তখন আল্লাহ অত্যন্ত খুশি হয়ে এ ধরনের ক্ষমা করেন।

আফুয়্যুন শব্দটি পবিত্র কুরআনে অনেকবার এসেছে, এর মধ্যে পাঁচবার শব্দটি ‘কাদির’ তথা আল্লাহ সর্বশক্তিমান কথাটির সাথে উল্লেখ এসেছে। অর্থাৎ আল্লাহ চাইলেই শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু তবুও তিনি ক্ষমা করে দেন।

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوا أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا
‘তোমরা যদি কল্যাণ করো প্রকাশ্যভাবে কিংবা গোপনে অথবা
যদি তোমরা অপরাধ ক্ষমা করে দাও, তবে জেনে রেখো
আল্লাহ নিজে ক্ষমাকারী, মহান শক্তিশালী।’^{১২৩}

আফুয্যুন ও গফুর শব্দটি কুরআনে সম্মিলিতভাবেও এসেছে। সম্ভবত এটা দেখানোর জন্য যে, আপনি মাগফিরাত চাইলে আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু আপনি যদি আরো অত্মসর হন এবং কঠোর প্রচেষ্টা করেন, তাহলে আফুয্যুন পাবেন। যার ফলে আপনার সব গুনাহ সম্পূর্ণ মুছে দেওয়া হবে। যে-কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই বোঝা যায় যে, আফুয্যুন হচ্ছে গুরুরান এর বিস্তৃত রূপ। যার জন্য পুরস্কারের পরিমাণও অনেক বেশি হবে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন এবং সম্মানজনক ক্ষমা। খেয়াল করলে পবিত্র কুরআনুল কারিমে দেখা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা যখন সবচেয়ে গুরুতর গুনাহগুলো মাফ করে দেন বা মানুষকে অন্যদের কোনো গুরুতর ব্যাপারে মাফ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন, তখন আফুয্যুন শব্দটি ব্যবহার করেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, মুসা আ. এর সম্প্রদায় যখন বাছুরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছিল, এরপর আল্লাহ তাআলা যখন তাদের এমন নিকৃষ্ট গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিলেন তখন তিনি আফুয্যুন শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আল্লাগ তাআলা বলেন,

وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ
وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ

‘আর যখন আমি মুসার সাথে চল্লিশ রাতের ওয়াদা করেছিলাম, তারপর তোমরা তার অনুপস্থিতিতে বাছুর বানিয়ে নিয়েছিলে, তোমরা ছিলে জালিম।’^{১২৪}

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
যখন আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষমা করে দেন। তখন তোমরা
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও।’^{১২৫}

[১২৩] সূরা নিসা: ১৪৯।

[১২৪] সূরা আল বাকারা: ৫১।

[১২৫] সূরা আল বাকারা: ৫২।

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা আফুয্যুন শব্দটি ব্যবহার করেছেন গফুর নয়। এমনকি তাবুক যুদ্ধে কুরআন তেলাওয়াতকারীদের যারা বিদ্রূপ করেছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبُ
طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

‘তোমরা এখন ওজর পেশ করো না। একবার ইমান আনার পর তোমরা পুনরায় কাফের হয়ে গিয়েছিলে। তোমাদের মধ্যে আমি কোনো দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেবই। কেননা তারা ছিল অপরাধী।’^{১২৬}

উপরোক্ত আয়াতে ‘আফুয্যুন’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে গাফুর নয়। কারণ ইসলামের আচার-অনুষ্ঠান রীতিনীতি নিয়ে উপহাস ও বিশ্বাসীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা একটি জঘন্য অপরাধ। ইসলামে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করাও একটি গুরুতর অপরাধ। এই সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا
كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

‘দুটি বাহিনী যখন সম্মুখ সমরে একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিল, নিঃসন্দেহে সেদিন যারা ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। তাদের একাংশের অর্জিত কাজের জন্য শয়তান-ই তাদের পদস্থলন ঘটিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর তারা অনুতপ্ত হলে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিলেন। আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম ধৈর্যশীল।’^{১২৭}

যেহেতু এগুলো সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ। তাই আল্লাহ তাআলা এখানে গাফুরের পরিবর্তে আফা শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আমরাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে এই সর্বোচ্চ সম্মানজনক ক্ষমাই পেতে চাই এবং আমাদের উচিত সেটাই পাওয়ার চেষ্টা করা।

[১২৬] সূরা আত তাওবা: ৬৬।

[১২৭] সূরা আল ইমরান: ১৫৫

অভিপ্রায়ের গুরুত্ব

আপনার প্রতিজ্ঞাগুলো নবায়ন করুন, প্রতিদিন আপনার প্রতিজ্ঞাগুলোকে নবায়ন করুন। শুধু প্রতিদিনই নয়, অনেকবার নয়, বরং আপনার চলার পথে প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি কাজে নিয়তগুলোকে নবায়ন করুন। যখন আপনি কোনো কথা বলেন, যখন কোনো কিছু টাইপ করছেন, যখন আপনি দাওয়ার কাজে যান, যে-কোনো সময় আপনার নিয়তকে নবায়ন করুন। যখন পরবর্তীতে কোনো বিপর্যয় আপনাকে আঘাত করবে, এভাবেই আপনি ধৈর্যধারণ করার শক্তি অর্জন করবেন। যখন আপনি জীবনের কঠিন সময় পার করছেন এবং অন্যান্যরা আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন আপনি কি মনে করেন যে, আল্লাহর আগে কেউ আপনাকে সাহায্য করবে?

‘সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভাইয়ের কাছ থেকে,
তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নি ও তার সন্তানদের কাছ থেকে।’^{১২৮}

যদি তারা আপনাকে দুনিয়াতে সহায়তা না করে, তবে আপনি কীভাবে আশা করতে পারেন যে, তারা আপনাকে পরকালে সহায়তা করবে?

আপনি যদি দুঃখ-কষ্টে আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন, আপনি সাহায্যের জন্য আল্লাহকে ছাড়া আর অন্য কাউকে খুঁজে পাবেন না। সত্যিই একমাত্র আল্লাহই আপনার কষ্ট থেকে পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট।

প্রশ্ন হলো, কীভাবে আল্লাহকে আপনার পাশে পাবেন? আপনি দাওয়াহর কাজ করতে গিয়ে বিভিন্নভাবে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। কষ্ট ও দুর্ভোগগুলো আপনার দাওয়াতের পথে একের-পর-এক বাধার মতো হচ্ছে। যদি আপনার বিপদের সময় আল্লাহকে পেতে চান, তবে আপনি দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ার পূর্বেই আপনার সকল কাজ শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যই করুন। জনসাধারণ, বন্ধু কিংবা কোনো মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়।

এটা কি আল্লাহর জন্য? এটা কি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে? এটা কি ইসলামের শিক্ষার মধ্যে পড়ে? আমাদের জীবনের এমন অনেক সময় আসে যখন আমাদের বন্ধুরা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। যদি আপনাদের কথা বলতে দিতাম, তবে সাড়াদিনই আমাদের এখানে থাকতে হতো। কারণ প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু গল্প আছে। আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনকে

মূলমঞ্চে বা বক্তৃতায় এমনকি সামাজিক মাধ্যমে আনতে চাই না। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার থাকে এই গল্পগুলোতে যা অন্যান্য মুসলমানদের মাঝে সচেতনতা গড়ে তোলে। তাই আমি যা জানি তা থেকে বলতে পারি যে, আমি কারাগারে যাওয়ার পূর্বে যারা আমার ছাত্র ছিল তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যারা আমাকে অনুসরণ করে না, যখন আমাকে কারাগারে নেওয়া হয়েছিল। তখন রমজান শেষ হতে আর দু-রাত বাকি। ইদুল ফিতর আসার দুই রাত আগে। রামাদানে কারাগারে প্রথম রাতে আমি জাহত হলাম আর দু'আ করতে লাগলাম। হে আল্লাহ আমার মাকে যে কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ সম্মান দান করুন। কারাগারে যাওয়ার পূর্বের রাতে আমার বাবা এবং আমি আমাদের এক ছাত্রের বাড়িতে ইফতারের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। আহমাদ জিবরীল সেখানে গিয়েছিলেন। শায়েখ মুসাও সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন। সেখানে সবাই আমন্ত্রিত ছিলেন। আমরা সেখানে ছিলাম অনেক রাত পর্যন্ত। কারণ এটি খুব বড় একটি সমাগম ছিল এবং আমি সেখানে তারাবিহ নামাজের নেতৃত্ব দিয়েছিলাম। আমার অন্য এক জায়াগায় খতমে কুরআন করার কথা ছিল এবং এটি ছিল শেষ পারা যেটা আমি করতে যাচ্ছিলাম। ওই বাড়িতে অনেক মানুষের সমাগম থাকায় কুরআন খতমটি সেখানেই করলাম। আমার বাবা উপস্থিত লোকদের বলল, যদি আগামীকাল ইদ না হয় তবে আপনারা সবাই আমাদের বাড়িতে আমন্ত্রিত।

সবাই আমাদের বাড়িতে আমন্ত্রিত। আল্লাহ আমার বাবাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক। তার কাজগুলো পূর্ণ করার জন্য তাকে দীর্ঘজীবন দান করুক, আর আমার মাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুক। আমরা আশা করছিলাম যে, ১৫০ থেকে ২৫০ জনের মতো অতিথি আমাদের বাড়িতে আসতে পারে।

এমনকি কারাগারে যাওয়ার পূর্বে যখন আমি নিয়মিত আলোচনা করতাম, তখন বেশিরভাগ সময়েই গাড়িতে করে যেতাম। আমার মনে আছে, তারা বিবাদে জড়িয়ে যেত আমার পাশে কে বসবে তা নিয়ে। এমন হত ভাইয়েরা আমাকে বলতে আসত যে, আপনি গাড়িতে যাবেন আর কে গাড়িটি চালাবে তা নিয়ে বিবাদ করছে। ওয়াল্লাহি, ওয়াল্লাহি, এটা অনেকবার ঘটেছে।

আমাকে বলতে দিন, যখন আমি কোর্টে জবাবদিহির জন্য যাচ্ছিলাম। কোর্ট রুমটি পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কাঁধ থেকে কাঁধে। কিন্তু সেখানে আমি আর

আমার বাবা ছাড়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ এর প্রতি কোনো বিশ্বাসী ছিল না।

এফ বি আই এর প্রসিকিউটরস, সকল সরকারি লোক, কাউন্টার টেরোরিজম অফিসার, প্রতিটি এজেন্সির প্রতিনিধিরা সেখানে ছিল। আমার আইনজীবী বললেন, এই লোকগুলো তোমাকে সত্যিই ঘৃণা করে। আমি এর আগে কারো সাথে এমন করতে দেখিনি।

কারণ, যখন সেখানে দর্শক থাকে তখন বিচারকদের ওপর প্রভাব পড়ে। কারণ আপনি জানেন যে, তারা কীভাবে বিচার করবেন। আপনাকে একটি উচ্চতর সাজা দিতে সাধারণত বিচারকের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করছে। আইনজীবী বললেন, আমি তাদের আগে কখনো এই জাতীয় শাস্তিতে অংশ নিতে দেখিনি। তারা সত্যিই আপনাকে ঘৃণা করে।

আপনার সেই অনুসারীরা যারা আপনার পাশে আছে বলে দাবি করে, তারা সবাই কোথায়? পুরানো দিনগুলোতে আমাদের বাড়ির ওপরের অংশটি সপ্তাহের ৭টি দিনের ২৪ ঘণ্টা ছাত্রদের জন্য খোলা থাকত। আমি এটি বলছি শুধুমাত্র শিক্ষার জন্য বা অভিজ্ঞতার জন্য। অন্যকিছুর জন্য নয় এবং ওই দিনগুলোতে আমি দেখেছিলাম আমাদের বাড়িতে একটি পুরানো কফি মেশিন ছিল। এটি ছিল বাণিজ্যিক। কারণ, বাড়িতে সব সময় মেহমান থাকত বলে ছোটো কফি মেশিনটি দিয়ে কাজ করা যেত না। ওয়াল্লাহি, আমাদের বাড়িটিকে মানুষ বলত, ‘এজেন্সি ইলম ক্যাফে’। মানুষ এখানে আসত, যেত, শেখাত, শিখত, দাওয়ার কাজ করত অবিরাম। আল্লাহ আমার মাকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করুক। আমার মা এই সময়গুলো একাকী দাঁড়িয়ে থাকত। খাবার সরবরাহ করা, প্রদান করা, খাবারের সন্ধান করা, রান্না করা, কফি বানানো এসব মা একাই করতেন। পুরনো দিনগুলো আমার মনে আছে। আমি যেন আজও দেখতে পাচ্ছি ভাইয়েরা যারা আমার অনুসরণ করত, বাথরুমে যাওয়ার পথটাতেও তারা বসত। চিন্তা করুন, মানুষজন বাথরুমে যাওয়ার পথটাতেও বসত। যে বিচারক আমার মামলাটি তদারকি করছিলেন, তিনি প্রায় পাঁচ ফুটের মতো, দেখতে খুব খাটো। শিক্ষার বিষয় হলো, এই পাঁচ ফুট বিচারকের সামনে যদি সমর্থন করার জন্য কেউ না দাঁড়ায়, আপনি কি মনে করেন যখন সকল আদালতের আদালতে আপনি থাকবেন তখন আপনাকে কেউ সমর্থন করবে?

দুনিয়া ও আখেরাতের সকল মালিকানা ও অধিকার যেই সত্ত্বার হাতে তার সামনে কীভাবে দাঁড়াবে? যদি তারা পাঁচ ফুট লম্বা এই বিচারকের সামনে

দাঁড়াতে না পারে? তাহলে কিভাবে তারা মহামহিয়ান আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে?

সুতরাং জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আপনার নিয়তগুলোকে নবায়ন করুন। এটাই এর শিক্ষা। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে নিজেকে প্রশ্ন করুন, এটা কি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য উপযুক্ত? অনেক লোকসমাগমের মাঝেও যখন প্রচণ্ড বিপদ আসবে তখন সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। আর তখনো আপনার পাশে একমাত্র মহান আল্লাহকেই পাবেন। সুতরাং ওইরকম বিপদগ্রস্থ সময় আসার আগেই নিজেকে প্রশ্ন করুন। আপনি কি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারছেন? যদি আপনি আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখেন তবে বিপদের সময়ে আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করবেন। এটির অন্যতম সেরা একটি উপায় হলো কঠোর সময়ে ধৈর্যধারণ করা। ইয়া আল্লাহ! আপনার কসম আমি সর্বদা এটা করছি, এটাই হলো অভিপ্রায়ের গুরুত্ব।

চাকচিক্যের এই দুনিয়া যখন তোমার কাছে ছোটো হয়ে যায়। নিভে যায় সন্ধ্যা তারা। চারদিকে তাকিয়ে দেখো আঁধারের ঘনঘটা। দুনিয়ার সব দরজা যখন তোমার জন্য বন্ধ হয়ে যায়। আর কোনো উপায় নেই! তখন তোমার কোনো ভয় নেই, তুমি হতাশ হয়ো না। তখন একটি দরজা খোলা থাকে, যার নাম রবের দরজা। তুমি তাঁর সমীপে সব খুলে বলো। ব্যথাতুর মন নিয়ে দু'আ করতে থাকো। একদিন রাবের কারিম তোমার ডাকে সাড়া দিবেন, কবুল করে নিবেন তোমার যত আবেদন।